আদি-লীলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।—
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১

ষষ্ঠশ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্যমহিমা
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা ॥২

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥৩

একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৪

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ ॥৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে। কীদৃশং? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকরণীয়ং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যস্য তম্। যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নেনাপি ময়া তস্য নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং (অসংখ্য অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) নিত্যানন্দং (শ্রীনিত্যানন্দকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)। যস্য (যে শ্রীনিত্যানন্দের) ইচ্ছয়া (কৃপায়) অজ্ঞেন (অজ্ঞ-ব্যক্তি—শাস্ত্রজ্ঞানহীন-আমাদ্বারা) অপি (ও) তৎস্বরূপং (তাঁহার—শ্রীনিত্যানন্দের—তত্ত্ব) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতে পারে)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় অজ্ঞ (শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন) ব্যক্তিদ্বারাও তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে, সেই অশেষ পরমাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। ১।

শ্রীনিত্যানন্দের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং অদ্ভুত; অদ্ভুত বলিয়া ইহা সহজে কেহ নিরূপণ করিতে পারে না; অবশ্য যাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়, শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও তিনি তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারেন। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন; তাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্তির আশায় তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বন্দনা করিতেছেন।

২। ষষ্ঠ শ্লোকে—কোনও কোনও গ্রন্থে "এই ছয় শ্লোকে" পাঠ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদের "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব (নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই তত্ত্ব) নিরূপিত হইয়াছে। **পঞ্চশ্লোকে**—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তমশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী শ্লোকে (শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে)। কোনও কোনও গ্রন্থে "পঞ্চশ্লোকে" স্থানে "সপ্তমশ্লোকে" পাঠ আছে; তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি বা অন্য পাঠের সহিত অর্থ-বিরোধ হয় না; কারণ, বস্তুতঃ সপ্তমশ্লোকেই সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণাদিরূপেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৩-৫। মোটামুটী ভাবে কোনও তত্ত্ব জানা থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার অনুসরণ করা একটু

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥২

শ্রীবলরামগোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহজ হয়; তাই বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকার তিন পয়ারে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বটী বলিয়া রাখিতেছেন। তাহা এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেন শ্রীবলরাম; তত্ত্বতঃ তাঁহারা একই, কেবল লীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই রূপে প্রকাশ। এই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ।

সর্ব্বঅবতারী—সমস্ত অবতারের মূল কর্ত্তা। **দ্বিতীয় দেহ**—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবলরামরূপে ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মূলতঃ একই, কেবল বিগ্রহে বিভিন্ন। **একই স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বরূপে একই, অভিন্ন। **দুই ভিন্ন মাত্র কায়**—কেবল কায়া বা দেহেতেই তাঁহারা ভিন্ন। তত্ত্বতঃ ব্রজে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। বিলাস তদেকাত্মরূপেরই একরকম ভেদ। মূলরূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপে অভেদ (তাই এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—একই স্বরূপ)। স্বরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কোনও লীলাবিশেষের উদ্দেশ্যে ভিন্ন আকৃতিতে—ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন বেশাদিতে—প্রকটিত স্বরূপের নাম বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, বর্ণে ও বেশে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস হইলেন। "ব্রজে গোপভাব রামের···। বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম॥ ২।২০।১৫৬॥" **কায়ব্যূহ**—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এক দেহ হইতে যদি এক বা ততোঽধিক দেহ প্রকটিত হয়, তবে প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়ব্যূহ বলা যায়। বিশেষ বিবরণ ১।১।৪২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **আদ্যকায়ব্যূহ**—প্রথম কায়ব্যূহ। লীলানুরোধে ভিন্নাকারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীবলদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। **কৃষ্ণলীলার সহায়**—শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করেন; লীলার সহায়তার নিমিত্তই শ্রীবলদেবরূপের প্রকটন। শ্রীবলদেব কিরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন, তাহা পরবর্ত্তী ৬—৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। **সেই কৃষ্ণ**—যেই কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী এবং স্বয়ংভগবান্, তিনিই (শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। **সেই বলরাম সঙ্গে**—যেই বলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ এবং লীলার সহায়, তিনিই (শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ, আদ্যকায়ব্যূহ এবং লীলার সহায়।

শ্লো।২। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্তমশ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬। এক্ষণে বিস্তৃতভাবে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই শ্লোকে বলা হইল—সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের অংশ এবং কারণাব্ধিশায়ী-আদি তাঁহার কলা (অংশের অংশ)॥ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যেই শ্রীবলদেব উক্ত পাঁচরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১২।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সঙ্কর্ষণাদি যেই বলরামের অংশ-কলা, তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্গে লীলা করিতেছেন।

মূল সঙ্কর্ষণ—সঙ্কর্ষণ ইঁহারই অংশ; সুতরাং ইনি সঙ্কর্ষণের অংশী বা মূল বলিয়া শ্রীবলরামকে মূল সঙ্কর্ষণ বলা হইল। প্রকটলীলায় এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবলদেবের একটী নাম সঙ্কর্ষণ (সম+কৃষ্+যুচ্=সংকৃষ্যতে গর্ভাৎ গর্ভান্তরং নীয়তে অসৌ ইতি সঙ্কর্ষণঃ। বাচস্পতি।)। প্রথমে কংসকারাগারে শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয়; কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায় যোগমায়া তাঁহাকে

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। | সৃষ্টি-লীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া দেবকীর সপত্নী শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে রক্ষা করেন (শ্রীরোহিণীদেবী তখন গোকুলে নন্দালয়ে ছিলেন); এজন্য শ্রীবলদেবের একটী নাম হইয়াছে সঙ্কর্ষণ (ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণ নহেন)। "গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি। শ্রীভা, ১০।২।১৩॥" বলাধিক্যবশতঃ তাঁহাকে বলভদ্রও বলা হইত ; এবং সকল লোকের নিকটে মনোরম ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রামও বলা হইত। "রামেতি লোক-রমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ। শ্রীভা, ১০।২।১৩॥" সম্ভবতঃ "বলভদ্রের" "বল" এবং "রাম" এই দুইটী শব্দের সংযোগেই তাঁহার বলরাম নামের উদ্ভব—যাঁহার বল অত্যন্ত অধিক এবং যিনি সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ, তিনিই বলরাম। শ্রীবলদেব পৌগণ্ড-বয়সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া এমন জোরে নাড়া দিয়াছিলেন যে, ধুপ্ ধাপ্ করিয়া বহুসংখ্যক তাল গাছের মাথা হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল (শ্রীভা, ১০।১৫।২৮); এক একটা প্রকাণ্ড গর্দ্দভকে এক হাতে দুই পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।১৫।৩২)। কিন্তু "বলভদ্রের" সার্থকতাবাচক "বলোচ্ছ্রয়াৎ" শব্দে (শ্রীভা, ১০।২।১৩) বোধ হয় উল্লিখিত তালফল পাতন এবং গর্দ্দভাসুর সংহারের উপযোগী শারীরিক বলই কেবল লক্ষিত হয় নাই—তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবল বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাধিক্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। "বলোচ্ছ্রয়াৎ" শব্দের টীকায় লিখিত হইয়াছে "তদীয় পরম-প্রেমোর্জ্জিতমনস্বয়েতি ভাবঃ। বৈষ্ণবতোষণী ॥"

পঞ্চরূপ—সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচরূপ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে (মূল সঙ্কর্ষণরূপে) এবং তদ্ভিন্ন সঙ্কর্ষণাদি পাঁচরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মোট ছয়রূপে সেবা।

৭। বিভিন্নরূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কি কি সেবা করেন, তাহা বলা হইতেছে।

আপনি করেন ইত্যাদি—শ্রীবলদেব নিজে (স্বয়ংরূপে বা মূল-সঙ্কর্ষণরূপে) ব্রজে ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন। সাক্ষাদ্ভাবে লীলার সহায়তা করাই তাঁহার স্বয়ংরূপের কার্য্য, সাক্ষাৎসেবাই তাঁহার স্বয়ংরূপের সেবা। **সৃষ্টিলীলাকার্য্য**—প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টিরূপ লীলার কার্য্য ; অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকাশ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি। **কায়**—কায়া, দেহ বা বিগ্রহ। **চারি কায়**—চারি বিগ্রহে—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই চারি স্বরূপে শ্রীবলদেব সৃষ্টিলীলাকার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণরূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন (সৃষ্টি করেন না—ভগবদ্ধাম-সমূহ নিত্য চিন্ময় বস্তু, তাঁহাদের সৃষ্টি সম্ভব নহে ; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি ঐ সমস্ত ধামকে প্রকাশ করেন মাত্র)। "ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক-বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস। তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২।২০।২১১-২২৩॥" আর, কারণার্ণবশায়ী-আদি তিনরূপে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন (শ্রীবলদেব)। প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি-প্রকার পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

সৃষ্টিলীলাকার্য্য-শব্দে সৃষ্টিকে লীলা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্ব্বাহের নিমিত্তই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। আর প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টিও কেবল আনন্দোদ্রেকজনিত লীলাবশতঃই ; "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—(বেদান্ত ২।১।৩৩) এই বেদান্ত-সূত্রই তাহার প্রমাণ। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণ যেমন কেবল আনন্দের উদ্রেকবশতঃই নৃত্য-গীত-ক্রীড়াদি করিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যেমন তাহারা নৃত্য-

সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবধ সেবন ॥ ৮
সর্ব্ব-রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯
সপ্তমশ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গীতাদি করে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও কেবল আনন্দোদ্রেকবশতঃই প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি করিয়া থাকেন, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া তিনি সৃষ্টি-আদি করেন না। তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার কোনও প্রয়োজন থাকিতেও পারে না। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী স্বভাববশতঃই তাঁহাতে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণের নৃত্য-গীতাদি যেমন তাঁহাদের আনন্দোদ্রেকের অভিব্যক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিও শ্রীভগবানের আনন্দোদ্রেকের একটা অভিব্যক্তি মাত্র; কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; ইহা তাঁহাব একটী লীলা মাত্র। উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যেও এইরূপই লিখিত আছে—"পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা, ন তু সা ফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি 'ষষ্ঠ্যন্তাদ্বতিঃ'। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদি-লীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য; তস্মাৎ স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব-লীলা; দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি মণ্ডুকশ্রুতেঃ। সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্।" এজন্যই সৃষ্টিকার্য্যকে লীলা বলা হইয়াছে।

৮। সৃষ্টি-আদি কার্য্য দ্বারা কিরূপে ভগবৎ-সেবা হয়, তাহা বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ যে স্বহস্তে সৃষ্ট্যাদি করেন তাহা নহে; লীলাবশতঃ যখন সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি তজ্জন্য আদেশ দিয়া থাকেন; সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার এই আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়াই সৃষ্টি-আদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং সৃষ্টি-আদি কার্য্য করিয়া তাঁহারা আদেশই পালন করিয়া থাকেন এবং এই আদেশ পালনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়া তাঁহার সুখ-সম্পাদনই করিয়া থাকেন; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি দ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের—আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন। **তাঁর আজ্ঞার**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞার।

সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপের সেবার কথা বলিয়া এক্ষণে পঞ্চমরূপ শ্রীশেষের সেবার কথা বলিতেছেন। **শেষরূপে**—অনন্তরূপে। সঙ্কর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী; গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত। ইঁহার তত্ত্ব ও কার্য্য পরবর্ত্তী ১০০—১০৭ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। **বিবিধ সেবন**—নানাপ্রকার সেবা। মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে সেবা—এই সমস্তই শেষরূপে শ্রীবলদেবের বিবিধ সেবা। পরবর্ত্তী ১০০—১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯। **সর্ব্বরূপে**—সকলরূপে॥ মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপেই শ্রীবলরাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণসেবার আনন্দ উপভোগ করেন। **সেই রাম** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যে নিত্যানন্দ, তিনিই সেই রাম (বলরাম)। যেই বলরাম মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনন্দ আস্বাদন করেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার লীলাদির সহায়তারূপ সেবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন।

১০। **সপ্তম শ্লোক**—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোক; পূর্ব্বোক্ত "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকে শ্রীবলরামচন্দ্রের অংশকলারূপে যে সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং পয়োব্ধিশায়ীর উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে উক্ত চারি-স্বরূপের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে; ইঁহাদের তত্ত্ব কথিত হইলেই উক্ত সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া যাইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বও জানা যাইবে।

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৩

প্রকৃতির পার—পরব্যোমনামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥ ১১
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো।৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১১-৪২ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১১-১২। "মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে" অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে।

প্রকৃতির পার—প্রকৃতির অতীত; মায়াতীত; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। **পরব্যোম নামে ধাম**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের বাহিরে একটী অপ্রাকৃত—চিন্ময়—মায়াতীত ধাম আছে, তাহার নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অপর নাম মহা-বৈকুণ্ঠ। **ধাম**—ভগবৎস্বরূপের লীলা-স্থানকে ধাম বলে। **কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে**—কৃষ্ণবিগ্রহ যেরূপ (সেইরূপ); শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ন্যায়। **বিভুত্ব**—সর্ব্বব্যাপকত্ব; যাহা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে বিভু বা ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ (শরীর) সাকার হইয়াও যেমন বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট—সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—তদ্রূপ পরব্যোম-নামক ধামও সাবয়ব হইয়াও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ন্যায় বিভুত্বাদি পরব্যোমেরও স্বরূপানুবন্ধি গুণ। ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিলাস (১।৩।২২ এবং ১।৪।৫৬-৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই মায়াতীত: বিভুবস্তুর লীলাস্থল বলিয়া বিভু বা সর্ব্বব্যাপক। "নানাকল্প-লতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভধৃত স্বায়ম্ভুবাগমবচন। ১০৬॥"

"প্রকৃতির পার" বাক্যে শ্লোকস্থ "মায়াতীতে" শব্দের, "বিভুত্বাদি গুণবান্" বাক্যে "ব্যাপি"-শব্দের এবং "পরব্যোম"-শব্দে "বৈকুণ্ঠলোকে"-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে।

বিভুত্বাদি গুণ কি, তাহা বলিতেছেন—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। **সর্ব্বগ**—যাহা সর্ব্বত্র যাইতে পারে; যাহা সকল স্থানকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। **অনন্ত**—অন্ত (শেষ) নাই যাহার; অসীম। **বিভু**—ব্রহ্ম, বৃহৎ। কোনও কোনও গ্রন্থে "বিভু" স্থলে "ব্রহ্ম" পাঠ দৃষ্ট হয়। **বৈকুণ্ঠ**—কুণ্ঠা-শব্দের অর্থ মায়া; কুণ্ঠা (বা মায়া) নাই যাহাতে তাহার নাম বৈকুণ্ঠ; ভগবদ্ধামে মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। "কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২।২০।২৩১॥ ন যত্র মায়া কিমুতাপরে ॥ শ্রীভা, ২।৯।১০ ॥" পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামই মহা-বৈকুণ্ঠ। পরব্যোমে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই মায়াতীত, সুতরাং বৈকুণ্ঠ। এই পয়ারে **বৈকুণ্ঠাদি**-শব্দের বৈকুণ্ঠ-শব্দে শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামকে এবং আদি-শব্দে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে। বৈকুণ্ঠাদিতে প্রাকৃত মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া প্রত্যেক ভগবদ্ধামই সচ্চিদানন্দময়। ভগবৎসন্দর্ভের ৭২—৭৭ প্রকরণে বৈকুণ্ঠধামের সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, অনন্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন; তাঁহাদের ধামও অনন্ত। সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু বস্তু একাধিক থাকা সম্ভব নহে। অসংখ্য সর্ব্বগ অনন্ত বিভু ধাম কিরূপে পরব্যোমে থাকিতে পারে? উত্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধামাদিও বিভুত্বাদি-গুণসম্পন্ন; এস্থলে আদি-শব্দে অচিন্ত্যশক্তিমত্তাও বুঝাইতেছে; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধাম-সমূহও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভু-ধামের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন এক হইয়াও লীলানুরোধে বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে প্রকটিত হয়েন বা প্রতিভাত হয়েন (একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি-শ্রুতি), এবং এজন্য এসকল ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন তাঁহার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ স্বয়ংভগবানের ধাম-বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে প্রকটিত হয়েন এবং এসকল বৈকুণ্ঠাদি-ধামকেও

তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। "বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ প, পু, পা, ৩৮।৯॥" তাই ভগবান্ যেমন কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থলে অংশরূপে প্রকটিত। "তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতম্। তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব ক্বচিৎ পূর্ণত্বেন ক্বচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে তথৈব ইতি বহুবস্তস্যাপি ভেদাঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ৭৬॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যে ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তদনুরূপই আবির্ভাব। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও শ্রীবৃন্দাবনের বিলাসরূপ। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বাংশ-স্বরূপ) এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণ (মৎস্য- কূর্ম্মাদি) উক্ত পরব্যোমের অন্তর্গত স্বস্বধামেই অবস্থান করিয়া লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন। বিশ্রাম-শব্দের ধ্বনি এই যে, বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ স্বস্ব-ধামে স্বচ্ছন্দভাবেই লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন ; এই সমস্ত ধামে তাঁহাদের কোনওরূপ উদ্বেগাদির হেতু নাই। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ নিত্যই পরব্যোমে অবস্থান করেন ; প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেলে পুনরায় পরব্যোমস্থ নিজ নিজ ধামে গমন করেন। অবতার-সমূহ যে পরব্যোমেই নিত্য অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় ; "সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি। নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥ তথাহি পাদ্মে—বৈকুণ্ঠ-ভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ ॥ শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থান সকল শোভা পাইতেছে। পদ্ম-পুরাণে কথিত আছে—সনাতন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি নিখিল অবতার সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। ল, ভা, অবতার তৎস্থান-নিরূপণে ৪৩ শ্লোক।" **তাহাঞি**—সেই পরব্যোমেই (পরব্যোমস্থিত স্বস্বধামে)।

১৩। শ্রীবলদেব বিভিন্নরূপে পরব্যোমে লীলা করেন, কৃষ্ণলোকে লীলা করেন এবং কারণ-সমুদ্রে ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিতেও লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেবের তত্ত্ব বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত স্বরূপের লীলাদি এবং ধামাদি বর্ণন করা প্রয়োজন। তাই গ্রন্থকার প্রথমে পরব্যোমের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন।

তাহার উপরিভাগে—পরব্যোমের উপরিভাগে। **কৃষ্ণলোক-খ্যাতি**—কৃষ্ণলোক-নামে বিখ্যাত। পরব্যোমের উপরিভাগে আরও একটী ধাম আছে ; এই ধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে লীলা করেন বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণলোক বলে। লীলাভেদে এই কৃষ্ণলোকের আবার তিনটী ভেদ আছে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। **ত্রিবিধত্বে স্থিতি**—তিন রকমে অবস্থিতি (কৃষ্ণলোকের)।

কৃষ্ণলোকসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন :—"তস্মাদ্ যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরি ইতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরিবিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্।—সুতরাং (আগমবচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবদ্ধামের উপরিভাগে বিরাজিত বলিয়া) দ্বারকা-মথুরা-গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোক স্বয়ং ভগবানের বিহারস্থান বলিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজিত, ইহাই সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীবৃন্দাবন, যাহার অপর নাম গোকুল তাহা, সর্ব্বোপরি (দ্বারকা-মথুরারও উপরে) বিরাজমান এবং গোলোক নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥" বৈকুণ্ঠের (পরব্যোমের) উপরে যে কৃষ্ণলোক, একথা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন। "বৈকুণ্ঠোপরিবৃত্তস্য জগদেক-শিরোমণিঃ। মহিমা সম্ভবেদেব গোলোকস্যাধিকারিকঃ ॥ ২।৫।৮৯॥" নারদপঞ্চরাত্রও একথা বলেন। "তৎসর্ব্বোপরি

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম | শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত-বচন। ১০৬॥" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"স্বস্বমূর্দ্ধ্নি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা। অচিন্ত্যশক্ত্যা ভাত্যূর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে॥ মধ্যাহ্নে স্বস্ব-মস্তকোপরি যেমন সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যাহা ঊর্দ্ধে দীপ্তি পাইতেছে, তাহা পৃথিবীতেও দৃষ্ট হয়।" কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই ইহা নাই।

১৪। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামের মধ্যে কোন্ ধাম সর্ব্বোপরি অবস্থিত তাহা বলিতেছেন—শ্রীগোকুলই সর্ব্বোপরি অবস্থিত। দ্বারকা ও মথুরা গোকুলের নীচে। গোকুলের অপর নাম ব্রজ-লোক। এই পয়ার হইতে বুঝা যায়, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন—এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের লীলাস্থলকেই গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, ব্রজ বা শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ২।২০।১৩৩॥" এই পয়ারে স্বয়ংরূপের ধামকে "গোলোক" বলা হইল। "ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।২।২০।৩৩২॥" এই পয়ারে সেই ধামকে "ব্রজ" বলা হইল। "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। ভ, র, সি, দ, বিভাগ লহরী। ১২০॥" এস্থলে সেই ধামকে "গোকুল" এবং "গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী। এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥ ২।২১।৭৪॥" এই পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। "অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ। ২।২১।৩৩॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। ২।১৯।১৩৬॥ এই পয়ারদ্বয়ে গোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। "ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্। ব্র, সং, ৫।৫৬॥" এস্থলে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ারের টীকায় গোলোক-শব্দের অর্থে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন, তথাপি গোকুলেই তাঁহার লীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য এই তিন ধামের মধ্যে গোকুলই শ্রেষ্ঠ; গোকুলের সর্ব্বোপরি অবস্থান দ্বারা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে (বৃহদ্ ভাগবতামৃত।২।৫।৮৮)। **সর্ব্বোপরি**—সকলের উপরে; দ্বারকা-মথুরা (সুতরাং পরব্যোমেরও) উপরে। শ্রীগোকুল দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পরব্যোম হইতেও শ্রেষ্ঠ।

এস্থলে যে উপর-নীচ বলা হইল, তাহা ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় উপর-নীচ নহে। সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু ধামসমূহের এইরূপ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় অবস্থানগত উপর-নীচ অবস্থা হইতেও পারে না। মহিমার ন্যূনতা বা আধিক্য বিবেচনাতেই উপর-নীচ বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের "সুখক্রীড়াবিশেষোঽসৌ তত্রত্যানাংশ্চ তস্য চ। মাধুর্য্যান্ত্যাবধিং প্রাপ্তঃ সিদ্ধ্যেত্তত্ত্রোচিতাস্পদে॥—তাদৃশ প্রেমের আস্পদ সেই গোলোকেই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের মাধুর্য্যের অন্ত্য সীমারূপ সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।২।৫।৮৭"-এই শ্লোকের পরবর্ত্তী "অহো কিল তদেবাহং মন্যে ভগবতো হরেঃ। সুগোপ্যভগবদ্ভাবঃ সর্ব্বসারপ্রকাশনম্॥ —আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্ শ্রীহরি পরমরহস্য-ভগবত্তার সর্ব্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। ২।৫.৮৮॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"ভগবতঃ সুগোপ্যা পরমরহস্যায়াঃ ভগবত্তায়াঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য সর্ব্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং প্রকাশনমহং মন্যে। অন্যথা তস্য লোকস্য সর্ব্বোপরিতনত্বানুপপত্তেরপি। * * * অতো ভগবতোঽন্যত্রাপ্রকাশ্যমানস্য নিজরূপগুণবিনোদাদিমহিমবিশেষস্য সদা তত্রৈবাত্যন্তপ্রকটনাত্তল্লোকস্যাপি সর্ব্বাধিকতরো মহিমবিশেষো ভগবদ্ভপাদেষ্বিব সিদ্ধ এবেতি ভাবঃ। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরম-রহস্যময়। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও পরম-রহস্যময়। সেই ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশসমূহ এই

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোলোকেই প্রকাশমান। তাহা না হইলে এই গোলোকের সর্ব্বোপরি অবস্থিতি সিদ্ধ হইত না। ভগবানের স্বীয় রূপ-গুণ-বিনোদাদির মহিমা অন্যত্র বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু তাহা এই গোলোকে সর্ব্বাতিশায়িরূপে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই গোলোকেরও ভগবদ্রূপগুণাদির ন্যায় মহিমার বৈশিষ্ট্য।" ইহা হইতে বুঝা গেল—অন্যান্য ধাম হইতে গোলোকের মহিমা অত্যধিক বলিয়াই গোলোক সর্ব্বোপরি অবস্থিত—একথা বলা হইয়াছে। আবার ভগবদ্রূপগুণাদির বিকাশের মত সেই ধামের মহিমার বিকাশ—একথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে,—যে ভগবৎ-স্বরূপে যেরূপ মহিমাদির বিকাশ, তাঁহার ধামেরও তদনুরূপ মহিমাদিরই বিকাশ।

ব্রজলোক ধাম—ব্রজলোক নামক ধাম; অথবা ব্রজলোকের (গোপ-গোপী প্রভৃতির) ধাম বা বাসস্থান। পরবর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমের অন্তর্গত যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। শ্রীগোকুলও তদ্রূপ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কিনা? এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দ্বারকা-মথুরাদির উপরে তাহার অবস্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, যাহা সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু, তাহার উপর-নীচ প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে না এবং তাহা অন্য কোনও বস্তুর উপরে বা নীচে বা আশে পাশেও থাকিতে পারে না—পরন্তু তাহা উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থান ব্যাপিয়াই অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শ্রীগোকুলও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। তথাপি যে ইহার দ্বারকা-মথুরাদির উপরিভাগে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই—শ্রীকৃষ্ণের তনুও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু; তথাপি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার তনুকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় এবং সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট লোকের মতনই তিনি যাতায়াতাদি করেন এবং পরিকরাদির মধ্যে অবস্থান করেন। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের তনুর ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে এবং দ্বারকা-মথুরাদির উপরেই অবস্থিত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সীমাবদ্ধ স্থানের ন্যায় দ্বারকা-মথুরার উপরিভাগে অবস্থিত থাকিয়াও শ্রীগোকুল উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থানে—এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকেও—ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে (যেমন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোমতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও প্রাকৃত অপ্রাকৃত যেখানে যাহা কিছু আছে, সমস্তকে ব্যাপিয়া থাকেন)। ১৷৫৷১১ এবং ১৷৫৷১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উপর্য্যধ:—উপরি+অধঃ; উপরে ও নীচে; সর্ব্বত্র, এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেও (নীচে)। **নাহিক নিয়ম**—অবস্থান-সম্বন্ধে—উপরে থাকিবে কি নীচে থাকিবে—প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, থাকিতেও পারে না।

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিভূতি এবং সর্ব্বব্যাপক বলিয়া উপর-নীচে ব্যাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপক-শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই বিগ্রহে প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার একই ধামও তদ্রূপ প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বিরাজিত। "তদেবং তদ্ধাম্নামুপর্য্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্। বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥ স গোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥"

শ্রীগোকুলকে কৃষ্ণতনুসম বিভু বলার একটা ধ্বনি বোধ হয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণতনু বিভু হওয়াতে যেমন স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগোকুলও বিভু হওয়াতেই তাহার পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-লীলাস্থল রূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। | একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্ধামের স্বয়ংরূপও তেমনি শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক। অন্যান্য ভগবদ্ধাম শ্রীগোকুলেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি—তত্তদ্ধামস্থ ভগবৎ-স্বরূপের লীলানুকুল প্রকাশ-বিশেষ। যখন যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে বা যে ভাবে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক তখনই সেই স্থানে সেই ভগবৎ-স্বরূপের অভীষ্ট লীলার অনুকুল ভাবে বা অনুকুল রূপে—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে এবং লীলাশক্তির সহায়তায়—আত্মপ্রকট করেন। (১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ধাম শ্রীগোকুলও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন। তাই বলা হইল—**ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রীগোকুলের অভিব্যক্তি। অপ্রকট-গোকুলের ভাবেরই কোনও এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাই শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈচিত্রীর অনুকুল স্বীয় মহিমার কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের সহিত স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিলেন। "এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে। এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। ভগবৎসন্দর্ভ। ৩৮॥" এই উক্তিতে ভগবদ্ধামের প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১।৩।২১-২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **একই স্বরূপ তার**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে গোকুল বা ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ একটা ধাম, তাহা নহে; পরন্তু পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোক এবং পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক স্বরূপতঃ একই। **নাহি দুই কায়**—দ্বিতীয় দেহ নাই। স্বরূপতঃ দুইটী ব্রজলোক নাই—বিভু বলিয়া থাকিতেও পারে না। শ্রীকৃষ্ণের যেমন দ্বিতীয় দেহ নাই, পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোকের শ্রীকৃষ্ণ হইতে—ব্রহ্মাণ্ডের ব্রজলোকে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৃথক্ নহেন—তদ্রূপ শ্রীব্রজলোক-ধামেরও দ্বিতীয় দেহ নাই; ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ব্রজলোক হইতে পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক পৃথক্ নহে। শ্রীব্রজলোক বিভু এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ন্যায়—যুগপৎ বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গঙ্গাস্রোতঃ, গতিভঙ্গি, বিস্তৃতি-প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৈচিত্রী-যুক্ত হইলেও তত্তৎস্থানের গঙ্গা যেমন পরস্পর হইতে পৃথক্ নহে—পরন্তু একই গঙ্গা যেমন স্থান-ভেদে বৈচিত্রীভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে—তদ্রূপ একই শ্রীব্রজলোক-ধাম লীলানুরোধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে মাত্র।

প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম যে একই, দুই নয়, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন। "শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্।—শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে ও অপ্রকটে (প্রপঞ্চগত-ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রপঞ্চগত অপ্রকট প্রকাশে) এই উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয়স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক। তাই একই ধাম উভয়স্থানে—ইহা মনে করিতে হয়; নচেৎ অনন্ত ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহা কল্পনাতীত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।১০৬॥" পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র; আবার তাহারই এক ক্ষুদ্র অংশে ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে; তাহা বলিয়া ব্রজলোকও যে ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইবে—তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ মানুষের দেহের ন্যায়ই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়; আবার বাল্যলীলায় তিনি যশোদা-মাতার কোলে স্বীয় ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান দেহকে রক্ষা করিয়াই

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। | চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্তন পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দেহ দেখিতে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাহা যেমন বিভু—সর্ব্বব্যাপক, তদ্রূপ ব্রজ-লোক-ধাম ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে প্রকটিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক। ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রজধামের বিভুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রজমণ্ডলের ক্ষুদ্র এক অংশে, গোবর্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত নারায়ণ দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। স্থূল কথা এই যে, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ গোকুলই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে—অংশ মাত্র প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগোকুলের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

১৭। গোকুল বা ব্রজলোকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজলোকের ভূমি সমস্ত চিন্তামণিময়; আর তাহার বনে যত বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই কল্পবৃক্ষ।

চিন্তামণি ভূমি—পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখা যায়, তৎসমস্তের ভূমিই মাটী; কিন্তু গোকুলের ভূমি মাটী নহে, পরন্তু চিন্তামণি। "ভূমিশ্চিন্তামণি স্তত্র। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।২৬॥ ভূমি শ্চিন্তামণিগণময়ী। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৫৬॥" **কল্পবৃক্ষময় বন**—শ্রীগোকুলের বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৃক্ষের ন্যায় সাধারণ বৃক্ষ নহে—তাহারা প্রত্যেকেই অপ্রাকৃত কল্পবৃক্ষ। "কল্পতরবো দ্রুমাঃ। ব্রহ্মসংহিতা।৫।৫৬॥" **চিন্তামণি**—এক প্রকার বহুমূল্য মণি। এই মণির নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। **কল্পবৃক্ষ**—এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ; এই বৃক্ষের নিকটেও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডস্থ চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ প্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাহারা যাচকের ইচ্ছানুরূপ প্রাকৃত বস্তুই দান করিতে পারে। কিন্তু শ্রীগোকুলের চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ অপ্রাকৃত, চিন্ময়—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরই পরিণতি-বিশেষ; সুতরাং তাহারা অপ্রাকৃত নিত্য শাশ্বত ফলই দান করিতে সমর্থ।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোকুলের ভূমি যদি চিন্তামণিই হয় এবং তাহার বৃক্ষমাত্রই যদি কল্পবৃক্ষ হয় এবং সেই গোকুলই যদি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-লোকের ভূমি চিন্তামণিময় না হইয়া অন্য স্থানের ভূমির ন্যায় মাটিময় দেখায় কেন? এবং তাহার বৃক্ষাদিতেই বা কল্পবৃক্ষের ধর্ম্ম দেখা যায় না কেন? ইঁহার উত্তরে বলিতেছেন—"চর্ম্ম চক্ষে" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোকের ভূমিও চিন্তামণিময় এবং তাহার বনের বৃক্ষসমূহও কল্পবৃক্ষই; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুদ্বারা চিন্তামণিও দৃষ্ট হয় না, কল্পবৃক্ষের ধর্ম্মও পরিলক্ষিত হয় না। "তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (১০৬)-ধৃতবৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্॥" প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুতে অপ্রাকৃত প্রকট ব্রজলোককেও প্রাকৃত স্থানের মতনই দেখায়। তাহার কারণ এই যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।২।৯।১৭৯॥" ইন্দ্রিয় থাকিলেই বস্তুর উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধির শক্তি থাকা চাই। যে বধির, তাহারও কান আছে; কিন্তু কানের শ্রবণ-শক্তি নাই, তাই কান থাকা সত্ত্বেও বধির কিছু শুনেনা। কোনও বধিরের উচ্চ শব্দ শুনিবার শক্তি আছে, কিন্তু মৃদু শব্দ শুনিবার শক্তি নাই; তাই সে উচ্চ শব্দ শুনিতে পাইলেও মৃদু শব্দ শুনিতে পায় না। প্রাকৃত জীবের চক্ষু আছে সত্য; কিন্তু সেই চক্ষুতে প্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিলেও অপ্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি নাই; তাই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু দেখা যায় না। ভগবদ্ধামের অপ্রকট-প্রকাশে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু আছে, প্রাকৃত জীব কোনও সময়েই সে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় না—সে সমস্ত বস্তুর স্থানেও অপর কিছু দেখিতে পায় না; কিন্তু জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকে দেখাইবার নিমিত্তই কোনও ধামকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন, তখন জীবের প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা সেই অপ্রাকৃত ধামের বাস্তব স্বরূপ দেখা না গেলেও, তৎস্থলে তদনুরূপ একটা বস্তু দেখা

প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ। | গোপ গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায়—যাহা প্রাকৃত চক্ষুর নিকটে প্রাকৃত বলিয়াই অনুভূত হয়। নীল রঙের কাচের ভিতর দিয়া সাদা বস্তুও যেমন নীল বর্ণই দেখায়, তদ্রূপ প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত বস্তু সকলও প্রাকৃতরূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত ব্রজধামও প্রাকৃত জীবের নিকটে প্রাকৃত স্থান বলিয়াই মনে হয়।

চর্ম্ম চক্ষে—প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি দ্বারা। **প্রপঞ্চের সম**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতন।

১৮। ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মায়া-মলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে—তখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব সেই হৃদয়ে আবির্ভূত হয় (১ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় স্বভক্তি-শ্রিয়ম্-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সাধকের চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ তখন ঐ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহাদের প্রাকৃতত্ব তখন দূরীভূত হইয়া যায়। তখনই ভক্তের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব যখন ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তখন ভক্তের নয়নাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রেম দ্বারা বিভাবিত হইয়া যায়। এই প্রেম-বিভাবিত চক্ষু দ্বারাই তখন ভক্ত শ্রীব্রজ-লোকের স্বরূপ—তাহার ভূমি যে চিন্তামণি-ময়, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ, তৎসমস্ত—দর্শন করিতে পারে এবং সেই ব্রজলোকে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাবিলাসাদি করিতেছেন, ভক্ত তখন তাহাও দেখিতে পায়েন।

শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তির কৃপায়, কিম্বা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের অচিন্ত্যপ্রভাবে ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দময় বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে তাহা জানা যায়। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥ ২।৩।১৩৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। কিম্বা তৎকারুণ্যশক্তিবিশেষণ তত্র তত্রাপি তত্তৎস্ফূর্তিসম্ভবাৎ। কিম্বা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্ত্যা আত্মতত্ত্বস্যৈব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিক্।" এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ :— "বৈকুণ্ঠবাসীই হউন, কিম্বা অন্য কোনও স্থানেই বাস করুন, ভক্তগণের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের প্রভাবেই সচ্চিদানন্দরূপতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।"

বস্তুতঃ লোকের সাধারণ প্রাকৃত নয়নাদিদ্বারা যে শ্রীভগবানের রূপাদি দর্শন করা যায় না, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে বিশ্বরূপ প্রকটনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অর্জ্জুন, তোমার নিজের এই চক্ষুদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না ; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা দর্শন কর। নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ গীতা ১১।৮॥" নন্দীমুনির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ দর্শন দানের পূর্ব্বে শ্রীশিবও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। "উক্তবাংশ্চ মুনিং শর্ব্বশ্চক্ষুর্দিব্যং দদামি তে। অদৃশ্যং পশ্য মে রূপং বৎস প্রীতোঽস্মি তে মুনে॥ বরাহপুরাণ। ২১৩।৩৬॥" এস্থলে শ্রীশিব বলিলেন—"অদৃশ্যং মে রূপম্—আমার রূপ অদৃশ্য (অর্থাৎ প্রাকৃত নয়নদ্বারা অদৃশ্য বা দেখিবার অযোগ্য)।" যেহেতু ভগদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, তাই প্রাকৃত নয়নে দেখা যায় না ; দেখা যায় কেবল দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত নয়নে। ভগবদ্ধামও সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বিভূতি বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত ; তাই প্রাকৃত নয়নে তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না।

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। আমাদের দেহ ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাকৃত পঞ্চভূতাত্মক। চক্ষুতে

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৯)।
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অভি সর্ব্বতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোস্থানানয়ন-প্রকারেণ পালয়ন্তং সস্নেহং রক্ষন্তম্। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি। লক্ষ্ম্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব। শ্রীজীব॥ ৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাকৃত তেজের খুব আধিক্য, তাই চক্ষু বস্তুর রূপ দেখে, রূপেও তেজের আধিক্য। কোনও বস্তুর রূপ হইতে তেজোরাশি কিরণাকারে বিকশিত হইয়া যখন আমাদের নিকটে আসে, তখন কেবলমাত্র আমাদের চক্ষুতেই তাহা প্রতিক্রিয়া জন্মাইতে পারে—গৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, চক্ষুতেও তেজেরই আধিক্য। সেই তেজঃকিরণ অন্য ইন্দ্রিয়ে—কর্ণাদিতে—কোনও প্রতিক্রিয়াই জাগাইতে পারে না—যেহেতু, অন্য ইন্দ্রিয়ে তেজের আধিক্য নাই। তাই কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় রূপ দেখিতে পায় না। ঠিক এইরূপ কারণেই চক্ষু শব্দ শুনে না, স্পর্শ অনুভব করে না, ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়—দুইটী বস্তু সমজাতীয় হইলেই পরস্পরে প্রতিক্রিয়া জাগাইতে পারে। প্রাকৃত চক্ষু এবং প্রাকৃত রূপ—উভয়েই একই প্রাকৃত তেজের বিভূতি, তাই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়াই প্রাকৃত রূপের তেজঃকিরণ প্রাকৃত চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপতঃই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে বিজাতীয় বস্তু। অপ্রাকৃত বস্তু হইল চিৎ—চেতন, জ্ঞানস্বরূপ; আর প্রাকৃত বস্তু হইল জড়া (অচেতনা) প্রকৃতি হইতে জাত জড় বা অচেতন। তাই উভয়ের মধ্যে সজাতীয়ত্ব নাই। এজন্যই প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায় না, প্রাকৃত কর্ণে অপ্রাকৃত শব্দ শুনা যায় না। কোনও অপ্রাকৃত বস্তুই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। লৌহের নিজের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই তাহা যেমন দাহিকা শক্তি লাভ করিতে পারে, লৌহের আকর্ষণশক্তি না থাকিলেও চুম্বকস্তূপের মধ্যে অবস্থিতির ফলে লৌহশলাকাও যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকর্ষণশক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত ভক্তির কৃপায় বা ভগবৎকৃপায় ভক্তের দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অপ্রাকৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র তখনই ভক্তের ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভগবদ্‌স্বরূপাদি বা ভগবদ্ধামাদির দর্শনাদি পাইতে পারে; যেহেতু, তখন সেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং ভগবদ্রূপ বা ধামাদি সমজাতীয়—শুদ্ধসত্ত্বজাতীয়—বস্তু হইয়া যায়।

প্রেমনেত্রে—প্রেমদ্বারা বিভাবিত চক্ষুদ্বারা। প্রেমদ্বারা বিভাবিত হইলে চক্ষু অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। **তার স্বরূপ প্রকাশ**—ব্রজলোকের স্বরূপের (তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বনের সমস্ত বৃক্ষই যে কল্পবৃক্ষ—তৎসমস্তের) অভিব্যক্তি। যে ব্রজলোকের ভূমি চিন্তামণিময়, যাহার বনসমূহ কল্পবৃক্ষময়, পরব্যোমের ঊর্দ্ধস্থিত সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে, প্রেমনেত্র দ্বারাই ভক্ত তাহা দেখিতে পায়েন, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাহা দেখা যায় না। **গোপ-গোপী ইত্যাদি**—যে ব্রজলোকে (ব্রজলোকের ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রকাশেও) গোপ ও গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করিতেছেন; পরব্যোমের ঊর্দ্ধস্থিত যে ব্রজলোকে গোপ-গোপী-আদি পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন, সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে,—ভক্ত প্রেমনেত্রে যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ব্রজলোকে সেই গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাসাদি দর্শন করেন, তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীগোকুল বা ব্রজলোকই যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, তাহাও এই পয়ারে ধ্বনিত হইয়াছে।

ব্রজলোকের ভূমি যে চিন্তামণি, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং তাহাতে যে গোপীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন—তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৪। **অন্বয়।** কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষদ্বারা আবৃত) চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু (চিন্তামণি

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥ ১৯

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমূহদ্বারা রচিত গৃহ সকল) সুরভীঃ (কামধেনুদিগকে) অভিপালয়ন্তং (সম্যক্‌রূপে প্রতিপালনকারী) লক্ষ্মীসহস্র-শতসম্ভ্রমসেব্যমানং (শত সহস্র গোপসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সমাদরে সেব্যমান) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) ভজামি (আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণি-সমূহ দ্বারা বিরচিত গৃহ সকলে যিনি শত সহস্র গোপ-সুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সাদরে সেব্যমান হইতেছেন এবং যিনি সুরভীগণকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪।

অভিপালয়ন্তং—গো-সকলকে গৃহ হইতে বনে নেওয়া, বনে গোচারণ দ্বারা তৃণ-জলাদি ভোজন করান, বন হইতে পুনরায় গৃহে আনয়ন, গোসকলের গাত্র-মার্জ্জন, কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন প্রভৃতি সকল প্রকারেই শ্রীগোবিন্দ গোসকলকে আদর দেখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে গো-সকলকে পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। (গো-অর্থ গরু, আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন করা; গরুসমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ)। গোপালন-লীলা তিনি প্রকাশ্যেই করিতেন। আবার সাধারণের অলক্ষিত ভাবে অন্যরূপ লীলাও করিতেন—শত-সহস্র গোপসুন্দরীর সেবা গ্রহণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে—নিজাঙ্গ দ্বারাও—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যেন গোপসুন্দরীদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জীবাতু; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গকেই প্রতিপালন বা চরিতার্থ করিতেন—এজন্যও তাঁহার নাম গোবিন্দ হইতে পারে। (গো-শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহকে পালন বা চরিতার্থ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ)। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম গোকুলেই তিনি এই সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন; সেই গোকুল (বা ব্রজলোক) যে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা মণ্ডিত এবং গোকুলের গৃহাদি যে চিন্তামণি-রচিত, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল। এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন।

১৯। কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিলাস করেন—পূর্ব্ব পয়ারে ইহা ব্যক্ত করিয়া, দ্বারকা-মথুরায় তিনি কিরূপে বিলাস করেন, তাহা বলিতেছেন।

এই পয়ারের অন্বয়ঃ—মথুরা-দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ হইয়া (অর্থাৎ চতুর্ব্যূহরূপে) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-প্রকট করিয়া) নানারূপে (নানাবিধ লীলা-বৈচিত্রীর সহিত) বিলাস করেন।

প্রকাশিয়া—প্রকাশ করিয়া, প্রকটিত করিয়া। **বিলসয়ে**—লীলাবিলাস করেন (শ্রীকৃষ্ণ)। **নানারূপে**—নানাপ্রকারে; বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া। **চতুর্ব্যূহ**—চারিটী ব্যূহ বা মূর্ত্তি; তাহা কি কি, পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২০। চতুর্ব্যূহের নাম ও পরিচয় বলিতেছেন। চব্যূহের নাম যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণ এই চারিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া দ্বারকা-মথুরায় লীলা করিয়া থাকেন।

বাসুদেব—দেবকী-গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র; ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রথমব্যূহ এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন দ্বিভুজ, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ-অভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ; বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা-মথুরায় লীলা করেন, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে; দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ। যে বলরাম স্বয়ংরূপে ব্রজে স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন (১।৫।৭),

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। বসুদেবকে যেমন শ্রীকৃষ্ণও বলা হয়, তদ্রূপ সঙ্কর্ষণকেও বলরাম বলা হয়। বর্ণে ও অঙ্গ-সন্নিবেশে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্কর্ষণে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ই দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ; কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে—ব্রজে গোপভাব, দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। অপ্রকট-লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেক ধামে, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবলরামের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু প্রকট লীলায়, এক ধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন, অন্য ধামে তাঁহাদের তখন কোনও প্রকটরূপ থাকেন না।

সঙ্কর্ষণ সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীবলরামেরই প্রকাশরূপ; শ্রীবলরাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-দেহ বলিয়া পূর্ব্বপয়ারে সঙ্কর্ষণকেও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব—প্রকাশ-বিশেষ—বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, বলরামের আবির্ভাব-বিশেষও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীরুক্মিণী-দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়রূপে বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন-নামে স্বীয়-পুত্র-অভিমানে অনাদিকাল হইতে অপ্রকট দ্বারকায় লীলা করিতেছেন। প্রকট দ্বারকায় সেই প্রদ্যুম্নই শ্রীরুক্মিণী-দেবীর গর্ভে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপ্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকাচতুর্ব্যূহের তৃতীয়ব্যূহ। **অনিরুদ্ধ**—ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর (বি, পু, মতে ককুদ্বতীর) গর্ভে প্রদ্যুম্নের পুত্র। অপ্রকট-লীলায় অনিরুদ্ধের মনে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র-অভিমান; প্রকটে প্রদ্যুম্নের পত্নী রুক্মবতীর গর্ভে তাঁহার জন্মলীলা প্রকটন। প্রদ্যুম্নের ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের চতুর্থ ব্যূহ।

সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী—বাসুদেবাদি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ অন্য চতুর্ব্যূহ-সমূহের অংশী। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহই অন্যান্য চতুর্ব্যূহের মূল; দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতেই অন্যান্য চতুর্ব্যূহ আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং অন্যান্য চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অংশমাত্র। "বাসুদেবাদয়োব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ ॥ ল, ভা, ॥ শ্রীকৃষ্ণামৃতম। ৩৬৯॥" এই প্রমাণবলে জানা যায়, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ পরব্যোমাধিপতির চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দ্বারকাচতুর্ব্যূহই অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩২।২ শ্লোকের অন্তর্গত "সাক্ষান্মথমন্মথ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নানাচতুর্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ"—ইহা হইতে জানা যায়—নানাধামে চতুর্ব্যূহ আছেন। এ সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশীও দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ। ১।৫।৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তুরীয়**—মায়ার সম্বন্ধশূন্য; মায়াতীত। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধ**—মায়াতীত বলিয়া বিশুদ্ধ; অপ্রাকৃত। তুরীয় ও বিশুদ্ধ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, প্রকট-লীলায় বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের জন্মাদি দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন; পরন্তু তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্তই প্রকট-লীলায় লীলাশক্তি তাঁহাদের জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্ম-মরণাদি নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় অনাদি-সিদ্ধ বস্তু।

২১। **এই তিনলোকে**—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়। **কেবল লীলাময়**—কেবল লীলা বা ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য, সৃষ্ট্যাদি অন্য কোনও কার্য্য তাঁহার নাই। **নিজগণ লঞা**—স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে। **অনন্ত সময়**—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় কেবল ক্রীড়াব্যতীত সৃষ্ট্যাদি অন্য কোনও কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নাই। স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে এই তিন ধামে তিনি অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন; অনন্তকাল পর্য্যন্তও ক্রীড়া করিবেন। লীলারসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্তই তিনটী বিভিন্ন ধামে লীলা করার

পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপপ্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২
স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ। ২৩
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবশ্যকতা। তিন ধামের লীলাতেই ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়ই আছে; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, আর দ্বারকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অনুগত; মথুরায় এই উভয়ের মাঝামাঝি ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার তারতম্যানুসারেই তাঁহার মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং মাধুর্য্যবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্য; কারণ, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২)। ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা এবং পূর্ণতা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা। সুতরাং মাধুর্য্যের বা ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ; তাই ব্রজে তিনি পূর্ণতম; এইরূপে মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ভ, র, সি, দ, বিভাব। ১২০॥" পরিকরগণের প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা, মাধুর্য্য এবং ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। মাধুর্য্যাদি-বিকাশের তারতম্যানুসারে লীলারসের যে বৈচিত্রী সংঘটিত হয়, তাহার আস্বাদনের নিমিত্তই গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিকর আছেন; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য্যে যে লীলারস আস্বাদিত হয়, তাহারও বৈশিষ্ট্য আছে; এইরূপে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আস্বাদনের নিমিত্তই তিনধামে পৃথক্ পৃথক্ লীলা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্যানুসারেই ধামের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য। ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ; তাই ব্রজ বা গোকুলের মাহাত্ম্য সর্ব্বাতিশায়ী; ব্রজ অপেক্ষা অন্যান্য ধামের মাহাত্ম্যের ন্যূনতা তত্তদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বিকাশের ন্যূনতার অনুরূপ।

২২। শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়-স্বরূপের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে মুক্তিপ্রদ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া জীব নিস্তার করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিবিধ বিলাস করেন (শ্রীকৃষ্ণ)।

স্বরূপ—নিজের রূপ; স্বীয় এক আবির্ভাব। **করি স্বরূপ প্রকাশ** ইত্যাদি—নারায়ণরূপে নিজের একরূপ বা আবির্ভাব প্রকট করিয়া। **বিবিধ বিলাস**—নানাবিধ লীলা।

২৩। শ্রীকৃষ্ণরূপের ও শ্রীনারায়ণরূপের পার্থক্য বলিতেছেন। দ্বিভুজ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ, স্বয়ংরূপ; পরব্যোমে শ্রীনারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, আর শ্রীনারায়ণরূপে তাঁহার চারি হাত; কিন্তু স্বরূপে উভয়ে অভিন্ন। এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১।১।৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

স্বরূপ-বিগ্রহ—স্বরূপের বিগ্রহ; স্বয়ংরূপের দেহ। **কেবল দ্বিভুজ**—"কেবল"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিভুজ ব্যতীত অন্য কোনও রূপেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রকাশ নাই। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সময় সময় চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন; সেই চতুর্ভুজ রূপও তাঁহার স্বয়ংরূপ নহে—এইরূপের নাম প্রাভববিলাসরূপ (২।২০।১৪৭)। **সেই তনু**—সেই দ্বিভুজ স্বরূপ-বিগ্রহই (নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ হয়েন)। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, "সেই তনু" শব্দদ্বয়ে তাহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে।

২৪। শ্রীনারায়ণরূপের আরও বর্ণনা দিতেছেন। চারি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন; তিনি মহা-ঐশ্বর্য্যশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি তাঁহার চরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তির নিয়ামক।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মহৈশ্বর্য্যময়—ইহা একটী সমাসবদ্ধ পদ; শঙ্খাদি প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই সর্ব্বশেষ

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৫
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬
ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তাসভার হয় স্থিতি ॥২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ময়" শব্দের সম্বন্ধ; এস্থলে বিশিষ্টার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ শঙ্খময় অর্থাৎ শঙ্খবিশিষ্ট, চক্রময় অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট, গদাবিশিষ্ট, পদ্মবিশিষ্ট এবং মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং মহা-ঐশ্বর্য্যশালী।

শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি—শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি। শ্রীভগবানের মুখ্যা যোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি। "শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা-কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত-মন্বন্তর-প্রক, ১২৯॥" সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নামই শ্রী-শক্তি; ইনিই অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহে নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণ দ্বারা পরব্যোমাধিপতির চরণ-সেবা করিতেছেন। "শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ। ল, ভা, কৃষ্ণামৃত মন্ব ২৩৩॥" (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—শ্রীঃ-লক্ষ্মী, রূপিণী দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ। যদ্বাশ্রীঃ—সম্পদ্রূপা, রূপিণী—মূর্ত্তা)। ইনি চতুর্ভুজা, স্বর্ণপ্রতিমাসদৃশী, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপার্শ্বে অবস্থিতা (বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে, কৃষ্ণামৃতে, মন্বন্তরাবতারপ্রকরণে ২৭২—২৭৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। জগতের উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভূ-শক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধায়িনী শক্তিকেই এস্থলে লীলাশক্তি বলা হইয়াছে। মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাসীনা। পার্শ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে। ল, ভা, কৃ, মন্ব, ২৮০॥ শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি নানাবিধভাবে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন।

২৫। চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা বলিতেছেন। পরব্যোম-লীলার দুইটী উদ্দেশ্য—একটী মুখ্য, অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্যাত্মিকা-লীলার রস আস্বাদন; শ্রীনারায়ণ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ বলিয়া লীলা-রস আস্বাদনই তাঁহার প্রধান ও স্বরূপানুবন্ধি উদ্দেশ্য বা ধর্ম্ম। গৌণ উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তি দান করিয়া জীব-নিস্তার। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫॥" তাই শ্রীনারায়ণরূপেও (এবং অন্যান্য সকল স্বরূপেও কোনও না কোনও ভাবে) জীব-নিস্তার লীলা দৃষ্ট হয়।

তাঁর—নারায়ণের। **ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম**—একমাত্র লীলাই (লীলারস আস্বাদনই) তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি স্বভাব—রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া। **জীবের কৃপায়**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। **এত কর্ম্ম**—এত কাজ; সালোক্যাদি মুক্তি দানরূপ কর্ম্ম—যাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

২৬। জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীনারায়ণ কি কি কর্ম্ম করেন তাহা বলিতেছেন। **সালোক্য**—উপাস্যদেবের সহিত একই ধামে বাস। **সামীপ্য**—উপাস্যদেবের নিকটে বাস। **সার্ষ্টি**—উপাস্যদেবের সমান ঐশ্বর্য্য। **সারূপ্য**—উপাস্যদেবের সমান রূপ প্রাপ্তি। বিশেষ বিবরণ। ১।৩।১৬। টীকায় দ্রষ্টব্য।

জীবের নিস্তার—মায়ার কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করেন; জীবের জন্ম-মৃত্যু-আদি সংসার-যন্ত্রণার অবসান করেন।

যাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ স্বীকার করেন এবং উপাস্য-স্বরূপের সহিত নিজেদের সেব্য-সেবকত্ব ভাব রক্ষা করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি-কামনা করেন এবং তদনুরূপ সাধন করেন, শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকেই তাঁহাদের সাধনানুসারে সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া পরব্যোমে স্থান দান করেন। পরবর্ত্তী ১।৫।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপের পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন এবং এই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করিয়া তদনুকূল সাধন করেন, সিদ্ধাবস্থায়ও সবিশেষ পরব্যোমে তাঁহাদের স্থান হয় না; কারণ, তাঁহাদের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের ধাম বৈকুণ্ঠে নহে। বৈকুণ্ঠ

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ॥২৮

সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সবিশেষ ধাম, সবিশেষ স্বরূপগণের ধামই এই সবিশেষ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের উপাসকগণকে শ্রীনারায়ণ তাঁহাদের অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন না। বৈকুণ্ঠের বাহিরে তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে তাঁহাদের গতি হয়।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তির—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (লয়প্রাপ্তি) কামনা করিয়া তদনুকূল সাধনে সিদ্ধ হইয়া যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের। **তাহাঁ নাহি গতি**—সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদিগের সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) গতি নাই। **বৈকুণ্ঠ-বাহিরে**—বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে। বৈকুণ্ঠ বলিতে কি পরব্যোমকেই বুঝায়, না কি পরব্যোমের কোনও এক অংশকেই বুঝায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনার দরকার। লঘুভাগবতামৃত-ধৃত (৫।২৪৭) পদ্মপুরাণ-বচন বলেন—"প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী॥ প্রধান এবং পরব্যোমের মধ্যস্থলে বিরজা নদী। পদ্ম পু, উত্তর খণ্ড। ২৫৫।" প্রধান-শব্দে এস্থলে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। কারণার্ণবের অপর নাম বিরজা নদী। তাহা হইলে বুঝা গেল, পরব্যোমের বাহিরের সীমাই হইল বিরজা-নদী বা কারণার্ণব। পরবর্ত্তী ২৮—৩২ পয়ারে বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে সিদ্ধলোক-নামে একটী জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম আছে, সাযুজ্য-মুক্তিকামী সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। আবার পরবর্ত্তী ৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম।" অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা হইল বৈকুণ্ঠ, অন্যদিকের (বা বাহিরের) সীমা হইল কারণার্ণব বা বিরজা; আবার পরব্যোমেরও বাহিরের সীমা হইল বিরজা। সুতরাং বৈকুণ্ঠ এবং জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক—উভয়ই পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে—প্রথমে বৈকুণ্ঠ, তারপর সিদ্ধলোক, তারপর বিরজা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারে এবং ২।২১।১২ পয়ারে প্রত্যেক সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধামকেও বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে। সবিশেষ-স্বরূপের ধামও সবিশেষই হইবে; কারণ, চিচ্ছক্তির পরিণতিতেই স্বরূপের সবিশেষত্ব এবং চিচ্ছক্তির পরিণতি যে ধামে আছে, সেই ধামও সবিশেষ। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-শব্দের সহিত সবিশেষত্বের সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয়। তাই আমাদের মনে হয়, পরব্যোমের যে অংশ সবিশেষ এবং সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধাম-সমূহ যে অংশে অবস্থিত, সেই অংশকেই আলোচ্য পয়ারে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে। আর, পরব্যোমের যে অংশ নির্ব্বিশেষ এবং যাহা সবিশেষ বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে বিরজার তীরে অবস্থিত, তাহাকেই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক বলা হইয়াছে। ১।৫।৪৩-৪৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

তা সভার—ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তি-কামীদের।

২৮।২৯। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে—পরব্যোমের সবিশেষ অংশের বহির্ভাগে; বৈকুণ্ঠের ও বিরজার মধ্যে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল**—এস্থলে প্রাচুর্য্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। একটী মণ্ডলাকৃতি ধাম, যাহা বলয়াকারে বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং যাহাতে নির্ব্বিশেষ-জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই (পরবর্ত্তী ১।৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা**—উক্ত জ্যোতিঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের কিরণ তুল্য। ১।২।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরম উজ্জ্বল**—অত্যন্ত দীপ্তিশালী। **সিদ্ধলোক নাম তার**—সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলকে সিদ্ধলোক বলা হয়। **প্রকৃতির পার**—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। **চিৎ স্বরূপ**—সিদ্ধলোকও স্বরূপে চিৎ—চিন্ময়; প্রাকৃত জড় বস্তু নহে। বৈকুণ্ঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময়; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তাহা নাই। **তাঁহা**—সিদ্ধলোক। **নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার**—চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি নাই; চিচ্ছক্তি কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা চিচ্ছক্তি পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-নামে অভিহিত হয়; সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামরূপে পরিণত হয়

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য)। "চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১।৫।৩৬ ॥" প্রাকৃত জগতে যেমন ভূমি, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, আসন, শয্যা আদি নানাবিধ দ্রব্য আছে; বৈকুণ্ঠাদি সবিশেষ-ধামেও তদ্রূপ সমস্তই আছে; তবে পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত জগতের দ্রব্য সমস্ত প্রাকৃত, জড়, ধ্বংসশীল; আর ভগবদ্ধামের দ্রব্য সমস্ত অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। "বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ॥ ১।৫।৪৫ ॥ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়। ১।৫।৩৭॥" শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৪।৫০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, "তেষাং রূপং তত্ত্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্মঘনত্বাৎ।"—ব্রহ্মঘন বলিয়া তাহাদের রূপ অন্য (সাধারণ) লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এই উক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠাদি ধামের এই সমস্ত দ্রব্যাদি সমস্তই চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি। কিন্তু সিদ্ধলোকে চিচ্ছক্তি বিকার প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাতে কোনও দ্রব্যই নাই; ভূমির অনুরূপ কোনও বস্তু নাই, আছে কেবল জ্যোতিঃ মাত্র, তাহাও নির্ব্বিশেষ—স্থলবিশেষে জ্যোতির্গোলকাদিরূপেও পরিণতি লাভ করে নাই। ১।৫।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝামটপুরের গ্রন্থে "চিৎস্বরূপ"-স্থলে "চিৎশক্তি"-পাঠ দৃষ্ট হয়। অর্থ এইরূপ:—সিদ্ধলোকে চিৎশক্তি আছে বটে, কিন্তু চিৎশক্তির বিকার বা পরিণতি নাই। পরব্রহ্ম শক্তিমান্ বস্তু। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮ ॥" শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; দাহিকাশক্তিহীন অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে; স্থলবিশেষে কোনও বিশেষ কারণে শক্তিবিকাশের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু শক্তিমানে শক্তি থাকিবেই। তাই শক্তিমান্-পরব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি থাকিবে। বাস্তবিক, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ; যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ; আর যে স্বরূপে কোনও শক্তিই বিকাশ লাভ করে নাই, সেই স্বরূপই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি আছে—এই ব্রহ্ম যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তাঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি আছে বলিয়াই তো? ইহা সন্ধিনী শক্তির কাজ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-সাধকগণ এই ব্রহ্মের আনন্দসত্তার আস্বাদন করেন; ইহা সংবিৎ ও হ্লাদিনীশক্তির কাজ। এইরূপে সমস্ত চিচ্ছক্তিই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে আছে; কিন্তু সমস্ত শক্তিই অব্যক্ত, যথেষ্ট বিকাশশূন্য। ব্রহ্মকে যখন নিঃশক্তিক বলা হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি স্বীয় কার্য্য দেখাইতে পারে—এমনভাবে বিকাশ বা পরিণতি লাভ করে নাই; তাঁহার শক্তির অভাব বুঝাইবে না, অভাব হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্বই থাকিত না। নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি কোনও গুণরূপে পরিণতি লাভ করে নাই। ঝামটপুরের পাঠই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। অন্য পাঠে "প্রকৃতির পার" এবং "চিৎস্বরূপ" প্রায় একার্থবোধক দুইটী উক্তি হইয়া পড়ে।

৩০। সবিশেষ বৈকুণ্ঠের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডলরূপে সিদ্ধ-লোককে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতেছেন ৩০।৩১ পয়ারে। সূর্য্যমণ্ডল বাহিরে নির্ব্বিশেষ-কিরণসমূহ দ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে (মণ্ডলমধ্যে) যেমন সূর্য্যের রথ অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্তু আছে; তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশ নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ।

বাহিরে নির্ব্বিশেষ—সূর্য্যের কিরণ-সমূহ নির্ব্বিশেষ, ইহা কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই। সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে এই নির্ব্বিশেষ কিরণ-জাল থাকে বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের বহির্ভাগকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, কিরণমণ্ডলই সূর্য্যের বহিরাবরণ বা বাহিরের অংশ। **ভিতরে**—সূর্য্যমণ্ডলে। **সূর্য্যের**—সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তাহার। **রথ-আদি**—রথ, অশ্ব প্রভৃতি। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তিনি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)—
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্‌ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র তদ্‌গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্যতি যদরীণামিতি। প্রিয়াণাং শ্রীগোপীবৃষ্ণ্যাদীনাং অনয়োঃ কিরণার্কোপমানে ব্রহ্মসংহিতা যথা। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি॥ শ্রীভগবদ্‌গীতাচ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি (প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ) তথৈব স্বামীটীকাচ দৃশ্যা। তচ্চ যুক্তং একস্যাপি তস্যাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্ত্বেনো-দয়াদ্‌ঘনত্বং নির্ব্বিশেষাকার-ব্রহ্মত্ত্বেনোদয়াদঘনত্বমিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদ্‌গুণেনাকর্ষণমুপপদ্যতে। বিশেষ-জিজ্ঞাসা চেৎশ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। শ্রীজীবগোস্বামী ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সবিশেষ, তাঁহার রথ সবিশেষ, রথ টানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারাও সবিশেষ। আদি-শব্দে সূর্য্যদেবের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদিকে বুঝাইতেছে। **সবিশেষ**—সাকার, সগুণ। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায় এবং যাহার গন্ধাদি অনুভব করা যায়, তদ্রূপ বস্তুকেই সবিশেষ বস্তু বলা হয়। ১।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অরীণাং (শত্রুগণের—দৈত্যগণের) প্রিয়াণাং চ (এবং প্রিয়গণের—ব্রজবাসিগণের ও বৃষ্ণিগণের) একং (এক) ইব (ই) প্রাপ্যং (প্রাপ্য) [ইতি] (ইহা) যৎ (যে) উদিতম্ (কথিত হয়), তৎ (তাহা কেবল) কিরণার্কোপমজুষোঃ (সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োঃ (ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের) ঐক্যাৎ (ঐক্যবশতঃ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং প্রিয়-ভক্তগণের প্রাপ্য একই—ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল—সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের (স্বরূপগত) ঐক্যবশতঃই। ৫।

সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু—জ্যোতির্দ্বারাই গঠিত। বাহিরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ, কিন্তু ভিতরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছে—মণ্ডলাকারে পরিণত হইয়াছে। অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বপ্রাপ্ত সবিশেষ জ্যোতির্মণ্ডলও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; আর বাহিরের নির্ব্বিশেষ কিরণজালও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; সুতরাং উপাদান-হিসাবে সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যের কিরণ স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই। তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণও স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই; কারণ, উভয়ই চিদানন্দস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণে চিদানন্দ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মে তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থাসাম্যে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে এবং ব্রহ্মকে সূর্য্যকিরণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু দৈত্যগণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (পরবর্ত্তী সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই সাযুজ্য-প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্ত হয়েন; ইহাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি। ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু স্বরূপতঃ একই হওয়াতে দৈত্যগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে কেহ কেহ সমানই বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি এই উভয়রূপ প্রাপ্তিতেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তি-হিসাবে উভয়রূপ প্রাপ্তিকেই সমান মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই একভাবে সমান হইলেও উভয়রূপ প্রাপ্তির পার্থক্য অনেক। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটেন, কিন্তু শক্তি-বিকাশের অভাবে তাঁহাতে আনন্দের বৈচিত্রী নাই; সুতরাং আস্বাদ্যত্বের বৈচিত্রীও তাঁহাতে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, যিনি ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহার সত্তা ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণ-

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩১

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহাঁ পায় লয় ॥৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবা প্রাপ্ত হয়েন, সেবা-প্রভাবে তিনি সর্ব্ববিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন লাভে সমর্থ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই লোভনীয় যে, ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত এবং পূর্ব্বভক্তি-বাসনা থাকিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুষগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে ব্রহ্মানন্দও তাঁহাদের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীভা।১।৭।১০॥" ব্রহ্মসুখনিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণও যে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬ -শঙ্করভাষ্য।" ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত পুরুষও যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

সূর্য্যকিরণের সঙ্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের এবং সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়াতে সূর্য্যকিরণ যে নির্ব্বিশেষ বস্তু এবং সূর্য্যমণ্ডল যে সবিশেষ বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইল; এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণস্বরূপ হইল।

সূর্য্যের সহিত সূর্য্যকিরণের যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিতও ব্রহ্মের প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ (ঘনত্ব-হিসাবে); সুতরাং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্থানীয়—ইহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল। সুতরাং এই শ্লোকটী দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ পয়ারের "কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা" বাক্যও প্রমাণিত হইল।

৩১। তৈছে—তদ্রূপ (সূর্য্যমণ্ডল যেমন ভিতরে সবিশেষ, কিন্তু বাহিরে নির্ব্বিশেষ, তদ্রূপ)। পূর্ব্ব পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। **পরব্যোম**—এস্থলে পরব্যোম-শব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭।২৮ পয়ারোক্ত বৈকুণ্ঠকে বুঝাইতেছে। **নানা-চিচ্ছক্তি বিলাস**—চিচ্ছক্তির নানাবিধ বিলাস বা পরিণতি; বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তি জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইরূপে চিচ্ছক্তির পরিণতিতে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ ধাম হইয়াছে। (১।৫।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব** ইত্যাদি—কিন্তু ঐ সবিশেষ বৈকুণ্ঠের বাহিরে (বহির্ভাগে) যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল (সিদ্ধলোক) অবস্থিত, তাহা নির্ব্বিশেষ—নিরাকার।

৩২। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় চিদ্‌বস্তু আছে, তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম কেবলই জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ব্যতীত তাহাতে অন্য কিছুই নাই। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী, তাঁহারা এই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই—সেই চিন্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডলই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। **তাঁহা পায় লয়**—ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় (১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মসাযুজ্য-কামী সাধককে সাযুজ্য-মুক্তি কে দিতে পারেন? সিদ্ধ-লোকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাহা দিতে পারেন না; কারণ, তিনি নিঃশক্তিক (বা অব্যক্ত-শক্তিক), মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার মধ্যে বিকশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, আগে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই, তারপর মুক্তি। জীব নিজের শক্তিতে দুরত্যয়া দৈবীমায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান কৃপা করিয়া জীবকে মায়ামুক্ত করিয়া দিতে পারেন। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। শ্রীগী, ৭।১৪॥" মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। সবিশেষ সশক্তিক ভগবৎ-স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের—নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মের—শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব নহে, মায়াকে অপসারিত করার শক্তি থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই, ব্রহ্ম-সাযুজ্য পাইতে হইলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৮)
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তমসঃ প্রকৃতেঃ পারে তু সিদ্ধলোকঃ যত্র নির্ভেদব্রহ্মোপসনাসিদ্ধাঃ হরিণা নিহতাঃ দৈত্যাশ্চ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সন্তঃ বসন্তি তিষ্ঠন্তীতি ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমতঃ ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে এবং কৃপা করিয়া তিনি যেন মায়ামুক্ত করিয়া সাধককে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি করাইয়া দেন—তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন—"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। ২।২২।১৬॥" যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সবিশেষ স্বরূপের উপসনা ব্যতীতই কেবল জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানাদি মাত্রই করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাঁহাদের চেষ্টা স্থুল-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থুলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৪॥" যাহা হউক ভগবদ্-বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলেই তিনি সাযুজ্যকামীর অভীষ্ট সাযুজ্যমুক্তি দান করিয়া থাকেন। সাযুজ্যমুক্তিকামীর সাযুজ্য লাভ হয় সিদ্ধলোকে; সেই সিদ্ধলোক পরব্যোমেরই অন্তর্গত (১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); আর শ্রীনারায়ণই সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি; সুতরাং তিনি সিদ্ধলোকেরও অধিপতি বা নিয়ন্তা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন; শ্রীনারায়ণ ব্যতীত আর কেই বা তাঁহাদের এই অনুভব জন্মাইবেন? কাজেই, সিদ্ধলোকে সাযুজ্যমুক্তি দানের ক্ষমতাও পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণেরই বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, পঞ্চবিধা মুক্তিই শ্রীনারায়ণ দিয়া থাকেন; সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তি দিয়া ভক্ত-সাধককে সবিশেষ বৈকুণ্ঠে রাখেন, আর সাযুজ্যমুক্তি দিয়া জ্ঞানমার্গের সাধককে সিদ্ধলোকে রাখেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। তমসঃ (মায়ার) পারে (বহির্দ্দেশে) তু সিদ্ধলোকঃ (সিদ্ধ লোক), যত্র (যে সিদ্ধ লোকে) সিদ্ধাঃ (নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ) চ (এবং) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) হতাঃ (নিহত) দৈত্যাঃ (দৈত্যগণ) ব্রহ্মসুখে (ব্রহ্মানন্দে) মগ্নাঃ (নিমগ্ন) [সন্তঃ] (হইয়া) হি (নিশ্চিতই) বসন্তি (বাস করেন)।

অনুবাদ। মায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত; সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন। ৬।

তমসঃ পারে—প্রকৃতির বহির্ভাগে। সিদ্ধলোক যে মায়াতীত চিন্ময় বস্তু, তাহাই ইহা দ্বারা সূচিত হইল।

এই শ্লোকে বলা হইল, "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে"—সিদ্ধলোক প্রকৃতির বহির্ভাগে। ইহা হইতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই সিদ্ধলোকের স্থিতি। আবার পরবর্ত্তী ১।৫।৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময়-ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥" এই পয়ারের জ্যোতির্ম্ময়-ধাম অর্থ সিদ্ধলোক। এই সিদ্ধলোকের বাহিরেই কারণার্ণব—একথাই পয়ারে বলা হইল। এই পয়ার হইতে জানা যায়—কারণার্ণবই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা; কিন্তু উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয়—প্রকৃতি (তমঃ) বা প্রকৃতির অষ্টম আবরণই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব। কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণ বচনে জানা যায়—"প্রধান পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী। (প, পু, উ, ২৫৫)॥—প্রধান (প্রকৃতি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা প্রকৃতির অষ্টম আবরণ, ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানদী (কারণার্ণব)।" এই প্রমাণে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই কারণার্ণব। সুতরাং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ও কারণার্ণব এক বা অভিন্ন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। অভিন্ন হইতেও পারে না। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়া। কারণার্ণব—"চিন্ময়জল সেই পরম কারণ। যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন॥ ১।৫।৪৬॥" স্বরূপেই উভয়ে বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে দিব্যরথযোগে মহাকালপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তগিরি, লোকালোক পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন (বিবেশ সুমহত্তমঃ—শ্রী, ভা, ১০।৮৯।৪৭); চক্রদ্বারা তিনি সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই অন্ধকারকে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকৃতির সপ্ত আবরণ বলিয়াছেন (চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জ্ঞেয়ঃ—চক্রবর্ত্তী। চক্রানুপথেনৈব দ্বারেণ সপ্তাবরণভেদেন—শ্রীপাদ সনাতন)। তখন—অন্ধকার পার হইয়া যাওয়ার পরে—অন্ধকারের দূরে বর্ত্তমান এক অনন্তপার সর্ব্বব্যাপক দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জ্জুনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। "দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্। সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে॥ শ্রীভা, ১০।৮৯।৫১॥ এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—তদনন্তরং (নিবিড় অন্ধকার পার হওয়ার পরে) গচ্ছন্ ফাল্গুনঃ তমঃপরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং প্রকৃত্যাবরণাৎ অষ্টমাৎ পরমিত্যর্থঃ। পরং শ্রেষ্ঠং চিন্ময়ং জ্যোতিঃ সমশ্নুবানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য ইত্যাদি। তাৎপর্য্য—প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরে এক চিন্ময় সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্ত্তী দেখাইয়াছেন—এই ব্যাপক জ্যোতিঃ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥ প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥—টীকায় চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—অত্র মত্তেজ ইতি তদ্ব্রহ্ম মত্তেজোঽপি অহং স ইতি সোঽহমেব তদ্ব্রহ্মতেজস্তেজস্বিনোরভেদাৎ প্রকৃতিঃ সা মম পরেতি তচ্চিন্ময়ং ব্রহ্ম মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি মায়াতীতা ব্যক্তা চিন্ময়নেত্রগ্রাহ্যা অন্যথা অব্যক্তেত্যর্থঃ।—যে তেজঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মায়াতীত, ব্রহ্মতেজঃ, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি। ইহার পরে কৃষ্ণার্জ্জুন উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল এক সলিলে প্রবেশ করিলেন। ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্ম্মিভূষণম্। শ্রীভা, ১০।৮৯।৫২॥ এই শ্লোকের সলিল-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—ততস্তত্রৈব বর্ত্তমানং সলিলম্ অপ্রাকৃতং তত্তেজোজনিতং জলদুর্গবৎ সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ইত্যাদি। সেই স্বরূপশক্তিরূপ ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যেই সেই তেজোজনিত অপ্রাকৃত সলিল (জল)—ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে জ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জ্জুনের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল, তাহা এই চিন্ময় জলেরই জ্যোতিঃ। এই জলটী কি বস্তু, তাহা শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। সলিলমিতি কারণার্ণবোদকম্—এই জল হইল কারণার্ণবের জল। তাঁহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডস্যোর্দ্ধতো দেবি ব্রহ্মণঃ সদনং মহৎ। তদূর্দ্ধং দেবি বিষ্ণূনাং তদূর্দ্ধং রুদ্ররূপিণাম্॥ তদূর্দ্ধঞ্চ মহাবিষ্ণোর্মহাদেব্যাস্তদূর্দ্ধগম্। পারে পুরী মহাদেব্যাঃ কালঃ সর্ব্বভয়াবহঃ॥ ততঃ শ্রীব্রহ্মপীযূষবারিধির্নিত্যনূতনঃ। তস্য তীরে মহাকালঃ সর্ব্বগ্রাহকরূপধৃক্॥ ইহার টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—অত্র ব্রহ্মণঃ সদনং সত্যলোকঃ বিষ্ণূনাং বৈকুণ্ঠস্তানাং বৈকুণ্ঠঃ রুদ্ররূপিণামিত্যহঙ্কারা বরণস্থো রুদ্রলোকঃ মহাবিষ্ণোরিতি মহত্তত্ত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেব্যা ইতি প্রকৃত্যাবরণস্থো মহাদেবীলোকঃ ব্রহ্মপীযূষবারিধিঃ কারণার্ণবঃ মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং ফাল্গুনো দদর্শেতি। এই টীকানুসারে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে সত্যলোক, তাহার ঊর্দ্ধে (ব্রহ্মাণ্ডস্থ) বৈকুণ্ঠ, তাহার ঊর্দ্ধে রুদ্রলোক, তাহার ঊর্দ্ধে মহত্তত্ত্বাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তাহার ঊর্দ্ধে প্রকৃতির (অষ্টম) আবরণস্থ মহাদেবীলোক। তাহার পরে ব্রহ্মপীযূষবারিধি (চিন্ময় জলপূর্ণ) কারণার্ণব। এই কারণার্ণবের জলমধ্যেই মহাকালপুর—যে পুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে অবস্থান করেন; দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন এই মহাকালপুরেই গিয়াছিলেন। যাহাহউক, উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব নহে; অষ্টম আবরণের পরে বা ঊর্দ্ধেই চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব; মায়া

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্রিগুণাত্মিকা। কারণার্ণব ত্রিগুণাতীত চিন্ময়, স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই বলা হইয়াছে—"মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ১৫।৪৯ ॥" মায়া কারণসমুদ্রের বাহিরে থাকে বলিয়াই সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করেন। "দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ১৫।৫৭ ॥" (প্রকৃতির অষ্ট আবরণের বিবরণ ১৫।৯ শ্লোক টীকায় দ্রষ্টব্য)।

মুখ্যতঃ সিদ্ধলোকের তমঃপারত্ব বা মায়াতীতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে" বলা হইয়াছে, সিদ্ধলোকের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে। ১৫।২৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

দৈত্য—যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করে না এবং শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য বলা হয়। "কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ১৮।৮ ॥" দৈত্য বলিতে অসুরকেও বুঝায়; যাহারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকেও অসুর বলা হয়। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮শ শ্লোকধৃত পাদ্মবচন ॥

দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত দৈত্য বা অসুরগণ। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসুর-বধ করেন না; তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং অসুর-সংহারাদি এই বিষ্ণুরই কার্য্য (১৪।১২)। এইরূপ ভাবে নিহত দৈত্যগণ সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া থাকে।

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণই সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী; সিদ্ধলোকেই যে তাহাদের স্থান হয়, এই পূর্ব্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৩।৩৪। পরব্যোম-ধামের বর্ণনা (২২-৩২ পয়ারে) দিয়া এক্ষণে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের বর্ণনা দিতেছেন।

সেই পরব্যোমে—যেই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে মহালক্ষ্মী-আদির সহিত লীলারস আস্বাদন করিতেছেন এবং জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া ভাগ্যবান্ জীবসমূহকে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ বৈকুণ্ঠে স্থান দিতেছেন এবং ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির অধিকারীদিগকে পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোকে (১৫।২৮ এবং ১৫।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য (লয়) প্রাপ্তি করাইতেছেন, সেই পরব্যোমে। **নারায়ণের**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের। **চারি পাশে**—যথাক্রমে পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহ অবস্থান করেন)। **দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকায় যে চারিটী ব্যূহ আছেন (১৫।২০), তাঁহাদের। **দ্বিতীয় প্রকাশে**—দ্বিতীয় অভিব্যক্তি। কৃষ্ণলোকস্থ গোকুলে চতুর্ব্যূহের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নাই; দ্বারকা-মথুরায়ই চতুর্ব্যূহের পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তি; অন্যান্য চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ শক্ত্যাদির বিকাশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দ্বারকা-চতুর্ব্যূহকেই প্রথম চতুর্ব্যূহ বা চতুর্ব্যূহের প্রথম বিকাশ বলা হয়; শক্ত্যাদি-বিকাশের হিসাবে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অব্যবহিত পরেই পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের স্থান; এজন্য পরব্যোম-চতুর্ব্যূহকে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রকাশ বা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় বিকাশ বলা হয়। **প্রকাশ**—আবির্ভাব, বিকাশ। পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের নামও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহারাই **দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ** বা পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ ও পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের নাম ঠিক একরূপ হইলেও শক্ত্যাদিতে এই দুই চতুর্ব্যূহের পার্থক্য আছে; পরব্যোম-চতুর্ব্যূহকে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বলাতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ পয়ারে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহকে সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী বলাতে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ। চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইল অংশী, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ তাহার অংশ। স্বরূপে সকলে পূর্ণ হইলেও শক্ত্যাদি বিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাংশী-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে ন্যূনশক্তির অভিব্যক্তি, তাহাকেই অংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, কৃ, ১৬॥" ১।৫।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব—প্রথম ব্যূহ; ইনি পরব্যোম-নাথের বিলাস এবং সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। "মহা-বৈকুণ্ঠ-নাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ। পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ॥ ল, ভা, পূ, ১৬৫॥" ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তাই চিত্তে উপাস্য এবং ইনি বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান। "তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে॥ ল, ভা, পূ, ১৬৬॥" শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে বাসুদেব জ্ঞানশক্তি প্রধান। "জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা। ২।২০।২১৯॥" **সঙ্কর্ষণ**—দ্বিতীয় ব্যূহ; ইনি বাসুদেবের বিলাস বা স্বাংশ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ, তাই ইঁহাকে জীবও (সমষ্টি জীব) বলা হয় (ল, ভা, পূ, ১৬৭)। ইনি অহঙ্কার-তত্ত্বে উপাস্য (ল, ভা, পূ ১৬৮)। ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। "ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥ ২।২০।২২১-২২২॥" **প্রদ্যুম্ন**—তৃতীয় ব্যূহ; ইনি সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি, বুদ্ধিতত্ত্বে ইঁহার উপাসনা (ল, ভা, পূ, ১৬৯); কেহ কেহ বলেন, ইনি মনের অধিদেবতা (ল, ভা, পূ, ১৭১)। ইনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং ইনি স্বীয় সৃষ্টিশক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন (ল, ভা, পূ, ১৬৯)। **অনিরুদ্ধ**—চতুর্থ ব্যূহ; ইনি প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি; মনস্তত্ত্বে ইঁহার উপাসনা (ল, ভা, পূ, ১৭০), কেহ কেহ বলেন, ইনি অহঙ্কারের অধিদেবতা (ল, ভা, পূ, ১৭১)।

তুরীয়—মায়াতীত, মায়িক-উপাধিশূন্য। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ, চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি। এই দুই পয়ারে "মায়াতীতে ব্যাপি" শ্লোকের "শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৩৫। এক্ষণে পরব্যোমে শ্রীবলরামের যে রূপ আছেন, তাঁহার কথা বলিতেছেন। পরব্যোমচতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিই শ্রীবলরামের একস্বরূপ।

তাঁহা—সেই পরব্যোম-চতুর্ব্যূহমধ্যে। **রামের রূপ**—শ্রীবলরামের এক স্বরূপ। **মহাসঙ্কর্ষণ**—দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণকেই এস্থলে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে। শেষাদিকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয় (১।৬।৮২); তাঁহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মূল বলিয়া পরব্যোমের সঙ্কর্ষণকে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, এই সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ; অর্থাৎ ইঁহা হইতেই সমস্ত জীব উদ্ভূত হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইঁহার (অন্যতম স্বরূপ কারণার্ণবশায়ীর) মধ্যে আনয়ন করেন; এজন্য ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। "প্রলয়াদৌ জগৎকর্ষণাৎ সঙ্কর্ষণঃ। শ্রীভা, ১০।২।১৩ শ্লো, তোষণী॥"

লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্ব্বপয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণের বিলাস বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীবলরামের এক স্বরূপ বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামে অভেদ বলিয়া উক্ত দুই উক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও বিরোধ থাকিতে পারেনা। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি; সঙ্কর্ষণ শ্রীনারায়ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীবলরামেরই অংশ হইলেন। তথাপি শ্রীবলরামের তত্ত্ববর্ণনে সঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—

সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য (২।২০।২১৮-২১)। প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকটন মুখ্যতঃ ক্রিয়াশক্তিরই কার্য্য। এই কার্য্যে যে সমস্ত

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৬
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭

'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে নিয়োজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য—অবশ্য স্বরূপ-বিশেষে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে; শ্রীবলরামেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বাধিকরূপে অভিব্যক্ত (২।২০।২২১)। শ্রীসঙ্কর্ষণে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরাম অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু কারণার্ণবশায়ী-আদি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা বেশী। যাহা হউক, প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীবলরাম অপেক্ষা শ্রীসঙ্কর্ষণ কিঞ্চিন্ন্যূন বলিয়াই শ্রীসঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বা একস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই শ্রীসঙ্কর্ষণের বিশেষ তত্ত্ব।

চিচ্ছক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে। এই পয়ারে সঙ্কর্ষণকে চিচ্ছক্তির আশ্রয় বলা হইয়াছে। কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরূপতঃ পূর্ণ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; সুতরাং চিচ্ছক্তির আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই, অন্য কেহ নহেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিরূপ উপাদান দ্বারাই শ্রীসঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসকল প্রকটিত করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা গেল, বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তির যে অংশের বিলাস, সেই অংশের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তাই শ্রীসঙ্কর্ষণ; সুতরাং এস্থলে **আশ্রয়**—অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা। **তিঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণ। **কারণের কারণ**—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ যে পুরুষাদি অবতার, তাঁহাদেরও কারণ বা মূল শ্রীসঙ্কর্ষণ; যেহেতু শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতেই পুরুষাদির আবির্ভাব।

৩৬-৩৭। চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা নিয়ন্তারূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ কি কার্য্য করেন, তাহা বলিতেছেন। চিচ্ছক্তিদ্বারা তিনি বৈকুণ্ঠাদি ভবদ্ধামসকল প্রকটিত করেন এবং ঐ সকল ধামস্থিত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যকেও প্রকটিত করেন।

চিচ্ছক্তিবিলাস—চিচ্ছক্তির বিলাস বা পরিণতি।

শুদ্ধসত্ত্ব—চিচ্ছক্তির বিলাসকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। শুদ্ধসত্ত্বে তারতম্যানুসারে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন শক্তিরই বিলাস থাকে। যে শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর অংশ বেশী, তাহাই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামের উপাদান (১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধসত্ত্ব একটী পারিভাষিক শব্দ; ইহা দ্বারা রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বকে বুঝায় না। রজস্তমোহীন সত্ত্বও প্রাকৃত বস্তু; ভগবদ্ধামের উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু (১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধসত্ত্বময়—শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপাদান-বিশিষ্ট। এস্থলে উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়।

যত বৈকুণ্ঠাদিধাম—বৈকুণ্ঠাদি যত ভগবদ্ধাম আছে (দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোকও), তাহাদের সকলের উপাদানই শুদ্ধসত্ত্ব। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যেমন ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের উপাদান হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মক (সন্ধিনীপ্রধান) শুদ্ধসত্ত্ব। **ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য**—১।২।১৫ টীকা দ্রষ্টব্য। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যও চিচ্ছক্তির বিভূতি। "ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। ২।৬।১৪৭॥" **তাঁহা**—বৈকুণ্ঠাদিধামে। **চিন্ময়**—চিচ্ছক্তির বিভূতি বলিয়া ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের সমস্তই এবং ভগবদ্ধাম-সমূহের সমস্তই চিন্ময়, অপ্রাকৃত। **সঙ্কর্ষণের বিভূতি**—বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামসমূহ এবং ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য, এই সমস্তই সঙ্কর্ষণের অধ্যক্ষতায় চিচ্ছক্তিদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া তৎসমস্তকে সঙ্কর্ষণের বিভূতি বা মহিমা বলা হইয়াছে।

৩৮।৩৯। পূর্ব্বোক্ত ৩৫ পয়ারে সঙ্কর্ষণকে কারণের কারণ বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাহার হেতু বলিতেছেন।

সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার ॥ ৪০
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম ॥৪১
অষ্টম-শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব
স্তংশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির অংশই জীব ; শ্রীসঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় ; সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ-রূপে স্বীয় দেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়িরূপে সকলকে স্বীয়দেহে আকর্ষণ করেন। সুতরাং মূলতঃ সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের প্রলয় এবং প্রলয়ে সঙ্কর্ষণেই বিশ্বের স্থিতি। এইরূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যেরও মূল অধ্যক্ষ। সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ি-পুরুষই সৃষ্ট্যাদির কারণ হইলেও সঙ্কর্ষণ সেই কারণার্ণবশায়ীর মূল হওয়াতে সঙ্কর্ষণ হইলেন কারণের কারণ।

জীবনাম ইত্যাদি—জীবশক্তি-নামে এক শক্তি আছে; তাহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। ১।২।৮৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **মহাসঙ্কর্ষণ** ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয়। জীবশক্তির অংশই জীবসমূহ ; জীবসমূহের প্রাদুর্ভাব-কর্ত্তা বলিয়াই সঙ্কর্ষণকে জীবের আশ্রয় বলা হইয়াছে। জীবের আশ্রয় হওয়াতে তিনি জীবশক্তিরও আশ্রয় বা অধ্যক্ষ হইলেন।

যাহা হৈতে—যে পুরুষ হইতে। **বিশ্বোৎপত্তি**—বিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। **যাহাতে প্রলয়**—ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হওয়ার পরে সমস্ত জীব যেই পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

সেই পুরুষের—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের (ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ)। **সমাশ্রয়**—সম্যক্‌রূপে আশ্রয়; মূল। সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ীর মূল বলিয়া তিনি কারণার্ণবশায়ীর সমাশ্রয়।

৪০।৪১। "মায়াতীতে" শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন। যিনি সকলের আশ্রয়, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, স্বয়ং অনন্তদেবও যাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীসঙ্কর্ষণ যাঁহার অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সর্ব্বাশ্রয়—সকলের আশ্রয়, অধ্যক্ষ বা মূল। **সর্ব্বাদ্ভুত**—সর্ব্ববিষয়ে যিনি অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন। **ঐশ্বর্য্য অপার**—যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপরিসীম। বৈকুণ্ঠাদি ধামের ঐশ্বর্য্যাদিরও যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে অপরিসীম এবং তিনি যে আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। **অনন্ত**—অনন্তদেব ; ইনি আবেশ-অবতার। ইঁহার সহস্র বদন। সহস্রবদনেও ইনি সঙ্কর্ষণের মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। **তুরীয়**—উপাধিহীন। ১।২।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধসত্ত্ব**—শ্রীসঙ্কর্ষণের (এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের) বিগ্রহের উপাদানই শুদ্ধসত্ত্ব। ১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **তেঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণ। **সেই নিত্যানন্দরাম**—তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম। অর্থাৎ তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ।

৪২। **অষ্টম শ্লোকের**—"মায়াতীতে ব্যাপি" ইত্যাদি শ্লোকের। **বিবরণ**—১১-৪১ পয়ারে। **নবম শ্লোকের**—"মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকের।

শ্লো।৭। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"মায়াতীতে" শ্লোকে আদিলীলার সপ্তমশ্লোকোক্ত "সঙ্কর্ষণ"-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া "কারণতোয়শায়ীর" তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকে। নিম্ন পয়ার সমূহে "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥ ৪৩
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৪৪
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৩-৪৪। চারিপয়ারে শ্লোকস্থ কারণাম্ভোধির (কারণার্ণবের) বর্ণনা দিতেছেন। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক আছে, তাহারও বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ একটী সমুদ্র আছে; ইহা অনন্ত হইয়াও বলয়াকারে সিদ্ধলোককে বাহিরের দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। এই চিন্ময় সমুদ্রকেই কারণার্ণব বা কারণসমুদ্র বলে; ইহার আর এক নাম বিরজানদী।

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে—এস্থানে পরব্যোমের সবিশেষ অংশকে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জ্যোতির্ম্ময়ধাম**—সিদ্ধলোক। **তাহার বাহিরে**—জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকের বাহিরের দিকে অর্থাৎ যে দিকে বৈকুণ্ঠ, তাহার বিপরীত দিকে। **বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া**—এস্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দে সমগ্র পরব্যোমকে বুঝাইতেছে (১।৫।২৭ টীকা দ্রষ্টব্য)। কারণ, লঘুভাগবতামৃতধৃত (৫।২৪৭) পদ্মপুরাণের "প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী" এই (প, পু, উ, ২৫৫) বচনানুসারে দেখা যায়, পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব বিরাজিত। বৈকুণ্ঠ-শব্দের ব্যাপক অর্থে সমগ্র পরব্যোমকেই বুঝাইতে পারে। কারণ, মায়াতীত স্থানকেই বৈকুণ্ঠ বলা যায়; পরব্যোমের সবিশেষ অংশ যেমন মায়াতীত, নির্ব্বিশেষ অংশ অর্থাৎ সিদ্ধলোকও তেমন মায়াতীত। **জলনিধি**—সমুদ্র, কারণসমুদ্র। **অনন্ত**—অসীম। **অপার**—অসীম বলিয়া যাহা পার বা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না (অবশ্য মায়া বা মায়িক বস্তুর পক্ষেই অপার)। **অবধি**—শেষ। ১।৫।৬ শ্লোকের এবং ১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫। বৈকুণ্ঠেও ক্ষিতি (মাটী), অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বাতাস), ব্যোম্ (শূন্য) এই পঞ্চভূত আছে; কিন্তু তাহারা সকলেই চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া চিন্ময়, অপ্রাকৃত-মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূতের ন্যায় প্রাকৃত জড় নহে। চিন্ময় বৈকুণ্ঠে মায়ার গতিবিধি নাই (২।২০।২৩১ এবং শ্রীভা ২।৯।১০)। তাই সেস্থানে মায়িক পঞ্চভূতের জন্ম বা অস্তিত্ব অসম্ভব।

পৃথিব্যাদি—পৃথিবী (ক্ষিতি), অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূত। **চিন্ময়**—চিচ্ছক্তির বিলাস শুদ্ধসত্ত্বময়। **মায়িকভূতের**—ক্ষিত্যাদি মায়িক বা প্রাকৃত পঞ্চ ভূতের।

আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি যাহা কিছু আছে বৈকুণ্ঠেও (এবং তদ্রূপ অন্যান্য ভগবদ্ধামেও) তৎসমস্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্রব্যাদি অপ্রাকৃত চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। বৈকুণ্ঠে যে এ সমস্ত বস্তু আছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। তৃতীয়স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠবর্ণনে দেখা যায়—সেস্থানে বন আছে, বৃক্ষ আছে (যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।১৬॥), রথ আছে, সরোবর আছে, মাধবীফুলের লতা আছে, বায়ু আছে (বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্‌গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ। অন্তর্জ্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥১৭॥), ভ্রমর, পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্, ডাহুক, হাঁস, শুক, তিত্তিরীপক্ষী ও ময়ূরাদি আছে (পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাকদাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ। কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈর্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥১৮॥) তুলসী, মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চাঁপা, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, পারিজাতাদি আছে (মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ। গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥১৯॥) এবং এই সমস্তের উপলক্ষণে সমস্ত বস্তুই আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই সমস্ত বস্তু প্রাকৃত নহে; কারণ, বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়ার কোনও গুণও নাই, সুতরাং মায়াগুণজাত কোনও বস্তুও নাই। "প্রবর্ত্ততে

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা, গঙ্গা পতিত পাবন ॥৪৬
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ শ্রীভা, ২।৯।১০॥" বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের ন্যায় এসমস্ত বস্তুও শ্রীভগবানেরই সেবার আনুকূল্য করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠবাসী সমস্তই সচ্চিদানন্দ এবং গুণাতীত। "বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দগুণাতীতং পদং গতাঃ॥ তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্।১।৩।৩২-৩৩॥" ১।৫।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈকুণ্ঠের যে চিন্ময় জল, তদ্দ্বারাই কারণার্ণব পূর্ণ; কারণার্ণবের জলের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই এই পয়ারে বৈকুণ্ঠের পঞ্চভূতের পরিচয় দিয়াছেন।

৪৬। বৈকুণ্ঠের চিন্ময় পঞ্চভূতের একতম যে চিন্ময় জল, তাহাই পরম কারণ এবং তদ্দ্বারাই বিরজানদী পরিপূর্ণ; এই পরমকারণ-স্বরূপ জলদ্বারাপূর্ণ বলিয়াই বিরজাকে কারণার্ণব বলা হয়—ইহাও সূচিত হইতেছে।

যার এক কণা ইত্যাদি—যেই পরমকারণরূপ চিন্ময়জলের এক কণিকামাত্র হইলেন পতিত-পাবনী গঙ্গা। যাহার এক কণিকাই পতিত-পাবন, তাহা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রীকরণের মহাকারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়; সম্ভবতঃ এই জন্যই বিরজার চিন্ময় জলকে পরম-কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ যে পুরুষ, তিনি এই বিরজার জলে অবস্থান করেন বলিয়াও (ব্রহ্মাণ্ডের কারণের আধার বলিয়া) হয়তো ইহাকে পরমকারণ বলা হইয়াছে। ১।৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৭। সেই কারণার্ণবে শ্রীসঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশস্বরূপে শয়ন করিয়া আছেন। কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া সঙ্কর্ষণের এই স্বরূপকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলে। এই পয়ারে নবম শ্লোকের "শেতে সাক্ষাৎ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

"জগৃহে পুরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ শ্রীভা ১।৩।১॥—লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ (সৃষ্টির প্রারম্ভে) মহদাদিতত্ত্বমিলিত পরিপূর্ণ শক্তিযুক্ত পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র যোঽয়ং ভগবান্ পরব্যোমাধিনাথঃ তেন গৃহীতং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ ভাগবতামৃতোক্ত যুক্ত্যা জ্ঞেয়ঃ। এই শ্লোকে ভগবান্-শব্দে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণকে বুঝাইতেছে; তিনি যে পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা মহাবিষ্ণু এবং তিনি পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণ-বশায়ী নারায়ণ।" শ্লোকস্থ "ষোড়শকলম্"-শব্দ "পৌরুষং রূপমেব" বিশেষণ; ইহার অর্থ—"ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যুপযোগি-পূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ—সৃষ্টিকার্য্যে যে যে শক্তির প্রয়োজন, তৎসমস্ত শক্তি পরিপূর্ণরূপে যাঁহার মধ্যে অবস্থিত।"

আপনার এক অংশে—স্বয়ং একস্বরূপে, যে স্বরূপটী তাঁহার অংশ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন সঙ্কর্ষণের অংশ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি সঙ্কর্ষণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু কম শক্তি। ১।৫।৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য); ইহাই কারণার্ণবশায়ীর তত্ত্ব। এস্থলে শ্লোকস্থ "যস্যৈকাংশঃ"-অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৪৮। কারণার্ণবশায়ীর আরও পরিচয় দিতেছেন।

মহৎস্রষ্টা—মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে; "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন ১।৬১ পৃঃ।" সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ তিনটী বস্তুই সমভাবে মিশ্রিত হইলে, কোনও একটী অপর দুইটি অপেক্ষা বেশী বা কম না থাকিলে, সেই—) সাম্যাবস্থাপন্ন ও সম্মিলিত সত্ত্বাদি বস্তুত্রয়কেই প্রকৃতি বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডসমূহের জড় অংশ সূক্ষ্মরূপে

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। | কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। প্রকৃতিতে সত্ত্বাদি তিনটী বস্তুই সাম্যাবস্থাপন্ন বলিয়া প্রকৃতির কোনওরূপ গতি বা পরিণতি সম্ভব হয়না। কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে হইলে বাহির হইতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করেন; সেই শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয়; এইরূপে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সর্ব্বপ্রথম বিকার বা পরিণতিকে বলা হয় মহৎ বা **মহত্তত্ত্ব**। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। সাংখ্যদর্শন। ১।৭১॥" এই মহত্তত্ত্বই মন বা মনন। মনন বলিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই বুঝায়; সুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ" ইত্যাদি ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও মন অর্থ মহত্তত্ত্ব লিখিয়াছেন—"মনো মহত্তত্ত্বম্।" প্রকৃতি হইতেই এই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব। "প্রকৃতের্মহান্। সাংখ্যদর্শন ১।৬১ সূ।" কারণার্ণবশায়ীর শক্তিতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

পুরুষ—পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ (শব্দকল্পদ্রুম); যিনি বল বা শক্তি পূরণ করেন, তিনি পুরুষ। কারণার্ণবশায়ী, প্রকৃতিতে শক্তি পূরণ করিয়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগৎ-সৃষ্টির কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে পুরুষ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও এইরূপ তাৎপর্য্যেই পুরুষ-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। পুরুষের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের অবতার-প্রকরণে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক বলিয়া এই মহৎ-স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন প্রকৃতির অন্তর্য্যামী। "মহতঃ স্রষ্টৃ প্রকৃতেরন্তর্য্যামি। লঃ ভাঃ কৃষ্ণ, অবতার-প্রকরণ ৯ম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।" **তেঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। **জগতকারণ**—জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বা হেতু; জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। (পরবর্ত্তী ৫০—৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য) **আদ্য অবতার**—প্রথম অবতার। "সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত অংশের কহি অবতার নাম॥ ১।৫।৬৯॥"—সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত ভগবান্ যে অংশের (স্বীয় অংশের) প্রতি অবধান করেন বা মনোযোগ দেন অর্থাৎ স্বীয় যে অংশদ্বারা তিনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করান, তাঁহাকে **অবতার** বলে। সৃষ্টির প্রথম কার্য্য হইল সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তাহাকে পরিণতি-প্রাপ্তির যোগ্য করা; কারণার্ণবশায়ী তাহা করিয়াছেন এবং করিয়া প্রকৃতির প্রথম পরিণতি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্য কারণার্ণবশায়ীই হইলেন প্রথম বা আদ্য অবতার। শ্রীমদ্ ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকেও ইঁহাকেই আদ্য অবতার বলা হইয়াছে; "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য ইত্যাদি।" অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেও অবতার বলে এবং এইরূপে যিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকেও অবতার বলা হয়। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডে—প্রপঞ্চে—তাঁহার স্ববিগ্রহ প্রকটিত না করিলেও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ও অংশকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেও অবতার বলা অসঙ্গত নহে। **মায়া**—প্রকৃতির অপর নাম মায়া। **মায়ার ঈক্ষণ**—মায়ার প্রতি দৃষ্টি। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে দূর হইতেই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন (স ঐক্ষত ইতি শ্রুতিঃ) এবং এই দৃষ্টিদ্বারাই শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপযোগিনী করেন। পরবর্ত্তী ৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ঈক্ষণ" স্থানে "দরশন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৪৯। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন মাত্র, স্পর্শাদি করেন না; এই পয়ারে তাহার হেতু এবং মায়ার অবস্থান বলা হইতেছে। কারণার্ণবশায়ী থাকেন কারণ-সমুদ্রে; আর

সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি—। | জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মায়া থাকে কারণ-সমুদ্রের বাহিরে : মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা, স্পর্শ মায়ার পক্ষে সম্ভব নহে ; যেহেতু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। ২৷৯৷১৭৯॥" তাই পুরুষ দূর হইতেই মায়াকে দর্শন করিয়াছেন।

মায়া শক্তি—প্রকৃতি ; মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া মায়া-শক্তি বলা হইয়াছে।

মায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ এবং সে সমস্ত স্বরূপের পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-সমূহের ধামাদি হইতে সর্ব্বদা বাহিরেই থাকে (১৷২৷৮৫ টীকা দ্রষ্টব্য); বাহিরে থাকিলেও সর্ব্বদা শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয় ; মায়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই মায়ার শ্রীকৃষ্ণশক্তিত্বের একটী প্রমাণ ; এবং মায়া যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারেনা (১৷১৷২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), ইহাও তাহার শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিত্বের আর একটী প্রমাণ।

কারণাব্ধি—কারণ-সমুদ্র। **পরশিতে নারে**—স্পর্শ করিতে পারেনা ; কারণ-সমুদ্র অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া এবং মায়া স্বয়ং জড়-প্রকৃতি বলিয়া মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

৫০। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ ; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে মায়া বা প্রকৃতিই জগতের কারণ ; পরবর্ত্তী সাত পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না—পুরুষই জগতের কারণ। ইহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমেই—সাংখ্য-মতটী কি তাহা এই পয়ারে তিনি উল্লেখ করিতেছেন—খণ্ডনের নিমিত্ত। সাংখ্য বলেন—মায়ার দুইটী বৃত্তি ; এক বৃত্তিতে মায়া জগতের নিমিত্ত কারণ, এবং আর এক বৃত্তিতে মায়া জগতের উপাদান কারণ।

দুই বিধ—দুইরূপ ; নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ।

জগতের উপাদান ইত্যাদি—জগতের উপাদানরূপে প্রধান এবং (নিমিত্তরূপে) প্রকৃতি। মায়ার যে অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রধান বা গুণমায়া। আর যে অংশ জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি বা জীবমায়া। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ থাকাসত্বেও সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়। (জীবমায়া ও গুণমায়া সম্বন্ধে ১৷১৷২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে সাংখ্য-মতে জগতের উপাদান-কারণও মায়া এবং নিমিত্ত-কারণও মায়া।

যিনি কোনও জিনিস প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে (কর্ত্তাকে) বলে ঐ জিনিসের **নিমিত্ত-কারণ**। আর যে বস্তুদ্বারা ঐ জিনিস প্রস্তুত হয়, সেই বস্তুকে বলে ঐ জিনিসের **উপাদান-কারণ**। যেমন, কুম্ভকার মাটীদ্বারা ঘট তৈয়ার করে ; তাহাতে কুম্ভকার হইল ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর মাটী হইল উপাদান-কারণ। স্বর্ণবলয়ের নিমিত্ত-কারণ স্বর্ণকার, আর উপাদান-কারণ স্বর্ণ।

গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, মাটী প্রভৃতি যত কিছু বস্তু বিশ্বে দৃষ্ট হয়, আমাদের চক্ষুতে তাহাদের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাংখ্য-মতে তাহাদের মূল উপাদান হইতেছে মায়া ; এই মায়া হইল সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের সমবায়। সুতরাং বিশ্বে যত কিছু চেতন বা অচেতন বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। কিন্তু একই মায়া কিরূপে গ্রহ-নক্ষত্র-মনুষ্য-পশ্বাদি অনন্ত-বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের অনন্ত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ-দৃষ্টিতে-বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইল ? একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কিরূপে কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় মৃণ্ময়ী পৃথিবী, মাংসময় প্রাণি-দেহ, বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠাদিতে পরিণত হইল ? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন—বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়ায় এরূপ পরিণতি ঘটে নাই ; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা-আপনিই বিশ্বে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে—মায়ার এই স্বাভাবিকী শক্তি আছে, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা। স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই মায়া নিজেই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে।

জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার। আমরা দেখিতে পাই, একই মাটীদ্বারা কুম্ভকারের শক্তি ঘট, কলসী, পাতিল, সরা, কল্কি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বস্তু তৈয়ার করে। কুম্ভকারের শক্তি ব্যতীত ঐরূপ বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারেনা। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার উপাদানে বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু কে গঠন করিল? কে-ই বা বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিল? ইহার উত্তরেও সাংখ্য বলেন—এস্থলেও বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া অনাবশ্যক; কারণ, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা; তাই অপর কোনও শক্তির সহায়তা ব্যতীত মায়া আপনা-আপনিই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া বিভিন্ন বস্তুরূপে পরিণত হয়; তাই মায়া নিজেই নিজের স্বাভাবিকী শক্তিতে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, সাংখ্য-মতে প্রকৃতি (বা মায়া) স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। "একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্র-রচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। বেদান্তদর্শনের ২।২।১ সূত্রভাষ্যে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য।" পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে—প্রকৃতি জড় বস্তু; জড় বস্তুর স্বতঃ-পরিণাম-শীলতা থাকিতে পারে না; সুতরাং জড়-প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারেনা, উপাদান-কারণও হইতে পারেনা।

৫১। মায়া যে জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা, তাহা দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে।

জগত-কারণ—জগতের উপাদান-কারন। প্রকরণ-সঙ্গতি-বশতঃ এস্থলে কারণ-শব্দে উপাদান-কারণকে বুঝাইতেছে। মায়া জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা; যেহেতু **প্রকৃতি জড়রূপা**—প্রকৃতি বা মায়া জড়, অচেতন। প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়াই সাংখ্য বলিয়াছেন—প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্তত্ত্বাদি' ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং পরিদৃশ্যমান জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে। ইহার উত্তরে কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—প্রকৃতি জড়রূপা, অচেতন। এই উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—প্রকৃতি জড়-রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিতে পারেনা; সুতরাং প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারেনা।

বাস্তবিক প্রকৃতি যদি স্বতঃপরিণামশীলাই হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে ইহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না; সুতরাং সকল সময়ে—মহাপ্রলয়েও—প্রকৃতিতে এই স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিবে এবং ক্রিয়া করিবে। কারণ, তাহার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার নিমিত্ত কিছুই নাই। কিন্তু মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির তিনটী গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা অন্যরূপ অবস্থা বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যদি প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা হইত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া এই সাম্যাবস্থার বিদ্যমানতা অসম্ভব হইত। তাহা যখন সম্ভব হইতেছে, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে—প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা নহে।

প্রকৃতি জড়, অচেতন। অচেতন বস্তুর বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই, তাহার পক্ষে অশেষ-বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উপাদানরূপে আপনা-অপনি পরিণতি লাভ করা সম্ভব নয়; কারণ, বৈচিত্রী বুদ্ধি ও বিচারের ফল। ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন সাংখ্য-পরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষ্বাশ্রয়িতুম্। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দম্? ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য।—সাংখ্য-পরিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) বেদান্তবাক্যে জগৎকারণ হইতে পারেনা; কেননা, তাহার কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই; শ্রুতিপ্রমাণ নাই কেন? যিনি জগতের কারণ, তিনি যে দর্শন-কর্ত্তা—ইহাই শ্রুতিতে শুনা যায়।" অচেতন-প্রকৃতি যে জগতের কারণ হইতে পারে না, অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব যে

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। | অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতিবিরুদ্ধ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও তাহা বলেন। যিনি জগতের কারণ, শ্রুতি বলেন—তিনি দর্শন-কর্ত্তা, (তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। ছা ৬।২।৩) সুতরাং তাঁহার দর্শন-শক্তি আছে; অতএব তিনি অচেতন হইতে পারেন না; তিনি চেতন। এসমস্ত কারণেই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না।

শক্তি সঞ্চারিয়া ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার (প্রকৃতির) প্রতি কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। একই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যে অনন্ত বৈচিত্রীময় জগতের অনন্ত বস্তুর অনন্ত প্রকার উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই; শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করে বলিয়া এবং এই শক্তি ব্যতীত প্রকৃতির উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে এই শক্তিই হইল জগতের উপাদান; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তিই (অর্থাৎ শক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণই) হইলেন জগতের উপাদান-কারণ। **করে কৃপা**—ঈক্ষণ (দৃষ্টি)-রূপা কৃপা করেন; দৃষ্টিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ (পুরুষরূপে) প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে সৃষ্টি-কার্য্যের যোগ্যতা দান করেন। ১।৫।৫৩ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। পূর্ব্বপয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণশক্তি বা শ্রীকৃষ্ণই জগতের উপাদান-কারণ, মায়া উপাদান-কারণ নহে। কিন্তু আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—"প্রকৃতির্যস্যোপাদানম্—প্রকৃতি যে কার্য্যের উপাদান। ১১।২৪।১৯॥ গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।—স্বীয় সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজা-সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি। ৩।২৬।৫॥" আবার শ্রুতিতেও দেখা যায়, "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং স্বরূপাঃ।—সাবয়ব বহু প্রজার জনয়িত্রী সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি—শ্বেতা ১।৪।৫॥।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, প্রকৃতিরও জগৎকারণত্ব—উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ত-কারণত্ব আছে। এই বিরোধের সমাধান কি ?

সমাধান এই—প্রকৃতিও জগতের কারণ বটে; কিন্তু মুখ্য-কারণ নহে, গৌণ-কারণ মাত্র। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণশক্তিই মুখ্য কারণ। তাহাই এই পয়ারে একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করিতেছেন।

লৌহের নিজের দাহিকা-শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নির শক্তি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে—লৌহ অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ) অন্য বস্তুকে দাহ করিতে পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহ দাহ করিতে পারিলেও দাহের মূল কারণ কিন্তু অগ্নিই, লৌহ নহে; তথাপি অগ্নির আশ্রয়ে লৌহ দাহ করে বলিয়া অগ্নিকে দাহের গৌণ-কারণ বলা যাইতে পারে।

তদ্রূপ, প্রকৃতির নিজের জগৎ-কারণ-যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যখন তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন ঐ শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত প্রকৃতি জগৎ-কারণত্ব লাভ করে; এইরূপে দাহকার্য্যে অগ্নির ন্যায়, সৃষ্টিকার্য্যে কৃষ্ণশক্তিই মূল-কারণ, প্রকৃতি নহে; তথাপি দাহকার্য্যে অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের ন্যায়, কৃষ্ণশক্তির আশ্রিত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যের গৌণ কারণ বলা হয়।

কৃষ্ণ-শক্ত্যে—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে। সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্ষমতা জন্মে; এই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশস্বরূপ বলিয়া তাঁহার শক্তিকে এস্থলে কৃষ্ণশক্তি বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাঁহার শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্। **গৌণ কারণ**—প্রকৃতি সৃষ্টির গৌণ বা আনুষঙ্গিক উপাদান-কারণ। **অগ্নিশক্ত্যে**—অগ্নির শক্তিতে; অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া। **জারণ**—দাহ।

অগ্নি ও লৌহের সহিত উপমার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নির সাহচর্য্য ব্যতীত লৌহ যেমন নিজে কোনও বস্তুকে দাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-শক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত প্রকৃতিও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা। আবার, লৌহের সাহচর্য্য ব্যতীতও অগ্নি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ প্রকৃতির সাহচর্য্য ব্যতীতও কৃষ্ণশক্তি

অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৫৩
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ৫৪
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতের উপাদান হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তাহাতে মায়ার সাহচর্য্য নাই)। এজন্যই কৃষ্ণশক্তিকেই জগতের মূল বা মুখ্য উপাদান বলা হয়।

৫৩। পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন। **অতএব**—কৃষ্ণশক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা বলিয়া এবং প্রকৃতির সাহাচর্য্য ব্যতীত কৃষ্ণশক্তি জগতের কারণ হইতে পারে বলিয়া। **কৃষ্ণমূল** ইত্যাদি—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-স্মরণে কৃষ্ণশক্তিস্থলে কৃষ্ণকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, যে শক্তি জগতের মুখ্য কারণ, তাহারও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা। পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। মুণ্ডক ২।১।৭-১০॥” **প্রকৃতি কারণ**—কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে বলিয়া প্রকৃতি গৌণ-কারণ মাত্র। **অজাগলস্তন**—কোন কোন ছাগীর গলদেশে এক রকম মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে স্তনের মতন; কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ জন্মে না। দুগ্ধ জন্মে না বলিয়া তাহাকে বাস্তবিক স্তন বলা সঙ্গত হয় না; তথাপি স্তনের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ মাংসপিণ্ডকেও উপচারবশতঃ স্তন বলা হয়; ইহাকে অজাগলস্তন বলে। অজাগলস্তন যেমন বাস্তবিক স্তন নহে, (যেহেতু তাহাতে দুগ্ধ নাই), তদ্রূপ প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে (যেহেতু তাহাতে জগৎ-কারণ-যোগ্যতা নাই); তথাপি কৃষ্ণশক্তিরূপ মূল কারণ-সাহচর্য্যে জগৎ-কারণ-সাদৃশ্য লাভ করে বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বলা হয়।

৫১।৫২।৫৩ পয়ারে মায়ার প্রধান-অংশের বা গুণমায়ার কথা বলা হইল।

৫৪। এক্ষণে জীবমায়ার কথা বলিতেছেন এবং তাহা যে জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। মায়া জড়বস্তু, তাহার প্রধান-অংশ বা গুণমায়াও জড় এবং প্রকৃতি-অংশ বা জীবমায়াও জড়। তাই মায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না; কারণ, যিনি কর্ত্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ; বৈচিত্রীময় জগতের নিমিত্ত-কারণ-কর্ত্তা যিনি হইবেন, তাঁহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিবে, অন্যথা বৈচিত্রী-সৃষ্টি অসম্ভব। প্রকৃতি জড়, অচেতন বস্তু বলিয়া তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহা জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। চৈতন্যাধিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা।

মায়া অংশে—জীবমায়া অংশে; পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ পয়ারে মায়ার যে অংশকে “প্রকৃতি” বলা হইয়াছে, সেই অংশে। সাংখ্যমতে মায়ার এই অংশকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলা হয়। **সেহো নহে**—তাহা নহে; জীবমায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেনা। **যাতে**—যে হেতু। **কর্ত্তাহেতু**—কর্ত্তারূপ হেতু; নিমিত্ত-কারণ। **নারায়ণ**—কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ। ইনিই জগতের ‘কর্ত্তাহেতু’ বা নিমিত্ত-কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৬। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূর্ব্ব পয়ারের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিতেছেন, দুই পয়ারে। কুম্ভকার নিজের শক্তিতেই ঘট তৈয়ার করে, তাহার চক্র বা দণ্ডাদি তাহাকে সহায়তা করে মাত্র; কুম্ভকারের শক্তি ব্যতীত চক্র-দণ্ডাদি ঘট তৈয়ার করিতে পারেনা; তাই কুম্ভকারই হইল ঘটের কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর চক্রাদি হইল গৌণ নিমিত্ত-কারণ। তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৫৭

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহায়তামাত্র করেন—পুরুষের শক্তিব্যতীত জীবমায়া নিজে সৃষ্টি করিতে পারেনা; তাই পুরুষই হইল জগতের মূল কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া হইল সহায়ক বা গৌণ নিমিত্ত-কারণ মাত্র।

নিমিত্ত হেতু—নিমিত্ত-কারণ; কর্ত্তা। **পুরুষাবতার**—আদ্য-অবতার পুরুষ; কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ। **মায়া তার** ইত্যাদি—সৃষ্টিকার্য্যে মায়া (জীবমায়া) পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। "মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীভাঃ ৩।৫।২৫॥—সেই বিভু মায়াদ্বারা (মায়ার সহায়তায়) এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন।" পুরুষ কর্ত্তারূপে যখন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্ম্মুখজীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মাইয়া গুণমায়াগঠিত মায়িক দেহাদিকে জীবদ্বারা অঙ্গীকার করায়; তখনই জীব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে; এইরূপেই জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত-কারণ পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। ১।১।২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঘটের কারণ**—ঘটের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। **চক্র-দণ্ডাদি**—কুম্ভকারের চক্র এবং সেই চক্র ঘুরাইবার নিমিত্ত দণ্ডাদি। **উপায়**—সহায়;

৫৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ; জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের মত ৪৯-৫৬ পয়ারে খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ৪৮ পয়ারেরই দ্বিতীয়-চরণের অনুসরণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—"দূরে হৈতে" ইত্যাদি। পুরুষ মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাতে সৃষ্টির উপযোগিনী শক্তি সঞ্চার করেন; সেই শক্তি দ্বারা সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি ক্ষুভিতা হইলে তাহাতে তিনি মহাপ্রলয়ে স্বদেহে-লীন-সূক্ষ্মজীব সমূহকে তাহাদের অদৃষ্ট-ভোগের জন্য অর্পণ করিলেন। ভূমিকার "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দূরে হৈতে—পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে, আর মায়া বা প্রকৃতি থাকে কারণার্ণবের বাহিরে; সুতরাং পুরুষ মায়া হইতে দূরেই থাকেন; এই দূর হইতেই, মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই। "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।৫।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা মায়াং দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিং আধত্ত।—মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী) দূর হইতেই মায়াতে দৃষ্টিমাত্রদ্বারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে অর্পণ করিলেন।" **অবধান**—দৃষ্টি। পুরুষ দূর হইতেই মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টি দ্বারাই তিনি মায়াতে শক্তি সঞ্চার করেন। **জীবরূপ বীর্য্য**—মহাপ্রলয়ে সমস্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব সূক্ষ্মাবস্থায় কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্ব-স্ব-কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুরুষ সেই সমস্ত জীবকে মায়াতে নিক্ষেপ করেন। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব দৃষ্ট হয়, তৎ-সমস্তের মূলই সূক্ষ্ম জীব বলিয়া সূক্ষ্ম জীবকে বীর্য্য বা বীজ বলা হইয়াছে। "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ শ্রীভা-৩।৫।২৬॥—কাল-শক্তি কর্ত্তৃক ক্ষুভিত-গুণা মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্ স্বাংশভূত-পুরুষ দ্বারা বীর্য্যাধান করিলেন।" **তাতে**—ঈশ্বর-শক্তিতে যাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে, সেই মায়াতে। **আধান**—স্থাপন। পুরুষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই পয়ারে উক্ত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে কৃষ্ণকে জগতের কারণ বলিয়া এই পয়ারে (৪৮ পয়ারেও) পুরুষকে কারণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাংশ-অবতার পুরুষ দ্বারাই সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; পুরুষও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ পুরুষই।

৫৮। **অঙ্গ**—অংশ। **অঙ্গাভাসে**—অংশাভাসে; চিদাভাস-জীবরূপে। জীব তটস্থা-শক্তির অংশ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে; কিন্তু জীব পুরুষের স্বাংশ নহে বলিয়া অঙ্গাভাস বা অংশাভাস বলা হইয়াছে। **এক অঙ্গাভাসে** ইত্যাদি—পুরুষ স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ ।
তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ৫৯

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

না ; কিন্তু জীবরূপ অংশাভাসরূপে তিনি মায়ার সহিত মিলিত হন। **তবে**—তাহাতে ; জীবের সহিত মায়ার মিলন হইতে। **মায়া হৈতে**—ঈশ্বরাধিষ্ঠিত মায়া হইতে। **মায়া হৈতে** ইত্যাদি—ক্ষুভিতগুণা মায়ার সহিত সূক্ষ্ম জীবের মিলন হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি সম্ভব হয়। "কালবৃত্ত্যা তু" ইত্যাদি (শ্রী, ৩।৫।২৬ ॥) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন "মায়াশক্তি-জীবশক্ত্যো র্মেলনেনৈব জগদুৎপত্তিসম্ভবাৎ ।—মায়া-শক্তি ও জীবশক্তির মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হয়।" জীবের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি। কাল, কর্ম্ম এবং মায়ার স্বভাবের সহায়তায় মায়াদ্বারা ঈশ্বর-শক্তি জীবের ভোগায়তন-দেহ এবং অদৃষ্টানুরূপ ভোগ্য বস্তু সকলের সৃষ্টি করেন ; কর্ম্ম বা জীবাদৃষ্ট দ্বারাই ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্য বস্তু নিরূপিত হয় ; জীব অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন-দেহকে আশ্রয় করিয়া অদৃষ্টানুরূপ ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে। এইরূপে দেখা গেল, ভোক্তা জীব এবং তাহার ভোগ্য প্রাকৃত বস্তু—ইহা লইয়াই সৃষ্টি। জীবের সহিত মায়ার মিলন না হইলে জীবাদৃষ্টের অনুকূল সৃষ্টিও সম্ভব হইত না। তাই বলা হইয়াছে—জীব ও মায়ার মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে।

কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, মায়া, জীব ও ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা কিরূপে—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হইল, তাহা ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

অণ্ডাকার-জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। **ব্রহ্মাণ্ডের গণ**—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৫৯। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এক-স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যস্য পুরুষস্য অম্ভসি স্বরোমকূপব্রহ্মাণ্ডান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ।—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ স্বীয়রোমকূপস্থ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক একরূপে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজের সৃষ্ট জলে—ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ জলে—শয়ন করিয়া সমাধিরূপ নিদ্রা বিস্তার করিলেন।" কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ যে-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহাকেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ বা দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—এই শ্রুতিপ্রোক্ত স্বরূপই গর্ভোদশায়ী। ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা হইল পরিণাম-দায়িনী শক্তি ; পরে কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তিরও প্রয়োগ করা হইল ; তখন উক্ত উভয় শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ-তন্মাত্রা ও পঞ্চ-মহাভূতাদি প্রকৃতির পরিণাম-সমূহ সম্মিলিত হইয়া অণ্ডাকার ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করিল ; উক্ত কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং এই শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপেই কারণার্ণবশায়ী এক স্বরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে (পরবর্ত্তী ৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

অগণ্য—গণনার অতীত। **অনন্ত**—অসীম। **অণ্ডসন্নিবেশ**—ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থান ; অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। **তত রূপে**—যত ব্রহ্মাণ্ড তত রূপে ; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক রূপে। **পুরুষ করে** ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন ; কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিলেন।

৬০। "না সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা ২।১৬।—যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে পারে না ; আর যাহা আছে, তাহারও কখনও অভাব হইতে পারে না।" এই নিয়মানুসারে—এই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, ইহারাও সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও এক ভাবে কোথাও ছিল ; আর মহাপ্রলয়ের পরেও কোনও এক

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬১

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে কোথাও থাকিবে। কিন্তু কোথায় কি ভাবে ছিল এবং থাকিবে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। মহাপ্রলয়ে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই ইহারা সূক্ষ্মরূপে বাহির হইয়া আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে স্থূলরূপ ধারণ করে; আবার মহাপ্রলয়ে প্রতিলোমক্রমে ইহাদের স্থূলরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ইহারা পুনরায় সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতেই লীন হইয়া থাকিবে। একটী রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বটীই বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে—গৃহের গবাক্ষপথে ত্রসরেণু সমূহ যেমন গমনাগমন করে, তদ্রূপ পুরুষের রোমকূপ-পথে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আসা-যাওয়া করিয়া থাকে—যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সৃষ্টি; আর যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন মহাপ্রলয়; পুরুষের শ্বাসত্যাগের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) বাহির হইয়া আসে; আর শ্বাস গ্রহণের সহিত (সূক্ষ্ম রূপে) ভিতরে প্রবেশ করে; সুতরাং যতক্ষণ পুরুষের শ্বাস ত্যাগ চলিতে থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে; আর যতক্ষণ শ্বাস-গ্রহণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ প্রলয়-কার্য্য চলিতে থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম শ্লোকে বলা হইয়াছে, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়; নিম্নোক্ত পয়ার-সমূহে তাহাও প্রমাণিত হইল।

পুরুষ নাসাতে ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের নাসিকা হইতে যখন শ্বাস বাহির হয়, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) বাহির হইয়া আসে। ইহাই সৃষ্টি। পুরুষের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ছিল, সুতরাং পুরুষই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় (মায়াভর্ত্তাজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গ), তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

৬১। পুনরায় শ্বাসগ্রহণের সময়ে নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে—ইহাই মহাপ্রলয়। প্রাকৃতপ্রলয়ে সস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কিমর্থং তত্রাহ লোকসিসৃক্ষয়া। তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। শ্রীভা, ১।৩।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব। ইহা হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃতপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন থাকে। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও ইহা জানা যায়। প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৬।৪।৩৮ ॥ আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই জগৎপ্রপঞ্চের সূক্ষ্ম বীজ আবির্ভূত হয়। ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভেও একথাই বলিয়াছেন। নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ॥ যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্। তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ॥ হৈমান্যণ্ডানি জাতানীত্যাদি। ৩৫॥—কারণার্ণবশায়ীর প্রত্যেক রোমকূপে সংসারের বীজস্বরূপ অপ্রপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল (সৃষ্টির প্রারম্ভে)।

পরবর্ত্তী যস্যৈকনিশ্বসিতকালমিত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সময় ব্যাপিয়া পুরুষের নিশ্বাস বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মাদিলোকপালগণ জীবিত বা প্রকট থাকেন; অর্থাৎ সেই সময়েই সৃষ্টির কার্য্য চলিতে থাকে। এনিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারে বলা হইয়াছে—যখন পুরুষের নাসায় শ্বাস বাহির হইতে থাকে, তখন নিশ্বাসের সহিত (পুরুষের দেহে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইতে থাকে; আবার যখন পুরুষ ভিতরের দিকে শ্বাস টানিতে থাকেন, তখনই প্রতিলোমক্রমে সমগ্র প্রাকৃতপ্রপঞ্চ সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে। একথাই ৬১ পয়ারে বলা হইয়াছে।

পৈশে—প্রবেশ করে।

পুরুষের নিশ্বাসের সময় পরবর্ত্তী ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬২। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের বিবরণ পরিস্ফুট করিতেছেন।

গবাক্ষ—গরুর চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাতায়ন বা জানালা। **রন্ধ্রে**—ছিদ্রে। **ত্রসরেণ**—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১১)—

ক্বাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যস্তবাবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি-সহচরত্বেন তদভিন্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুর্দর্শিতঃ। তত্র চ তমপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি। তত্তজ্জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি। শ্রীজীব ।৮॥

নন্বু ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্তমপীশ্বর এবেতি চেৎ তত্রাহ ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈ রেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব। ক্বচ তে মহিত্বম্। কথম্ভূতস্য? ঈদৃগ্ বিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি ত এব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব। অতোঽতিতুচ্ছত্বাৎ ত্বয়া অনুকম্প্যোঽহমিতি। স্বামী ।৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধূলিকণার মত সূক্ষ্ম বস্তু; ছয়টী পরমাণুতে একটী ত্রসরেণু হয়, ইহাই বৈশেষিক-দর্শনের মত। **লোমকূপে**—রোমের মূলস্থিত ছিদ্রপথে। **ব্রহ্মাণ্ডের জালে**—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ। ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে ধূলিকণা সমূহ যেমন অনায়াসে যাতায়াত করে, তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকূপ-পথেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করে। ইহা দ্বারা পুরুষের বিভুত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্লো ৮। অন্বয়। অথ (অনন্তর) লোমবিলজাঃ (মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে আবির্ভূত) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডনাথগণ) যস্য (যাঁহার—যে মহাবিষ্ণুর) একনিশ্বসিত-কালং (এক নিশ্বাস-পরিমিতকাল) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া—ব্যাপিয়া) ইহ (এই জগতে) জীবন্তি (জীবন ধারণ করেন—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন), সঃ (সেই) মহান্ বিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) যস্য (যাঁহার—যে গোবিন্দের) কলাবিশেষঃ (কলা-বিশেষ), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কাল মাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে স্ব-স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা-বিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।৮।

এই শ্লোকে **জগদণ্ডনাথাঃ**-শব্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে মহাবিষ্ণুর **লোমবিলজাঃ**—রোমকূপ হইতে আবির্ভূত। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মহাবিষ্ণুর অংশ-কলামাত্র। একটী নিশ্বাস ফেলিতে মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) যে সময় লাগে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জগতে প্রকট থাকেন, অর্থাৎ সেই সময় পর্য্যন্তই জগতে তাঁহাদের কাজ থাকে; ইহা হইতেই বুঝা যায়, মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসের সময় ব্যাপিয়াই জগতে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও বিষ্ণুর পালন-কার্য্য চলিতে থাকে; ইহার পরেই সৃষ্টি ও পালন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসকালে কেবল রুদ্ররূপী শিবের সংহার-কার্য্য চলিতে থাকে। ইহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারের মর্ম্ম সমর্থিত হইল। মহাবিষ্ণু শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ। পরবর্ত্তী ৬৩—৬৬ পয়ারের এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি।

শ্লো। ৯। অন্বয়। তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ [(তমঃ) প্রকৃতি,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(মহৎ) মহত্তত্ত্ব, (অহং) অহঙ্কার-তত্ত্ব, (খং) আকাশ, (চরঃ) বায়ু, (অগ্নিঃ) তেজ, (বাঃ) জল, (ভূঃ) পৃথিবী,—এই সমস্ত দ্বারা সংবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত] অহং (আমি) ক্ব (কোথায়) ? চ (আর) ঈদৃগ্‌বিধাগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (এবংবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ রূপ পরামাণু-সমূহের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট) তে (তোমার) মহিত্বং (মহিমা) ক্ব (কোথায়) ?

অনুবাদ। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই সকলদ্বারা সংবেষ্টিত যে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয়-পরিমাণে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর এই প্রকার অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ? ৯।

গোবৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতিশয্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী সেই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"কোথায় আমি, আর কোথায় তুমি ! হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সহিত আমার পার্থক্য প্রত্যেক বিষয়েই ধারণার অতীত। তোমার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা বলা যায় না। তাই প্রভু, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি গোবৎসাদি হরণ করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা তুমি ক্ষমা কর। তোমার কথা ত দূরে, তোমার অংশ যে মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, তাঁহার তুলনাতেই আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। (সঙ্কর্ষণবিশেষমহৎস্রষ্টৃপ্রথম-পুরুষত্বেন স্তৌতি ক্বাহমিতি। শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী)। আমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার মহিমার কণিকামাত্রও বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার গোবৎসাদিহরণে ধৃষ্টতা আমার জন্মিয়াছে। কিন্তু, প্রভু, তুমি তো অতি মহৎ, অতি কৃপালু ; নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য।" কিরূপে ব্রহ্মা অতি ক্ষুদ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ অতি বৃহৎ, তাহাও ব্রহ্মা খুলিয়া বলিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মার নিজের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইতেছেন। "আমি কত ক্ষুদ্র, তাহা বলি প্রভু। আমি হইলাম **তমোমহদহং.........সপ্তবিতস্তিকায়ঃ**—তমঃ (প্রকৃতি), মহৎ (মহত্তত্ত্ব), অহং (অহঙ্কারতত্ত্ব), খং (আকাশ-ব্যোম), চর (যাহা সর্ব্বত্র চরিয়া বেড়ায়—বায়ু, মরুৎ), অগ্নিঃ (তেজ), বাঃ (জল) এবং ভূঃ (ভূমি, ক্ষিতি)—(এসমস্তদ্বারা) সংবেষ্টিতঃ (সম্যকরূপে বেষ্টিত যে) অণ্ডঘটঃ (চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে ঘট, তাহাতে অবস্থিত আমি আমার নিজের হাতের) সপ্তবিতস্তিকায়ঃ (সাত বিঘত লম্বা কায় বা দেহবিশিষ্ট)।" সপ্ত-পাতাল ও সপ্ত-লোক (১।১।১০ শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)—এই চতুর্দ্দশ ভুবন লইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড ; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আছে প্রকৃতির আটটী আবরণ। **অষ্ট আবরণ** এই—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অব্যবহিত পরে ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে বেষ্টন করিয়া আছে উপাদানরূপা পৃথিবী বা ক্ষিতি (মাটীর সূক্ষ্মাবস্থা) ; ইহা হইল প্রথম আবরণ। এই প্রথম আবরণকে বেষ্টন করিয়া আছে দ্বিতীয় আবরণ—জলের উপাদান (সূক্ষ্ম জল) ; তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তৃতীয় আবরণ—অগ্নির উপাদান (সূক্ষ্ম তেজ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে চতুর্থ আবরণ—বায়ুর উপাদান (সূক্ষ্ম বায়ু), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে পঞ্চম আবরণ—আকাশের উপাদান (সূক্ষ্ম আকাশ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ষষ্ঠ আবরণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে সপ্তম আবরণ—মহত্তত্ত্ব এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে—সর্ব্বশেষ অষ্টম আবরণ—সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি। এই অষ্ট আবরণযুক্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে কত বড় একটা বিরাট বস্তু, তাহার ধারণাও আমরা করিতে পারি না। এই বিরাট বস্তুর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ; এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হইল আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। (এই ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্র বলার হেতু এই যে, দ্বারকার বিভুতাপ্রদর্শন-উপলক্ষে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটী মুখ এবং এত ছোট ব্রহ্মা আর কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নাই। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের কাহারও বা শতমুখ, কাহারও বা সহস্র মুখ, কাহারও বা অযুত, নিযুত, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক মুখ। (মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদে ৪৪—৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মতন ছোট ব্রহ্মাণ্ড আর

অংশের অংশ যেই—'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৬৩

তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ যখন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।] এস্থলে যাহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হইল, তাহাই আমাদের ধারণায় অতি বৃহৎ। যাহা হউক, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"এই ব্রহ্মাণ্ডটীকে একটী ঘটের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে আমি একটী বস্তু, যাহার পরিমাণ মাত্র সাড়ে তিন হাত। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়ও আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। অষ্টাবরণপরিবেষ্টিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি তো একটী পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাতে আবার এই ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কেন, অষ্টাবরণ-বেষ্টিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও—ঘটের ন্যায়ই ভঙ্গুর, সুতরাং আমিও ভঙ্গুর—অল্পকালস্থায়ী। প্রভু, আমি যে পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কেবল তাহাই নহে, আমার অস্তিত্বও অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী; একটী নিঃশ্বাস ফেলিতে তোমার অংশ কারণার্ণবশায়ীর যে সময়টুকুর দরকার হয়, আমার আয়ুষ্কালমাত্র সেই সময়টুকু। (যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্র, সঃ ৫।৪৮॥)। প্রভু, আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহাতো বলিলাম; এক্ষণে, তুমি যে কত বৃহৎ, তাহা বলি শুন। যে একটী ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি সামান্য পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, **ঈদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ড···রোমবিবরঃ**—ঈদৃগ্ বিধানি (সেইরূপ) অবিগণিতানি (অসংখ্য) অণ্ডানি (অণ্ডসমূহ) রূপ পরাণুচর্য্যা (পরমাণুসমূহের চর্য্যা বা পরিভ্রমণের—যাতায়াতের পথস্বরূপ (বাতাধ্বানঃ (গবাক্ষ—গবাক্ষই হইয়াছে) রোমবিবরাণি (রোমকূপসমূহ) যস্য (যাঁহার)। গবাক্ষ পথে ক্ষুদ্র ধূলিকণা যে ভাবে অনায়াসে যাতায়াত করে, যাঁহার রোমকূপ দিয়াও তেমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ, সেই) তুমি যে কত বৃহৎ, তাহাতো আমি মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারিনা প্রভু। আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমার সাড়ে তিন হাত দেহের তুলনায় অনন্তগুণে বড়; আবার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অন্যান্য প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই অনেক গুণে বড়; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রোমকূপ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তাঁহার প্রতিটী রোমকূপ যে আমা অপেক্ষা, এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও—কত গুণে বড়, তাহা কে নির্ণয় করিবে। আর এরূপ অনন্ত রোমকূপ যাঁহার শরীরে, তাঁহার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা আমি ধারণা করিতেও পারিনা। আর তিনি যাঁর অংশাংশেরও অংশ, সেই তুমি যে আমা অপেক্ষা কত বৃহৎ, আর আমি যে তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা নির্ণয় করা তো দূরের কথা, তাহা মনে করিতে গেলেও যেন আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। এই তো গেল আয়তনের কথা। আরও একটী কথা আছে। তোমার অংশাংশেরও অংশ যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার একটী নিশ্বাসের সমান আমার পরমায়ুঃ; এরূপ নিশ্বাস তাঁর অনন্ত। তিনি আবার নিত্য, তাঁর অংশী তুমিও নিত্য, অনাদি, অনন্ত। সুতরাং স্থায়িত্বের দিক দিয়াও যে আমি তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র, তাহা কে-ই বা নির্ণয় করিবে? তাই বলিতেছি প্রভু, **ক্ক অহং**—কোথায় বা এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, আর **ক্ক তে মহিত্বম্**—তোমার মহিমাই বা কোথায়!! এসমস্ত বিবেচনা করিয়া হে পরমকরুণ প্রভো, তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর।"

এই পয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২ পয়ারের প্রমাণ।

৬৩-৬৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম শ্লোকে মহাবিষ্ণুকে শ্রীগোবিন্দের (কৃষ্ণের) কলাবিশেষ বলা হইয়াছে; কলা কাহাকে বলে এবং মহাবিষ্ণু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কলা হইলেন, তাহাই বলিতেছেন—দুই পয়ারে।

কলা—অংশের অংশকে কলা বলে। **প্রতিমূর্ত্তি**—অভিন্ন-স্বরূপ। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-স্বরূপ। **তাঁর একস্বরূপ**—শ্রীবলরামের একস্বরূপ, বিলাসরূপ অংশ। **শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ**—পরব্যোমচতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ।

যাঁহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৬৫
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৬৬

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কে (২৯)
সাত্বততন্ত্রবচনম্—
বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্য্যামি সঙ্কর্ষণরূপং, দ্বিতীয়ং—চতুর্ম্মুখস্যান্তর্য্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্ব্বজীবান্তর্য্যামি অনিরুদ্ধরূপম্। বিদ্যাভূষণ ।১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁর অংশ পুরুষ ইত্যাদি—শ্রীবলরামের অংশ হইলেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ; এই সঙ্কর্ষণের অংশ হইলেন কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু; সুতরাং মহাবিষ্ণু হইলেন শ্রীবলরামের অংশের অংশ বা কলা। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অভিন্ন; সুতরাং মহাবিষ্ণু—বলরামের কলা হওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণেরও কলাবিশেষ হইলেন।

৬৫-৬৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ, তিনিই মহাবিষ্ণু। এক্ষণে তাঁহার আরও বিবরণ দেওয়া হইতেছে; তিনি প্রথমপুরুষ, সমস্ত অবতারের মূল, সর্ব্বকর্ত্তা, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাঁহারই অংশ। তিনি সর্ব্বব্যাপক ও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়।

মহাপুরুষ—পুরুষদিগের মধ্যে মহান্ বা শ্রেষ্ঠ; প্রথমপুরুষ। **অবতারী**—অবতার-কর্ত্তা; সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল। **সর্ব্বজিষ্ণু**—সর্ব্বকর্ত্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্য-বিষয়ে সমস্তই যিনি করেন। মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙনরাদয়ঃ॥—ইনি নানা অবতারের নিধান, ইনি অব্যয় উদ্‌গম-স্থান; ইঁহার অংশাংশদ্বারাই দেব-তির্য্যক-নরাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ১।৩।৫॥" **গর্ভোদ-ক্ষীরোদ** ইত্যাদি—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নামে যে দুই পুরুষ আছেন, সেই দুই পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ; বস্তুতঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই মহাবিষ্ণুর অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ দিতীয় পুরুষের অংশ—সুতরাং মহাবিষ্ণুর অংশাংশ; সংক্ষেপে এস্থলে উভয়কেই মহাবিষ্ণুর অংশ বলা হইয়াছে। মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের আদি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হইয়াছে। গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী; ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী; আর মহাবিষ্ণু প্রকৃতির বা সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই প্রদ্যুম্ন ও ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষই অনিরুদ্ধ। **বিষ্ণু**—সর্ব্বব্যাপক। **বিশ্বধাম**—বিশ্বের আশ্রয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব মহাবিষ্ণুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১।৫।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১।৫।৪৭ পয়ারের টীকায় কারণার্ণবশায়ীর, ১।৫।৫৯ এবং ১।৫।৮৫ পয়ারের টীকায় গর্ভোদশায়ীর এবং ১।৫।৯৫ পয়ারের টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিষ্ণোঃ (মহাবিষ্ণুর) তু পুরুষাখ্যানি (পুরুষ-নামক) ত্রীণি (তিনটী) রূপাণি (রূপ) বিদুঃ (জানিবে)। অথঃ (তাঁহাদের মধ্যে) একম্ (একরূপ) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বের) স্রষ্টৃ (সৃষ্টিকর্ত্তা), দ্বিতীয়ং (দ্বিতীয় রূপ))তু অণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী) তৃতীয়ং (তৃতীয়রূপ) সর্ব্বভূতস্থং (ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী) তানি (সেই সমস্ত রূপকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমুচ্যতে (মুক্ত হওয়া যায়)।

অনুবাদ। মহাবিষ্ণুর পুরুষ-নামক তিনটী রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথমরূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা (প্রকৃতির অন্তর্য্যামী); দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী; এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী। এই তিনটী রূপকে জানিতে পারিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়। ১০।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী ॥ ৬৭

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১১

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥ ৬৮
সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত অংশের কহি 'অবতার' নাম ॥ ৬৯
আদ্য অবতার—মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারবীজ সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে "অবতারী" বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। যদিও মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অংশী; অংশী বলিয়া তাঁহাকে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী বলা হয়। ১।৫।৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তারে—মহাবিষ্ণুকে। **অবতারী**—অংশী; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপতঃ মূল অবতারী; তথাপি শ্রীকৃষ্ণেরই এক-স্বরূপ (তাঁহারই কলাবিশেষ)-মহাবিষ্ণু হইতেই মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের আবির্ভাব হওয়াতে মহাবিষ্ণু হইলেন মৎস্য-কূর্ম্মাদির অংশী এবং তাঁহারা হইলেন মহাবিষ্ণুর অংশ; অংশী-হিসাবেই মহাবিষ্ণুকে মৎস্য-কূর্ম্মাদির অবতারী বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, সুতরাং মূল অবতারী এবং মহাবিষ্ণু আদি যে তাঁহারই অংশ-কলা, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে ১৩শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে সর্ব্বজিষ্ণু—সর্ব্বকর্ত্তা বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; তিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ অবতারকে অবতীর্ণ করাইয়া জগতের হিতসাধন করেন, তাই তাঁহাকে মহাজিষ্ণু বা সর্ব্বকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

নানা অবতার—লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি। **ভর্ত্তা**—পালনকর্ত্তা।

৬৯। পূর্ব্ব পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অবতার কাহাকে বলে? তাহাই বলিতেছেন। সৃষ্টি-কার্য্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই অংশকে অবতার বলে। স্বধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে "অবতরণ করেন" বলিয়া সেই অংশকে "অবতার" বলে।

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদির নিমিত্ত। **অবধান**—মনোযোগ, দৃষ্টি। সৃষ্টি-আদির উদ্দেশ্যে ভগবান্ যে অংশের প্রতি মনোযোগ বা দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যে অংশের প্রপঞ্চে অবতরণ তিনি ইচ্ছা করেন, সুতরাং ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতে যে অংশ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশকে অবতার বলে।

৭০। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষই ব্রহ্মাদি অবতারের অব্যবহিত কারণ বা অংশী; তথাপি মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং নানা অবতারের মূল বলা হইল কেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মাদির মূল দ্বিতীয় পুরুষ এবং দ্বিতীয় পুরুষের মূল মহাবিষ্ণু হওয়াতে ব্রহ্মাদিরও মূল মহাবিষ্ণুই হইলেন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে লব্ধ মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই ব্রহ্মাদি জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন বলিয়া মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা বলা যায়; এইরূপে তিনি ব্রহ্মাদি-অবতারের মূল হইলেন; আবার পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭ পয়ার অনুসারে তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারেরও মূল; তাই মহাবিষ্ণু হইলেন অবতার-সমূহের মূল অংশী; এজন্য তাঁহাকে অবতারী বা অবতার-সমূহের অংশী বলা হইয়াছে।

আদ্য-অবতার—ভগবান্ মহাবিষ্ণুই আদ্য (প্রথম) অবতার। সমস্ত অবতারের মূল অংশী বলিয়া

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৪২)—
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ। যস্য সহস্রশীর্ষে-ত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতি হি ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্ স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ। যচ্চোক্তং বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়মণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি ॥ যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষা-ণামবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ। মন আদীনি কার্য্যাণি। ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ। দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যম্। মনো মহত্তত্ত্বম্। দ্রব্যং মহাভূতানি। ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ। বিকারোঽহঙ্কারঃ। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ। বিরাট্ সমষ্টিশরীরম্। স্বরাট্ বৈরাজঃ। স্থাস্নু স্থাবরম্। চরিষ্ণু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরম্। স্বামী। ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাকে আদি বা মূল অবতার বলা হইল। অথবা, যদিও সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন নাই, তথাপি তিনিই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের মূল বলিয়া তাঁহাকে আদ্য-অবতার বলা হইয়াছে। **মহাপুরুষ**—৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য; মহাবিষ্ণু। **সর্ব্ব-অবতার বীজ**—সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল। **সর্ব্বাশ্রয়-ধাম**—সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয়; সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় দ্বিতীয় পুরুষ। মহাবিষ্ণু সেই দ্বিতীয়-পুরুষেরও আশ্রয়; তাই তিনি সর্ব্বাশ্রয়-ধাম।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। পরস্য ভূম্নঃ (স্বরূপ এবং শক্তিদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের) আদ্যঃ (আদি—প্রথম) অবতারঃ (অবতার—প্রাকৃত বৈভবে আবির্ভাব) পুরুষঃ (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ); কালঃ (কাল), স্বভাবঃ (স্বভাব), সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি), মনঃ (মহত্তত্ত্ব), দ্রব্যং (মহাভূত), বিকার (অহঙ্কার), গুণঃ (সত্ত্বাদি গুণ), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ), বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ সমষ্টিশরীর), স্বরাট্ (সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ), স্থাস্নু (স্থাবর), চরিষ্ণু (জঙ্গম) [বিভূতয়ঃ] (বিভূতি)।

অনুবাদ। স্বরূপে ও শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন (কারণার্ণবশায়ী) পুরুষ। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইন্দ্রিয়গণ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টিশরীর (বিরাট্), সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি (সেই ভগবানের বিভূতি)। ১২।

পরস্য ভূম্নঃ—স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্ব্বাতিশায়িণঃ (শ্রীজীব)। পর-অর্থ শ্রেষ্ঠ; স্বরূপে এবং শক্তিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই ভূম্নঃ—সর্ব্বব্যাপক ভগবানের। **আদ্যঃ অবতারঃ**—আদি বা প্রথম অবতার (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাবরূপ) হইতেছেন **পুরুষঃ**—প্রকৃতির প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের প্রথম অবতার; তিনি স্বেচ্ছাতেই প্রাকৃত-বৈভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীজীব)। তিনি সহস্রশীর্ষা (স্বামী)। তাঁহার বিভূতি কি কি তাহা বলিতেছেন—কাল, স্বভাব ইত্যাদি।

উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত কালাদি সমস্তই অবিশেষে অবতার হইলেও কাল, স্বভাব (প্রকৃতির স্বভাব) এবং প্রকৃতি—এই তিনটী শক্তিরূপ অবতার; মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, বিরাট্ বা সমষ্টিশরীর, স্বরাট্ বা সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গম—এই সমস্ত কার্য্যরূপ অবতার। শক্তিরূপ ও কার্য্যরূপ অবতার-সমূহের আদি কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলিয়া তিনিই আদ্য অবতার। পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কাল ও স্বভাবাদির তাৎপর্য্য ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

তত্রৈব (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদুক্তম্ অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্ অবতারকথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরত্বেনাবতারানণুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ জগৃহে ইতি পঞ্চভিঃ। মহদাদিভির্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভূতং সুনিষ্পন্নম্। একাদশেন্দ্রিয়াণি মঞ্চমহাভূতানি ইতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্ তৎ। যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতঃ তথাপি বিরাড়্জীবান্তর্যামিনো ভগবতো বিরাড়্রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। স্বামী।১৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে "অহং ভবো যজ্ঞ ইমে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী (২।৬।৪৩—৪৫) শ্লোক দৃষ্ট হয়। সকল গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না ; এবং এস্থলে এই শ্লোকগুলি অনাবশ্যক বলিয়াও মনে হয় ; তাই শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইল না। কারণার্ণবশায়ী যে প্রথম অবতার, আদ্য অবতার, একথা পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে এবং এই উক্তির অনুকূল প্রমাণের প্রয়োজন বলিয়াই "আদ্যোহবতারঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে ; কারণ, এই শ্লোকেই সেই প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তী (২।৬।৪৩—৪৫) শ্লোকত্রয়ে কালস্বভাবাদিব্যতীত অনেক বিভূতির কথা বলা হইয়াছে। যদি বিভূতির প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী শ্লোকও উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ভগবান্ (শ্রীভগবান্) আদৌ (আদিতে—সৃষ্টির আরম্ভে) লোকসিসৃক্ষয়া (লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে) মহদাদিভিঃ (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র-এসমস্ত দ্বারা) সম্ভূতং (সুনিষ্পন্ন) ষোড়শকলং (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শাংশবিশিষ্ট) পৌরুষং (পুরুষাখ্য) রূপং (রূপ) জগৃহে (প্রকট) করিলেন)।

অনুবাদ। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা সুনিষ্পন্ন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ-অংশবিশিষ্ট পুরুষাখ্য স্বরূপকে (কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে) প্রকট করিলেন। ১৩।

মহদাদিভিঃ—মহৎ-শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং আদি-শব্দে অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রকে (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দকে) বুঝাইতেছে। **ষোড়শ কলম্**—ষোলকলা (অংশ)-বিশিষ্ট ; একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)—এই ষোলটী অংশ। এই শ্লোকে বলা হইল, মহাবিষ্ণুর রূপ অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন ; এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত তাঁহার অংশ। বাস্তবিক ভগবান্ মহাবিষ্ণুর রূপ ঈদৃশ নহে ; তথাপি যাঁহারা বিরাট্ জীবান্তর্যামী (সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) ভগবান্ মহাবিষ্ণুকে বিরাট্‌রূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্তই এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (শ্রীধরস্বামী)। এই বর্ণনায় সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডকে পুরুষের দেহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভনাম্নী টীকাতে বলিয়াছেন **মহদাদিভিঃ** সম্ভূতং রূপম্—মহত্তত্ত্বাদির সহিত মিলিত (সম্ভূত) রূপ। ভগবান্ যে রূপটী প্রকটিত করিলেন, তাহা মহদাদির সহিত মিলিত ছিল ; প্রাকৃত প্রলয়ে জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার যে রূপে লীন ছিল, সেই রূপ বা স্বরূপটীকে সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি প্রকটিত করিলেন। প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কি উদ্দেশ্যে এই রূপটী প্রকটিত করিলেন ? **লোকসিসৃক্ষয়া**—লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অনন্তকোটি জীবময় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে লীন ছিল ; সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাদিকে স্থূলরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত। তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। যে রূপটী তিনি প্রকটিত করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগত আধার ॥ ৭১
প্রকৃতিসহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৯)—
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১৪
এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়—
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ষোড়শকলং—ষোলকলায় পূর্ণ। সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যখন এই পুরুষের আবির্ভাব, তখন সৃষ্টির উপযোগিনী সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ করিয়াই তাঁহাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। যিনি এই রূপটী প্রকটিত করিলেন, তিনি ভগবান্ (পরব্যোমাধিপতি) ; আর যে স্বরূপটী প্রকটিত হইলেন, তিনি হইলেন কারণার্ণবশায়ী এবং যাহা যাহা সৃষ্ট হইবে, তাহা তাহার আশ্রয় বলিয়া তিনি তৎসমস্তের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তদেবং যস্তদ্রূপং জগৃহে, স ভগবান্। যত্তু তেন গৃহীতং তত্তু স্বসৃজ্যানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতম্। কারণার্ণবশায়ীই প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী।

এই শ্লোকে "ভগবান্"-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সৃষ্টিকার্য্যের প্রারম্ভে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত ভগবৎ-স্বরূপ যে মহাবিষ্ণু, সুতরাং মহাবিষ্ণুই যে প্রথম অবতার, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১-৭২। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২-৬৬ পয়ারে বলা হইয়াছে—মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার; আবার ৫৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক এক স্বরূপে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড হইল তাঁহার আশ্রয় বা আধার, আর তিনি হইলেন ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রিত বা আধেয়। এইরূপে প্রকৃতির (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের) আশ্রয় বা আধারও হইলেন মহাবিষ্ণু এবং আশ্রিত বা আধেয়ও হইলেন মহাবিষ্ণু। প্রকৃতির সহিত তাঁহার এই উভয় রকমের সম্বন্ধই আছে; সুতরাং প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ হওয়াই সম্ভব; কারণ, স্পর্শ না হইলে আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন—প্রাকৃত বস্তুতে স্পর্শ ব্যতীত আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি ও মহাবিষ্ণুর পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত স্পর্শ হয় না।

তেহোঁ—মহাবিষ্ণু। **তাঁহাতে**—মহাবিষ্ণুর মধ্যে। **সংসার**—ব্রহ্মাণ্ড। **যদ্যপি** ইত্যাদি—যদিও মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। **অন্তরাত্মারূপে**—অন্তর্য্যামিরূপে (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া)। **তাঁর**—মহাবিষ্ণুর। **জগত-আধার**—অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার আধার বা আশ্রয়। কোন কোন গ্রন্থে "তাঁর" স্থলে "তিহোঁ" পাঠ আছে; এইরূপ পাঠে "জগত-আধার" শব্দের অর্থ হইবে—জগতই আধার যাঁর। তিহোঁ (মহাবিষ্ণু) জগত-আধার (জগত আধার যাঁহার)—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর আধার। **উভয়-সম্বন্ধ**—আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত এই উভয় রকম সম্বন্ধ। **নহে স্পর্শ-গন্ধ**—স্পর্শের গন্ধও নাই, ক্ষীণ স্পর্শও নাই। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শগন্ধ নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭৩। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শ নাই, তাহা যেমন "এতদীশন-মীশস্য" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, তদ্রূপ "ময়া ততমিদং" ইত্যাদি (৯।৪-৫) শ্লোকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই এই স্পর্শশূন্যতা সম্ভব। ১।৪।৯। শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই মত—শ্রীমদ্ভাগবতের "এতদীশনমীশস্য" ইত্যাদি শ্লোকের ন্যায়। **গীতাতেহো**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও। গীতার উক্তরূপ শ্লোকগুলি এই:—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি

আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে ॥ ৭৪
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫
সেই ত পুরুষ যার 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬
এই ত নবম-শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৫

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥ ৭৮
ভিতরে প্রবেশি দেখে—সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯।৪-৫ ॥" পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। **অচিন্ত্য-শক্তি**—অচিন্ত্য (চিন্তাতীত) শক্তি যাঁহার, তিনি অচিন্ত্য-শক্তি। ঈশ্বর-তত্ত্ব সর্ব্বদাই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—ঈশ্বরের শক্তির মাহাত্ম্য যুক্তিতর্কাদিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যধৃত পুরাণবচন।" কোন কোন গ্রন্থে "অচিন্ত্যশক্তি"-স্থলে "অবিচিন্ত্য" পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ—চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কাদি দ্বারা নির্ণয়ের অযোগ্য।

৭৪-৭৫। গীতা-শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। এই দুই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

আমি ত জগতে বসি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমার আধার বা আশ্রয়। আবার **জগত আমাতে**—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডও আমাতে বাস করে, সুতরাং আমি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমার আধার-আধেয় সম্বন্ধ। তথাপি কিন্তু **না আমি জগতে** ইত্যাদি—আমিও জগতে বাস করি না, আমাতেও জগৎ বাস করে না, অর্থাৎ জগৎ আমার আধার হইলেও জগৎকে আমি স্পর্শ করি না এবং জগতের আধার হইলেও আমাকে জগৎ স্পর্শ করিতে পারে না।"

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আধার-আধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে জগতের সঙ্গে আমার স্পর্শ হয় না, আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে।" **পরচার**—প্রচার।

৭৬। **সেইত পুরুষ**—যিনি আদ্য অবতার, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-আদির কর্ত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যাঁহার অংশ, যিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অংশী, এবং প্রকৃতির আধার এবং আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত যাঁহার স্পর্শ নাই, সেই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (যাঁহার অংশ, সেই শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিরাজিত)। **নিত্যানন্দ রাম**—শ্রীনিত্যানন্দ রূপ রাম বা বলরাম। "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি ৭ম শ্লোকের অর্থ এই পয়ারে শেষ হইল।

৭৭। **এইত**—৪৩-৭৬ পয়ারে। **নবম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি নবম শ্লোকের। **দশম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "যস্যাংশাংশঃ" ইত্যাদি দশম শ্লোকের।

শ্লো। ১৫। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের মর্ম্ম পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীর তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইনি মহাবিষ্ণুর অংশ।

৭৮। কারণার্ণবশায়ী-পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন। "প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্। ব্র সং। ৫।১৪। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—শ্রুতিঃ।

নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অৰ্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০
ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—পঞ্চাশতকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক-সম ॥ ৮১
জলে ভরি অৰ্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস।
আর অৰ্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২
তাহাঞি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩
অনন্তশয্যাতে তাহাঁ করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেইত পুরুষ—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। **সব অণ্ডে** ইত্যাদি—মহাবিষ্ণু বহুমূর্ত্তি (অর্থাৎ যত ব্রহ্মাণ্ড তত মূর্ত্তি) হইয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

৮০। নিজের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া সেই ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন। **স্বেদ**—ঘর্ম্ম। তিনি যে জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।২ শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—যস্য পুরুষস্য দ্বিতীয়েন ব্যূহেন ব্রহ্মাণ্ডং প্রবিশ্য অম্ভোসি গর্ভোদকে শয়ানস্য ইত্যাদি যোজ্যম্। —সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় ব্যূহ বা দ্বিতীয় স্বরূপ প্রতি সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন। ইহা হইতে পাওয়া গেল, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন; এজন্যই তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলা হয়। কিন্তু সে স্থানে তিনি জল পাইলেন কোথায়? উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য—এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্বসৃষ্টজলে তিনি শয়ন করিলেন।

৮১। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিচয় দিতেছেন। **আয়াম**—দৈর্ঘ্য। **বিস্তার**—প্রস্থ। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশকোটি যোজন; দৈর্ঘ্যও প্রস্থ দুইই সমান। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—"এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ** ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি। কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি কোটি॥ ২।২১। ৬৮-৬৯॥" ইহাতে বুঝা যায়, সকল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সমান নহে। আলোচ্য পয়ারে বোধ হয় আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলা হইয়াছে; কারণ, উদ্ধৃত পয়ার হইতে জানা যায়, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান বলা হইয়াছে।

৮২। ব্রহ্মাণ্ডের এক অর্দ্ধেক স্বীয় ঘর্ম্মজলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তিনি নিজের বাসস্থান করিলেন। আর এক অর্দ্ধেকে চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকাশিত করিলেন। ১।১।১০ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য। ৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **তাহাঞি**—সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্বেদজলেই। **বৈকুণ্ঠ নিজধাম**—পরব্যোমে প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই নিজ নিজ ধাম আছে; সেই ধামও চিন্ময়, সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং প্রত্যেক ধামের নামও বৈকুণ্ঠ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বেদজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-নামে তাঁহারও একটী ধাম আছে; তিনি এক্ষণে সেই স্বীয় ধামকেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্বেদজলে প্রকট (আবির্ভূত) করিলেন। এই ধাম বিভু বলিয়া যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই তিনি ইহাকে প্রকট করিতে পারেন (১।৩।২১ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য)। **শেষ**—অনন্তদেব। **শয়ন**—শয্যা, বিছানা। **শয়নজলে**—শয়ন (শয্যা)-রূপ জলে, অর্থাৎ জলের উপরে। শয্যার উপরে লোক যেরূপ শয়ন করে, অনন্তদেব তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ঘর্ম্মজলের উপরে সেই রূপ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

৮৪। **অনন্ত-শয্যাতে**—অনন্তদেবরূপ শয্যাতে; বিছানার উপরে লোক যেমন শয়ন করে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষও তেমনি অনন্তদেবের দেহের উপরে শয়ন করিলেন। "মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-পর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্। ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্ন-দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ত-তোয়ে॥ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শরীর-শয্যায় জলের মধ্যে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন; ঐ শেষ-নাগের ফণাশিরঃস্থ রত্ননিচয়ের প্রভায় ঐ জলরাশি আলোকিত

সহস্র নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥ ৮৫
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ৮৬
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ৮৭
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥ ৮৮
রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভা, ৩।৮।২৩॥" এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলের (উদকের) উপরে (ভাসমান অনন্ত-দেবের দেহরূপ শয্যায়) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ বলে।

৮৫। এক্ষণে গর্ভোদকশায়ী পুরুষের রূপ ও কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ। সহস্র অর্থ এস্থলে অসংখ্য। "পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ শ্রী, ১।৩।৪॥ অয়ং গর্ভোদকস্থঃ সহস্রশীর্ষানিরুদ্ধঃ এব॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪০॥ তিনি **সর্ব্ব-অবতার বীজ**—ব্রহ্মাদি গুণাবতার-সমূহের এবং যুগ-মন্বন্তরাবতারাদিরও মূল। এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ শ্রীভা, ১।৩।৫॥" **জগত-কারণ**—ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা; সেই ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গর্ভোদশায়ী জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা কারণ। ৭৮-৮৫ পয়ারে শ্লোকস্থ গর্ভোদশায়ীর বিবরণ বলা হইল।

৮৬। গর্ভোদশায়ীর নাভিদেশ হইতে একটী পদ্ম উত্থিত হইল; সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল। **তাঁর**—গর্ভোদশায়ীর। **নাভিপদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম; নাভির সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে পদ্মতুল্য বলা হইয়াছে। **জন্মসদ্ম**—জন্মস্থান; সেই পদ্মেই ব্রহ্মার উদ্ভব হইল; এজন্য ব্রহ্মার একটী নামও হইয়াছে পদ্মযোনি। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥—যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক জলে শয়ান পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে সমুদ্ভূত পদ্মে বিশ্বস্রষ্টাদের পতি ব্রহ্মার জন্ম হইল। শ্রীভা, ১।৩।২॥"

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "যন্নাভ্যব্জং লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুঃ" অংশের অর্থ করা হইল।

৮৭-৮৯। উক্ত পদ্মের নালে চতুর্দ্দশ ভুবনের উদ্ভব হইল; অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনই উক্ত পদ্মের নালসদৃশ হইল। ইহা শ্লোকস্থ "লোক-সংঘাতনালম্" শব্দের অর্থ। চৌদ্দভুবনের নাম ১।১।১০ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তেঁহো—সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ। তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগতের পালন করেন এবং রুদ্ররূপে জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা রজোগুণের, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের সহায়তায় স্বস্ব অধিকারের কার্য্য করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে গুণাবতার বলে। তাঁহারা গর্ভোদশায়ীরই অবতার; তাই তাঁহারাই সাক্ষাদ্‌ভাবে জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ হইলেও তাঁহাদের মূল গর্ভোদশায়ীকেই ৮৫ পয়ারে "জগত-কারণ" বলা হইয়াছে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥—এক পরম পুরুষই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া জগতের স্থিত্যাদি-বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়। শ্রীভা, ১।২।২৩॥"

ব্রহ্মা হৈয়া—ব্রহ্মা দুই রকমের; জীবকোটি ও ঈশ্বর-কোটি। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি।—যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। ৪।২৪।২৯॥" যে কল্পে এরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ব্রহ্মারূপে তিনিই গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করেন এবং গর্ভোদশায়ী তাঁহাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদ্বারাই জগতের সৃষ্টি করান। এইরূপ ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর, যেই কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদশায়ী পুরুষই স্বীয় এক অংশে ব্রহ্মা

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী জগত-কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট-কল্পন ॥ ৯০
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৯১
দশম-শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
একাদশ-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে। "ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥—কোন কোন মহাকল্পে উপাসনাপ্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন, কোনও কোনও কল্পে গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্মা হয়েন। ল, ভা, ২।২১। ধৃত পাদ্মবচন।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—ইঁহারা সত্ত্বাদিগুণের নিয়ামকরূপেই তত্তদ্‌গুণের পরিচালনা করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা নিয়ামকরূপে রজোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, রুদ্র নিয়ামকরূপে তমোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণকে পরিচালিত করেন; কিন্তু বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের পালন করেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ তো করেনই না, সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যেও যান না; "বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ। ল, ভা, ২।১২। বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য।" তাই বলা হইয়াছে—**গুণাতীত** বিষ্ণু ইত্যাদি। **স্পর্শ নাহি** ইত্যাদি—মায়ার (প্রকৃতির) গুণের (এস্থলে সত্ত্বের) সহিত বিষ্ণুর স্পর্শ নাই। "অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ।—যিনি প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হননা। ল, ভা, ২।১৮। **সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়** ইত্যাদি—গর্ভোদশায়ীর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। **স্থিতি**—পালন।

৯০-৯১। হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী—ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী, তাই তিনি "জগত-কারণ।" **যাঁর অংশ**—যে গর্ভোদশায়ীর অংশ পাতালাদি-চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ-ভুবন গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল হওয়াতে তাঁহার অংশই হইল। **বিরাট-কল্পন**—বিরাটরূপের কল্পনা। "যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ। কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥—পণ্ডিতগণ তাঁহার অবয়ব দ্বারা লোকসমূহের কল্পনা করেন। তাঁহার কটিদেশাদিদ্বারা অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদিদ্বারা উর্দ্ধ সপ্তলোক কল্পনা করা হয়। শ্রীভা, ২।৫।৩৬ ॥" কল্পিত বিরাটমূর্ত্তির পদযুগল ভূর্লোক, নাভি ভুবর্লোক, হৃদয় স্বর্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটী অতল, উরুদ্বয় বিতল, জানুদ্বয় সুতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুল্‌ফদ্বয় মহাতল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পাদতল পাতাল (শ্রী, ভা, ২।৫।৩৮-৪১)। ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হেন নারায়ণ**—এতাদৃশ গর্ভোদশায়ীপুরুষ বা দ্বিতীয় নারায়ণ। **সর্ব্ব অবতংশ**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জগতের কারণ, যাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন চতুর্দ্দশ ভুবনদ্বারা বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের (কারণার্ণবশায়ীর) অংশ, সেই শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পয়ারে যস্যাংশাংশঃ ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করা হইল।

৯২। একাদশ শ্লোকের—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ শ্লোকের, যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬।—অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে জীবান্তর্য্যামী পুরুষের তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ এবং পৃথিবীস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বা দুগ্ধাব্ধিশায়ী পুরুষ বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৮ পয়ারে ইঁহাকেই জগতের পালনকর্ত্তা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩
তাহাঁ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪
সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগত পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥৯৫
যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্মসংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ ৯৬
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭
তবে অবতরি করে জগত-পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর—নাহিক গণন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৩-৯৪। নারায়ণের—গর্ভোদশায়ী পুরুষের। **নাভিনাল**—নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল। **ধরণী**—চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত ভূর্লোক; পৃথিবী। **সপ্তসমুদ্র**—লবণসমুদ্র, ইক্ষু (ইক্ষুরস)-সমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র—এইই সপ্তসমুদ্রের নাম (ব্রহ্মবৈ পুঃ); দধিসমুদ্রের অপর নামই ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি।

গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নালে যে চৌদ্দভুবন আছে, তন্মধ্যে একটী ভুবনের নাম ভূর্লোক বা ধরণী, তাহাতে সাতটী সমুদ্র আছে, একটীর নাম ক্ষীরাব্ধি, সেই ক্ষীরাব্ধির মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে; সেই শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম। (তাঁহার নিত্যধাম পরব্যোমে; শ্বেতদ্বীপে তাহা প্রকটিত হইয়াছে)। **ক্ষীরোদধি**—ক্ষীর + উদধি (সমুদ্র), ক্ষীরসমুদ্র। "অত্র শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ জগৎ-পালননিমিত্তকনিবেদনার্থং ব্রহ্মাদয়স্তত্র মুহুর্গচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণুলোকতয়া প্রসিদ্ধেশ্চ। বৃহৎসহস্রনাম্নি ক্ষীরাব্ধিনিলয় ইতি তন্নামগণে পঠ্যতে। শ্বেতদীপপতেঃ ক্বচিদনিরুদ্ধতয়া খ্যাতিশ্চ তস্য সাক্ষাদেবাবির্ভাব ইত্যপেক্ষয়েতি ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫২॥" এই প্রমাণ হইতে জানাযায়, জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম ক্ষীরোদসমুদ্র; তিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, তিনি সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের অবতার। তাঁহাকে শ্বেতদ্বীপপতি বলাতেই বুঝা যাইতেছে, ক্ষীরোদসমুদ্র মধ্যে এই শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত।

৯৫। সকল জীবের ইত্যাদি শ্লোকস্থ "পরাত্মাখিলানং" শব্দের অর্থ; প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা। **জগত-পালক**—শ্লোকস্থ"পোষ্টা"-শব্দের অর্থ। **জগতের স্বামী**—শ্লোকস্থ "ক্ষৌণীভর্ত্তা"-শব্দের অর্থ।

ক্ষীরোদশায়ীই ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা; প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি এক এক রূপে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। "অগ্নির্যথা ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কাঠকোপনিষৎ ।২।২।৯॥" ইঁহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। কাঠক ।২।৩।১৭॥" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইনি প্রাদেশমাত্র। "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ শ্রীভা ২।২।৮॥" ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।

৯৬। যুগ-মন্বন্তরে—প্রতিযুগে ও প্রতি মন্বন্তরে। **ধর্ম্মসংস্থাপন**—অধর্ম্ম বা ব্যভিচারের প্রকোপে যে ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; অথবা যুগানুরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। **অধর্ম্ম-সংহার**—অধর্ম্মের বিনাশ; ধর্ম্মজগতে যে সমস্ত ব্যভিচার প্রবেশ করে,তাহাদের দূরীকরণ।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ জগতের পালনকর্ত্তা; যুগে যুগে বা মন্বন্তরে মন্বন্তরে অধর্ম্মের দূরীকরণ এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন করা তাঁহারই কার্য্য; তাই প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বন্তরে যুগাবতার ও মন্বন্তরা-বতাররূপে তিনি তাহা করিয়া থাকেন। ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যুগবতার ও মন্বন্তারবতারের অংশী।

৯৭-৯৮। কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন। দেবগণ তাঁহার দর্শন পান না; অসুরাদির উৎপীড়নে পৃথিবী যখন উৎপীড়িত হইয়া উঠে, তখন দেবগণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে যাইয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে জগতের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করেন; তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগতের দুর্দ্দশা মোচন করেন।

সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৯৯
সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী।
কাহাঁ আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১০০
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥ ১০১
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক-ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১০২
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণ-গান—অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ক্ষীরোদকতীরে—ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে। **অনন্তবৈভব**—অনন্ত মন্বন্তরাবতারাদি তাঁহারই বৈভব। "মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন। অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ॥ ২।২০।২৬৯॥" অথবা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য।

৯৯। শ্লোকার্দ্ধের প্রথমাংশের উপসংহার করিতেছেন। **সেই বিষ্ণু**—সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ। ইনি যাঁহার অংশের অংশের অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং তিনিই নবদ্বীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ।

১০০-১০২। শ্লোকস্থ "যৎকলা সোঽপ্যনন্তঃ"-অংশের অর্থ করিতেছেন। **শেষরূপে**—অনন্তদেবরূপে। অনন্তদেব ক্ষীরোদশায়ীর অংশ। "আস্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি। শ্রীভা ৫।২৫।১॥ ভগবানের এক কলা (অংশ) আছে, তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাহার নাম অনন্ত।" ইনি স্বীয়মস্তকে ধরণীকে (পৃথিবীকে) ধারণ করিয়া আছেন। **কাঁহা আছে** ইত্যাদি—অনন্তদেবের মস্তক এতই বিস্তীর্ণ যে, আর তাহার শক্তিও এতই অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা (মহী) মাথার কোন্ স্থানে পড়িয়া আছে, তাহাও তিনি টের পান না। **সহস্র বিস্তীর্ণ** ইত্যাদি—অনন্তদেবের সহস্র (অসংখ্য) ফণা; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত। **সূর্য্য জিনি** ইত্যাদি—ফণায় যে সমস্ত মণি আছে, সে সমস্তের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল যে, সূর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করে। **পঞ্চাশৎ কোটি** ইত্যাদি—পৃথিবী দৈর্ঘ্য-বিস্তারে পঞ্চাশ কোটি যোজন। এত বড় পৃথিবীটা অনন্ত দেবের ফণায় যেন একটা সর্ষপের মতনই অবস্থান করিতেছে। মানুষের হাতের তুলনায় একটা সর্ষপ যত ছোট, অনন্তদেবের এক একটা ফণার তুলনায় পৃথিবীও তত টুকু ছোট; আর একটা সর্ষপের ভার যেমন হাতে অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ এত বড় পৃথিবীটার ভারও অনন্তদেব অনুভব করিতে পারেন না—এত অধিক তাঁহার শক্তি। "যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরসঃ একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে॥ অনন্তমূর্ত্তি-ভগবানের সহস্র মস্তক মধ্যে এক মস্তকে ধৃত এই ক্ষিতিমণ্ডল এক সর্ষপতুল্য লক্ষিত হয়। শ্রীভা, ৫।২৫।২।" তাই এই পৃথিবী তাঁহার মস্তকের কোন্ স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। "ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু॥ শ্রীভা, ৫।১৭।২১॥"

১০৩। অনন্তদেব হইতেছেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত-অবতার; ঈশ্বরের সেবাই তাহার কার্য্য। **শেষ**—অংশ; "শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ। শ্রীভা, ১০।২।৮। তোষণী।" **ভক্ত-অবতার**—ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন যিনি।

ভগবানের শয্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতি; কিন্তু স্বরূপে তিনি সর্পাকার নহেন। শ্রীমদভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের ২৫শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তাঁহার দুই চরণ, একমস্তক এবং বলয়-শোভিত অনেক ভুজ আছে; সেই সমস্ত ভুজে নাগকন্যাগণ অনুরাগভরে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন; তাঁহার দেহ রজত-ধবল।৪।৫॥ অন্যত্র তাঁহার সহস্র বদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। "গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্—সহস্র বদন আদিদেব অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়া অদ্যাবধিও শেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভা,২।৭।৪১॥"

১০৪-১০৫। অনন্তদেব কিরূপে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহা বলিতেছেন ১০৪-১০৫ পয়ারে। তিনি সহস্র

ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১০৭
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা'।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥১০৮

এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১০৯
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি!
সেহো ত সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১০
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে॥১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বদনে কৃষ্ণের গুণ গান করেন; অনবরত কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীভা, ২।৭।৪১। শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন। **ভাগবত**—শ্রীভগবৎ-কথা। **ভাসে প্রেম সুখে**—প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন; ইহাতেই বুঝা যায়, অনন্তদেব ভক্ত; কারণ, ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ প্রেম-গদ্‌গদ্-কণ্ঠে ভগবৎ-কথা বর্ণন করিতে পারেন না।

১০৬-১০৭। অনন্তদেব যে কেবল মুখে ভগবৎ-কথা বর্ণনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন, তাহা নহে; ছত্র-পাদুকাদি সেবার উপকরণ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াও তিনি ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। "শয্যাসন-পরীধান-পাদুকাছত্রচামরৈঃ। কিং নাভূস্তস্য দেবস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিষু ॥—শয্যা, আসন, পরিধান, পাদুকা, ছত্র, চামর-প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের কি সেবাই না করেন; অর্থাৎ সমস্ত সেবাই করিয়া থাকেন। শ্রীভা, ১০।৩।৪৯। শ্লোকের তোষণী-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।"

ছত্র—ছাতি। **পাদুকা**—জুতা, খড়মাদি। **উপাধান**—বালিশ। **বসন**—কাপড়। **আরাম**—উপবন, বাগান। **আবাস**—গৃহাদি। **যজ্ঞসূত্র**—উপবীত। **সিংহাসন**—বসিবার আসন। **এত মূর্ত্তিভেদ**—ছত্র-চামরাদি বিভিন্ন বস্তুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের ছত্র-পাদুকাদি সমস্ত উপকরণই শ্রীঅনন্তদেবের অংশবিশেষ। **শেষতা**—শেষত্ব; উপকারিত্ব। "শেষত্বম্। উপকারিত্বম্। পারার্থ্যম্। পরোদ্দেশ্য-প্রবৃত্তিকত্বম্। যথা। শেষত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্ব্বেষ্বস্তীতি জৈমিনিঃ॥ ইত্যধিকরণমালায়াং মাধবাচার্য্যঃ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুম॥" ছত্র-পাদুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবা-কর্ত্তৃত্বই শেষতা। **শেষ নাম ধরে**—কৃষ্ণের শেষতা বা ছত্র-পাদুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের-প্রীতিবিধানার্থ সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনন্তদেবের নাম "শেষ" হইয়াছে।

১০৮। এক্ষণে শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন। এতাদৃশ অনন্ত যাঁহার এক কলামাত্র, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। **কে জানে তাঁর খেলা**—শ্রীনিত্যানন্দের লীলার মহিমা অনন্ত, কেহই ইহা সম্যক্ জানিতে পারে না।

১০৯। শ্রীঅনন্তদেবকে শ্রীনিত্যানন্দের কলা বলা হইয়াছে; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার-কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীনিত্যানন্দের কলা অনন্তদেবকেই শ্রীনিত্যানন্দ বলিলে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই খর্ব্ব হয়; কলাকে স্বয়ং বলিলে কলার মহিমাই ব্যক্ত হয়, স্বয়ংরূপের মহিমা ব্যক্ত হয় না। **নিত্যানন্দ-সীমা**—শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বের সীমা বা অবধি ভূমিকায় "শ্রীবলরাম-তত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য; শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যানন্দ একই তত্ত্ব।

১১০-১১১। যাঁহারা বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দ, এক ভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহাদের বাক্যও অন্ততঃ আংশিক সত্য হইতে পারে—ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থকার পুনরায় বলিতেছেন :—"যাঁহারা ঐরূপ বলেন,

কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১২
কেহ কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ১১৩
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১৫
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার লীলা করি সভারে দেখাই ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারাও ভক্ত; তাঁহাদের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা স্ফুরিত হয়, তাহাই তাঁহারা বলেন; সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি মায়িক দোষ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের বাক্যও সত্য। কিরূপে সত্য? তাহা বলিতেছি। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন অনন্তদেবের অবতারী বা অংশী; অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যেও অনন্তদেব আছেন; যাঁহারা বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তদেবই, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে শ্রীঅনন্তদেবকেই অনুভব করিয়াছেন; তাঁহাদের অনুভবানুযায়ী বাক্যই তাঁহারা বলিয়াছেন; সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে।" ১।২।৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "অথবা, অংশ ও অংশীতে—অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই; সেই হিসাবে অংশ অনন্তদেবে এবং অংশী শ্রীনিত্যানন্দেও ভেদ নাই; এই অভেদ-জ্ঞান-বশতঃই ঐ সমস্ত ভক্তগণ অংশ অনন্তদেবকেই অংশী-শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন; সুতরাং, ইহাও মিথ্যা নহে।"

সেহোত সম্ভবে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তদেবের অবতারী (বা অংশী) বলিয়া তাহাও সম্ভব। **অবতার অবতারী** ইত্যাদি—অবতারের সঙ্গে অবতারীর হইল অংশ-অংশীর সম্বন্ধ; অংশ ও অংশীতে অভেদ—ইহা সকলেই জানেন; সুতরাং অংশ অনন্তদেবে ও অংশী নিত্যানন্দেও অভেদ। **পূর্ব্বে যৈছে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারসময়েও) কেহ কেহ কৃষ্ণসম্বন্ধে নানারূপ বলিতেন; কেহ তাঁহাকে নর-নারায়ণ, কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী ইত্যাদি বলিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদির অবতারী বলিয়া অবতার-অবতারীর বা অংশ-অংশীর অভেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলেও নিতান্ত অসত্য কথা বলা হইবে না। তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্তদেব বলিলেও অসত্য কথা হইবে না।

১১২-১১৩। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কেহ কেহ কিরূপ মত পোষণ করিত, তাহা বলিতেছেন।

১১৪-১১৫। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উক্ত বিভিন্ন উক্তিই কিরূপে সত্য হয়, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্; অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই অংশ এবং তিনি সকলের আশ্রয়। তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেণ, তাঁহার বিগ্রহেই মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন; এবং তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাই প্রকাশিত করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণই বলিবেন; যিনি বামনের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি বামনই বলিবেন। তাঁহাদের কাহারও কথাই মিথ্যা নহে; কারণ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আছেন।" ১।২।৯৩। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাংশ-আশ্রয়—সমস্ত অংশের (সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের) আশ্রয়। (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্ব-অংশ**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপ অংশ। **যেই যেই রূপে** ইত্যাদি—নিজ নিজ ভাবানুসারে যে ভক্ত যে ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েন। **সেই তাহা কহে**—সে ভক্ত সেই ভগবৎ-স্বরূপের কথাই বলেন। **সত্য বচন সভার**—সকলের কথাই সত্য; কারণ, তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাই বলেন; আবার যাহা তাঁহারা দেখেন, তাহারও সত্য অস্তিত্ব আছে, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র নহে।

১১৬। পূর্ণতম ভগবানে যে সমস্ত-ভগবৎ-স্বরূপই অন্তর্ভূতরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বয়ংভগবান্, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাহার অন্তর্ভূত, তাই তিনি

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস'॥ ১১৭
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥১১৮
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসংবাহন॥ ১১৯
আপনাকে 'ভৃত্য' করি, কৃষ্ণ 'প্রভু' জানে।
'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে মানে॥১২০

তথাহি (ভাঃ ১০।১১।৪০)—
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ১৭

তথাহি তত্রৈব (১০।১৫।১৪)—
ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ। রুতৈঃ শব্দৈর্জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্। স্বামী। ১৭॥
আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। স্বামী। আদিশব্দাৎ বিজনাদীনি। তোষণী। ১৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও সময়ে বরাহদেবের, কোনও সময়ে নৃসিংহ-দেবের, কোনও সময়ে শ্রীশিবের, কোনও সময়ে ভগবতীর, কোনও সময়ে লক্ষ্মীর—ইত্যাদি রূপে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাই স্বীয় বিগ্রহ দ্বারা প্রকট করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। যদি তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা তিনি তাঁহার বিগ্রহ দ্বারা দেখাইতে পারিতেন না। ১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৭। **অনন্ত-প্রকাশ**—অনন্ত প্রকাশ (আবির্ভাব) যাঁহার। অনন্তদেব যাঁহার অংশরূপ আবির্ভাব, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ। **সেই ভাবে**—শ্রীঅনন্তদেবের ভাবে। **মুঞি**—আমি, শ্রীনিত্যানন্দ।

১১৮। গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ লীলা করেন; ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবরূপেও তিনি এই তিন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ লীলা করিয়াছেন। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরে, ব্রজলীলায়।

১১৯-১২০। শ্রীবলদেবরূপে গুর্ব্বাদি তিন ভাবে যে শ্রীনিত্যানন্দ-লীলা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

বৃষ হৈয়া—কম্বলাদিদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া বৃষ সাজিয়া এবং বৃষের ন্যায় শব্দ করিয়া ও তদ্রূপ মাথা নোওাইয়া। **মাথামাথি**—মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়ে কম্বলাদিদ্বারা স্বস্বদেহ আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতেন; তারপর বৃষের ন্যায় হাম্বারব করিয়া মাথা নোওাইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেন। ইঁহাতে সখ্যভাব ব্যক্ত হইতেছে। **পাদ-সংবাহন**—কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পাদসেবা করিতেন। এস্থলে শ্রীবলদেবের গুরুভাব ব্যক্ত হইল। **আপনাকে ভৃত্য** ইত্যাদি—কখনও বা শ্রীবলরাম নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু মনে করিতেন; কখনও শ্রীকৃষ্ণেরই পাদ-সেবাদি করিতেন। **কলার কলা**—অংশের অংশ। ইহাতে শ্রীবলদেবের ভৃত্যভাব ব্যক্ত হইতেছে। এই দুই পয়ারের উক্তির সমর্থক কয়টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। বৃষায়মাণৌ (বৃষবৎ আচরণকারী) নর্দ্দন্তৌ (বৃষবৎ-শব্দকারী) [রামকৃষ্ণৌ] (রামকৃষ্ণ) পরস্পরং যুযুধাতে (পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন)। রুতৈঃ (শব্দদ্বারা) জন্তূন্ (হংসময়ূরাদি জন্তুদিগকে) অনুকৃত্য (অনুকরণ করিয়া) প্রাকৃতৌ যথা (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) চেরতুঃ (বিচরণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষের ন্যায় আচরণ ও শব্দ করিতে করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
"বৃষ হৈয়া" ইত্যাদি ১১৯ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। ক্বচিৎ (কখনও) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণ) ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং (ক্রীড়াবশতঃ পরিশ্রান্ত) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (কোনও গোপের ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়নকারী) আর্য্যং (অগ্রজ শ্রীবলদেবকে) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসম্বাহনাদি দ্বারা) বিশ্রাময়তি (বিশ্রাম করাইয়া থাকেন)।

তত্রৈব (১০।১৩।২৭)—
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রয়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কেয়ং মায়া দেবানাং বা নরাণাং বা অসুরাণাং বা কুতো বা কস্মাৎ প্রযুক্তা তত্রান্যমায়া ন সম্ভবতি। যতো মমাপি মোহো বর্ত্ততেঽতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়েয়মস্তিতি। স্বামী।১৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীবলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও গোপ-বালকের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসম্বাহনাদিদ্বারা অগ্রজকে বিশ্রাম করাইতেন। ১৮।

গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ—গোপদিগের উৎসঙ্গই (অঙ্ক বা ক্রোড়) উপবর্হণ (উপাধান বা বালিশ) যাঁহার। বালিশে যেমন মাথা রাখিয়া শোওয়া হয়, তদ্রূপ যিনি গোপ-বালকের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছেন, সেই শ্রীবলদেব। **পাদসম্বাহনাদি**—পাদসেবা ও বীজনাদি ; কোমল-পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখা বা পুষ্পগুচ্ছাদি দ্বারাই সম্ভবতঃ বীজনের কাজ চলিত। ১১৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। ইয়ং (এই) [মায়া] (মায়া) কা (কে)? কুতঃ বা (কোথা হইতেই বা) আয়াতা (আসিল)? [কিং] (ইহা কি) দৈবী (দৈবী), নারী (মানুষী) বা উত (অথবা) আসুরী (আসুরী মায়া)? প্রায়ঃ (প্রায়শঃ—সম্ভবতঃ) মে (আমার) ভর্ত্তুঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণের) মায়া (মায়া) অস্তু (হইবে) ; [যতঃ] (যেহেতু) অন্যা (অন্য মায়া) মে অপি (আমারও) (বিমোহিনী মোহ-উৎপাদনকারিণী) ন [ভবেৎ] (হয় না)।

অনুবাদ। শ্রীবলদেব বলিলেন :—"ইহা কোন মায়া ? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল ? ইহা কি দৈবী মায়া ? না কি মানুষী মায়া ? না কি আসুরী মায়া ? বোধ হয় ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া ; কারণ, অন্য মায়া তো আমারও মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না।" ১৯।

দৈবী—কোনও দেবতাকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা মায়া। **নারী**—নর-সম্বন্ধিনী ; মানুষী ; কোনও মানুষকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা মায়া। **আসুরী**—কোনও অসুরকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা।

ব্রহ্মমোহন-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস এবং যত গোপবালক ছিলেন, ব্রহ্মা সকলকেই হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা-শক্তির সহায়তায় নিজেই অপহৃত বৎস এবং গোপবালকরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। সন্ধ্যা-সময়ে সকলে যখন ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ব্রজস্থ সকলে মনে করিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বের বৎসগুলিই এবং তাঁহাদের সন্তানগণই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে প্রকটিত—তাঁহাদের পূর্ব্ব বৎস এবং সন্তান নহে—তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এইভাবে বহুদিন গেল, কেহই প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না। অথচ পূর্ব্বে বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, এই সমস্ত বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীতিই সকলে দেখাইতে লাগিলেন ; ক্রমশঃ তাঁহাদের এই প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে হইতে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রকার প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতিও ঠিক তদ্রূপ প্রীতি হইয়া পড়িল, অথচ কেহই এই প্রীত্যাধিক্যের কথাও টের পাইলেন না। অনেক দিন পরে বৎসাদির প্রতি ব্রজবাসীদিগের এই বর্দ্ধিত প্রীতি শ্রীবলদেবের লক্ষ্যের বিষয় হইল ; তখন তাঁহার মনে একটি সন্দেহ জাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"ইহার হেতু কি ? বৎসাদির প্রতি এবং নিজেদের সন্তানদের প্রতি পূর্ব্বেও ব্রজবাসীদের খুব প্রীতি ছিল বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, বৎসাদির প্রতি প্রীতির সেইরূপ গাঢ়তা ছিল না ; এখন কেন এইরূপ হইল ? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের যেরূপ গাঢ় প্রীতি, এখন বৎসাদির প্রতিও সেইরূপ গাঢ় প্রীতি কিরূপে হইল ? কেবল তাঁদের নয়, আমারও তো দেখিতেছি সে-ই অবস্থা ; কৃষ্ণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতি আমারও তো দেখিতেছি তদ্রূপই গাঢ় প্রীতি ; ইহার হেতু কি ? ইহা কি কোনও মায়া ?

তত্রৈব (১০৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ক ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মৌল্যুত্তমৈর্মৌলিষুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ উত্তমৈর্মৌলিভিরিতি বা। উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থম্। যদ্বা উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্য তীর্থত্বনিমিত্তম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহেম। কথম্ভূতা বয়ম্। যস্য কলায়া অংশস্য কলা অংশাঃ। স্বামী।২০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু মায়া হইলে ইহা কোন্ মায়া? দৈবী, না আসুরী, না কোনও মানুষী মায়া? কিন্তু—না, দৈবী বা আসুরী বা মানুষী মায়া বলিয়া তো মনে হয় না? এরূপ কোনও মায়া তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না? ইহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া।

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে—শ্রীবলদেবাদি ভগবৎ-পরিকরগণ শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ বলিয়াই দৈবী, আসুরী বা মানুষী মায়া তাঁহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াই ভগবৎ-পরিকরদের মুগ্ধত্ব জন্মাইতে সমর্থা, অন্য কোনও রূপ মায়ার সেই সামর্থ্য নাই।

এই শ্লোকে শ্রীবলদেব নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু (ভর্ত্তা) বলিয়াছেন। ইহা ১২০ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২০। অন্বয়। যস্য (যে শ্রীকৃষ্ণের) কলায়াঃ (অংশের) কলা (অংশ) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) ভবঃ (শিব) অহম্ অপি (আমিও) শ্রীঃ চ (এবং লক্ষ্মী)—অখিললোকপালৈঃ (সমস্ত লোক-পালগণকর্ত্তৃক) মৌল্যুত্তমৈঃ (অলঙ্কৃত-মস্তকে) ধৃতং (ধৃত) উপাসিততীর্থতীর্থং (সর্ব্বলোক-সেবিত-তীর্থসমূহের তীর্থত্বপ্রতিপাদক) যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃ (পাদপদ্ম-রজঃ) চিরং (চিরকাল) উদ্বহেম (মস্তকে বহন করি), অস্য (সেই শ্রীকৃষ্ণের) নৃপাসনং (নৃপাসন) ক্ক (কোথায়)?

অনুবাদ। শ্রীবলদেব বলিতেছেন:—শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-রজঃ ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের সমলঙ্কৃত মস্তকে ধারণ করেন এবং তাহা সর্ব্বজন-সেবিত তীর্থাদিরও তীর্থত্ব-প্রতিপাদক; তাঁহার অংশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং আমিও, আর লক্ষ্মীও যে শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার নৃপাসন কোথায়? ২০।

শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাম্ব স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন কর্ণাদি-কুরুবীরগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছিলে, বৃষ্ণিবংশের সহিত কুরুবংশের কলহ-নিবারণের আশায় উগ্রসেন ও উদ্ধবাদি স্বজনগণকে লইয়া স্বয়ং শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া আপোষে সাম্বকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে বলদৃপ্ত দুর্য্যোধন নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—"আমাদের প্রসাদেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত আছেন, আমরাই তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজত্ব দিয়াছি, নতুবা তাঁহারা রাজাসন কোথায় পাইতেন; কি আশ্চর্য্য! আমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এক্ষণে নির্লজ্জের ন্যায় আমাদিগকেই আদেশ করিতেছেন?"

এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেব যাহা বলিলেন, তাহাই উদ্ধৃত "যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকের মর্ম্ম এই যে:—"দুর্য্যোধন! শ্রীকৃষ্ণের রাজাসন তোমাদেরই অনুগ্রহদত্ত বলিয়া তোমরা গর্ব্ব করিতেছ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজাসনের কি প্রয়োজন? রাজাসন তাঁহার মহিমাকে কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে? যাঁহার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করাতে ব্রহ্মাদি অখিল-লোকপালগণ লোকপালত্ব লাভ

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াছেন, নৃপাসনে তাঁহার আবার কি সম্মান বাড়াইবে? ক্ষুদ্র এক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশের অধিপতি হইয়া তোমার এত গর্ব্ব! অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন—ব্রহ্মা, শিব, আমি—এমন কি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহার অংশকলা এবং যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—নৃপাসন—সামান্য নৃপাসন—ক্ষুদ্র তোমার প্রসাদে আরও ক্ষুদ্রতর এক রাজ্য—তুমি যাহা তাহাকে দিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব কর, সেই সামান্য নৃপাসন—তাহার মহিমা আর কি-ই বা বাড়াইবে, দুর্য্যোধন?"

অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃ—অঙ্ঘ্রি (চরণ)-রূপ পঙ্কজের (পদ্মের) রজঃ (রেণু)। **মৌল্যুত্তমৈঃ**—মৌলী-(কীরিট, চূড়া) যুক্ত উত্তম (উত্তমাঙ্গ মস্তক) দ্বারা। **উপাসিততীর্থতীর্থম্**—লোকগণকর্ত্তৃক উপাসিত (সেবিত বা আরাধিত) তীর্থ-সমূহের তীর্থতুল্য (তীর্থত্বপ্রতিপ্রাদক); ইহা অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজের বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শেই তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব জন্মিয়াছে; যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শই নাই, তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। **উদ্বহেম**—উচ্চে—মস্তকে বহন করি।

এই শ্লোকে স্বয়ং বলদেবই বলিয়াছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদরজঃ মস্তকে বহন করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভু। আরও বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা। ১২০ পয়ারের প্রমাণ শ্লোক।

১২১। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সুতরাং সর্ব্বেশ্বর; অথচ ১১৮। ১১৯ পয়ারে বলা হইল, বলদেব কখনও শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া অভিমান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কখনও কখনও তাঁহার পাদসম্বাহনাদি করিয়া থাকেন; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বের হানি হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন এই পয়ারে:—স্বরূপতঃ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎপার্ষদ অন্য কেহ আছেন, সকলেই তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে। লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, কোনও পার্ষদ নিজকে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুরুজন বলিয়া অভিমান করুক, তাহা হইলে লীলাশক্তির প্রভাবে সেই পার্ষদের মনে, পার্ষদের অজ্ঞাতসারেই, তদ্রূপ অভিমান জাগ্রত হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই শ্রীবলদেব কোনও কোনও সময় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকৃত পাদ-সম্বাহনাদি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। শ্রীনন্দ-যশোদাদির মনে যে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃ-অভিমান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই; শ্রীকৃষ্ণের এবং নন্দযশোদার অজ্ঞাতসারেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলাশক্তি এইরূপ অভিমানাদি স্ফুরিত করান এবং রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বা নিয়ন্তা; আর সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার ভৃত্য, সুতরাং তাঁহাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার লীলারসাস্বাদনের সহায়ক। সুতরাং তিনি যাঁহার সহায়তায় যে রসটী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চিত্তে তদনুরূপ ভাব বা অভিমান তাঁহারই লীলাশক্তি স্ফুরিত করাইয়া দেন।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু। **নাচায়**—পরিচালিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লীলার অনুকূল ভাবে পরিচালিত করেন। **তৈছে করে নৃত্য**—সেইরূপেই পরিচালিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলার অনুকূলভাবে সকলেই পরিচালিত হয়, কারণ, ভৃত্য বলিয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

আর সব—অন্য সকলে। এস্থলে "অন্য সকল" বলিতে কাহাদিগকে কবিরাজগোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭-২০ পয়ারে এবং ১৭।১৮।১৯।২০ শ্লোকে শ্রীবলদেবচন্দ্রের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—এক শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর সকলে তাঁর ভৃত্য। শ্রীবলদেব ভগবৎ-স্বরূপও বটেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরও বটেন। শ্রীবলদেবচন্দ্রের উপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই এই পয়ারের "আর সব"-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাক্যের লক্ষ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কি বলা হইয়াছে, দেখা যাউক। ১২২ পয়ারে বলা হইয়াছে—"এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।" ১২১ পয়ারের সঙ্গে ১২২ পয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন "একলে ঈশ্বর," তেমনি (এই মত) "চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।" ১২১ পয়ারের "আর সব" এবং ১২২ পয়ারের "আর সব"-বাক্যের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন বা সমধর্ম্মবিশিষ্ট বা সমপর্য্যায়ভুক্ত বস্তুই হইবেন; নতুবা, "এই মত" বলিয়া যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা থাকে না। ১২২ পয়ারে "আর সব"-এর একটু পরিচয় দিয়াছেন—"পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।" এস্থলে "পারিষদ"-শব্দেই "আর সব" বাক্যের সাধারণ পরিচয় দিলেন—"আর সব" বলিতে পারিষদগণকেই বুঝায় তার পর বলিলেন—"কেহ বা কিঙ্কর"; তাৎপর্য্য এই যে, এই পারিষদগণের মধ্যে "কেহ বা কিঙ্কর" অর্থাৎ কাহারও কাহারও মনে "কিঙ্কর বা দাস" অভিমান; এবং এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, কাহারও কাহারও মনে "গুরু"-অভিমানও আছে (ঠিক যেমন ব্রজে শ্রীবলদেবের মনে কখনও গুরু-অভিমান, কখনও সখা-অভিমান, আবার কখনও বা দাস-অভিমান)। পরবর্ত্তী ১২৩ পয়ারে তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদি গুরুবর্গ, আর শ্রীবাসাদির মধ্যে কেহ লঘু (দাস), কেহ সম, কেহ আর্য্য (পূজনীয়)। তারপর, ১২৪ পয়ারে বলিলেন—"সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।" গুরুবর্গই হউন, কি দাসবর্গই হউন, কি সমান-সমান-অভিমানবিশিষ্টই হউন—সকলেই কিন্তু পারিষদ, যে হেতু সকলেই লীলার সহায়তা করেন। এক্ষণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল—১২১ পয়ারে "আর সব"-বাক্যে লীলার সহায়কারী পারিষদগণের কথাই বলা হইয়াছে। আর শ্রীনারায়ণাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়; সুতরাং "আর সব"-বাক্যে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পারিষদগণকেও বুঝাইতে পারে। বস্তুতঃ তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপ-রূপে ঐ সকল পারিষদগণের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির বা লীলাশক্তির ইঙ্গিতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-স্বয়ংরূপের পরিকরগণ তাঁহার লীলার সহায়তা করেন এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণও স্ব-স্ব-পরিকরের সহায়তায় স্ব-স্ব-স্বরূপানুরূপ লীলাদি নির্ব্বাহ করিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের আনুকূল্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার লীলাশক্তিই এ সমস্তকে "নাচাইতেছেন"। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশীর সেবা অংশের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, তাই অংশরূপে ইঁহাদের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলা যায়। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।"

যদি কেহ বলেন—"আর সব ভৃত্য"-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য। এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এই কয়টী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ১২২ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজগোস্বামী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কোনও স্থলেই মায়াবদ্ধ জীবের কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য প্রসঙ্গও মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নহে; প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সমীচীন বা বিচারসহ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ১২৪ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।" এই কয় পয়ারের প্রসঙ্গই হইতেছে—পার্ষদসম্বন্ধে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ—উভয় রকমের পার্ষদসম্বন্ধে। চতুর্থতঃ এবং মুখ্যতঃ বিচার্য্য এই যে—মায়াবদ্ধ জীবকে কেবল ভগবানই "নাচান না"—পরিচালিত করেন না। জীব তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া মায়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, মায়াই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মায়ার সহায়তায় নিজের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছে। এসমস্ত কর্ম্মের জন্য জীব নিজেই দায়ী। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" যদি ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই সমস্ত ব্যাপারে মায়াবদ্ধ জীব নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্বীয় কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী হইত না, কর্ম্মের ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। যাঁহার নিয়ন্তৃত্বে কর্ম্ম করা হয়, সেই ঈশ্বরই কর্ম্মফল ভোক্তা হইতেন। কিন্তু, তাহা হন না। জীবই স্বীয় কর্ম্মফলের ভোক্তা। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবসম্বন্ধে বলা যায় না—"যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে

এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১২২
গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু সম আর্য্য ॥ ১২৩
সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।
সভা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১২৫
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু 'গুরু' করি মানে, তেঁহো ত 'কিঙ্কর' ॥১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নৃত্য।" একমাত্র পারিষদগণসম্বন্ধেই একলা বলা চলে; কারণ, তাঁহারা স্বরূপশক্তির আশ্রিত, তাই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিদ্বারাই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইতে পারেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রিত জীবসম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই আলোচনা হইত বুঝা গেল—"আর সব ভৃত্য"-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হইলেও অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া কখনও কৃষ্ণদাসত্ব করে নাই, মায়ার দাসত্বই করিতেছে। মায়াই মায়াবদ্ধ জীবদের মধ্যে "যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।" তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ "যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে নৃত্য" করে না।

১২২-১২৩। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণই শ্রীনিত্যানন্দাদি গৌরপরিকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবাদির যে সম্বন্ধ, নবদ্বীপ-লীলায়ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দাদির সেইরূপ সম্বন্ধ; অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, স্বয়ং ভগবান্; আর শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই তাঁহার পার্ষদ ভক্ত; এই পার্ষদগণের মধ্যে লীলারস-পুষ্টির অনুরোধে—কাহারও মনে অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কিঙ্কর; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার গুরুজন, কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার সমান।

পারিষদ—পার্ষদ, যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকেন। **কিঙ্কর**—ভৃত্য। **গুরুবর্গ** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ; লীলানুরোধে প্রভু তাঁহাদিগকে নিজের গুরুব্যক্তি বলিয়া অভিমান করেন; তখন তাঁহাদেরও তদনুরূপ অভিমান হয়। **শ্রীবাসাদি আর** ইত্যাদি—গুরুবর্গ ব্যতীত শ্রীবাস প্রভৃতি অন্য যে সমস্ত পার্ষদ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ লঘু (কনিষ্ঠ, ভৃত্য), কেহ সম (প্রভুর সহিত কাহারও বা সমান সমান ভাব, সখ্যভাব), আবার কেহ বা আর্য্য (প্রভুর গুরুবর্গ)।

১২৪। লীলানুরোধে কেহ লঘু, কেহ সম এবং কেহ আর্য্য (গুরু) রূপে প্রতীত হইলেও সকলেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদ, সকলেই লীলার সহায়ক, সকলকে লইয়াই তিনি লীলারসাস্বাদনাদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। পার্ষদব্যতীত কোনও লীলা হয় না; তাই সমস্ত পার্ষদগণকে লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেই পার্ষদ যেই লীলার সহায়ক হওয়ার উপযোগী, তাঁহাদ্বারা সেই লীলারই আনুকূল্য করাইয়াছেন।

নিজকার্য্য—ব্রজের অপূর্ণ তিন-বাঞ্ছাপূরণরূপ অন্তরঙ্গ-কার্য্য এবং নাম-প্রচারাদিরূপ বহিরঙ্গ-কার্য্য। স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দাদি পার্ষদগণ তাঁহার বাঞ্ছাত্রয়-পূরণরূপ অন্তরঙ্গ-লীলার সহায়তা করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসাদি পার্ষদগণ মুখ্যতঃ নাম-প্রেম-প্রচারাদি লীলার আনুকূল্য করিয়াছেন।

১২৫। পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজনই প্রধান; কারণ, এই দুইজনই প্রভুর দুই অঙ্গ-স্বরূপ; এই দুইজনকে লইয়াই প্রভুর যত কিছু রঙ্গরহস্য, যত কিছু লীলা; তাঁহারাই তাঁহার লীলার মূল সহায়। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই বিষয় আরও বিবৃত করিতেছেন।

১২৬। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব; ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ; সুতরাং স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার প্রভু; তথাপি লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে গুরুরূপে মান্য করেন; আচার্য্য কিন্তু নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়াই অভিমান করেন। প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্য্যাদা

আচার্য্যগোসাঞিির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন। ১২৭
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১২৮
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিতে চাহেন, তিনি ভৃত্যরূপে তাঁহার সেবাদি করিতে চাহেন, গুরুর মর্য্যাদা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না; এজন্য উভয়ের যে প্রেম-কোন্দল উপস্থিত হয়, তাহা এক আস্বাদনীয় রঙ্গ-বিশেষ। লৌকিক-লীলায় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং প্রভুর খুড়া-গুরু; এই সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্য্যাদা দিতে চাহেন; কিন্তু আচার্য্য তাহা মানিতে চাহেন না; তিনি মনে করেন, প্রভু স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার আবার গুরুই বা কি, খুড়া-গুরুই বা কি? তিনিই সকলের গুরু, আর সকলেই তাঁর ভৃত্য।

১২৭। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের কথা উঠিতেই জগদ্বাসী জীবের প্রতি তাঁহার করুণার কথা এবং তাঁহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বশ্যতার কথা চিত্তে স্ফুরিত হওয়ায় আনন্দাতিশয্যে কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—যিনি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণকে (শ্রীচৈতন্যরূপে) অবতীর্ণ করাইয়া জগৎকে উদ্ধার করিলেন, সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের তত্ত্বের কথা, তাঁহার মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কৃষ্ণ অবতারি—কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া। মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন; এই প্রার্থনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈতই গৌরলীলা-প্রকটনের এবং জীব-উদ্ধারের হেতু হইলেন। আবার পার্ষদরূপেও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন।

১২৮। শ্রীবলরাম কোনও লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে, আবার কোনও লীলায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশে শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন, শ্রীবলদেবও অংশে শ্রীলক্ষ্মণরূপে শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ হওয়াতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে কষ্টকর কার্য্য হইতে শ্রীরামকে নিবৃত্ত করিতে এবং সুখকর-কার্য্যেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত উপদেশাদি দিতে পারেন নাই; তাই অনেক সময় শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে; শ্রীলক্ষ্মণের স্বাতন্ত্র্য ছিলনা বলিয়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সকল সময়ে চেষ্টা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী দ্বাপর যুগে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র সেবার বেশী সুযোগ পাইলেন; জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট নিবারণের এবং সুখোৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনিচ্ছাদি সত্ত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতেন।

লীলাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন—সকল পরিকরেরই উদ্দেশ্য থাকে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত। অবশ্য লঘু-গুরু-আদি সম্বন্ধের অনুরূপভাবেই প্রত্যেক পরিকর-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

নিত্যানন্দ-স্বরূপ—শ্রীবলরাম, যিনি গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই **পূর্ব্বে**—ত্রেতাযুগে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-সময়ে। **লঘুভ্রাতা**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই।

১২৯। **রামের চরিত্র**—প্রকটে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা। **দুঃখের কারণ**—বনবাস, সীতাহরণ, সীতাবর্জ্জনাদি লীলা শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের হেতু। **স্বতন্ত্রলীলা**—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা তাঁহার কোনও কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; তাই শ্রীরাম যাহা ইচ্ছা, স্বেচ্ছানুসারে তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে রামচন্দ্রকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। শ্রীরামের দুঃখে লক্ষ্মণকেও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য ছিল না বলিয়া নীরবেই তাঁহাকে তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে।

নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৩১

রাম লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩০। **নিষেধ করিতে** ইত্যাদি—লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের ছোটভাই বলিয়া দুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেও মর্য্যাদাহানির ভয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিষেধ করিতে পারিতেন না। **মৌন করি** ইত্যাদি—তাই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। **মৌন**—নীরব।

রাম-অবতারে লক্ষ্মণের মনে রামচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরব-বুদ্ধি জাগরূক ছিল বলিয়াই দুঃখজনক কার্য্য হইতে রামচন্দ্রকে তিনি বিরত করিতে চেষ্টা করেন নাই; গৌরব-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের ভাবনা যাঁহাদের আছে, সেই সমস্ত ভক্তের ভাবই শ্রীলক্ষ্মণদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেব্যের প্রীতিবিধানই যাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র অনুসন্ধেয়, গৌর-অবতারে শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীদামোদর-পণ্ডিতে তাঁহাদের ভাব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দ ছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৃত্য মাত্র; অন্য উপায়ে প্রভুর সেবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তিনি একদিন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ডিঙ্গাইয়া যাইয়াও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা প্রভুর ক্লান্তির অপনোদন করিয়াছিলেন; সেবার নিমিত্ত প্রভুর অঙ্গলঙ্ঘনের অপরাধের ভাবনা তাঁহাকে সেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। দামোদর-পণ্ডিতও ছিলেন প্রভুর ভক্ত; এক সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর অল্পবয়স্ক একটী পুত্র সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে আসিত; প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; দামোদর যখন ভাবিলেন, ইহাতে প্রভুর কলঙ্ক রটিতে পারে, তখন তিনি বাক্যদণ্ডদ্বারা প্রভুকেও শাসন করিয়া উক্ত বালকের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন হইতে প্রভুকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন; একার্য্যে প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ডজনিত অপরাধের ভয়ে দামোদর বিচলিত হয়েন নাই। "প্রভুর সেবার নিমিত্ত যদি আমাকে এমন কোনও কাজ করিতে হয়, যাহাতে আমার মহাপাপ, কি মহা-অপরাধ হইতে পারে, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত; প্রভুর সেবার জন্য যদি আমাকে নরকে যাইতে হয়, অম্লানবদনে যাইব।"—এইভাবে নিজবিষয়ক সমস্ত ভাবনা-চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেব্য-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাতেই সেবকের কর্ত্তব্যের পরম-পর্য্যাপ্তি।

১৩১। **কৃষ্ণাবতারে** ইত্যাদি—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের ইচ্ছামত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন।

১৩২। রামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর লক্ষ্মণ হইলেন শ্রীবলরামের অংশ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন অংশ রাম তাঁহার অংশী শ্রীকৃষ্ণে এবং অংশ লক্ষ্মণ তাঁহার অংশী বলরামের বিগ্রহে মিলিত হইলেন। কারণ, পূর্ণভগবানের অবতারের নিয়মই এই যে, যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সমস্ত অংশ আসিয়া তখন তাঁহাতে মিলিত হয়েন।

রাম লক্ষ্মণ ইত্যাদি—রাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের (রামের) অংশ-বিশেষ। **অবতারকালে**—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সময়ে। **দোঁহে**—রাম ও লক্ষ্মণ। **দোঁহেতে**—কৃষ্ণে ও বলরামে।

১৩৩। **সেই অংশ**—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলদেবের যে অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশ। **জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান**—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলরামের যেই অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশেই কৃষ্ণ ও বলরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান অর্থাৎ সেই অংশেই (রামচন্দ্ররূপী) কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি (লক্ষ্মণ-রূপী) বলদেবের জ্যেষ্ঠ এবং সেই অংশেই (লক্ষ্মণরূপী) বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি (রামচন্দ্ররূপী) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। আবার অংশীরূপে যখন তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন (দ্বাপরে, ব্রজে), তখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলদেবের কনিষ্ঠ এবং বলদেবেরও অভিমান এই যে. তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। **অংশাংশিরূপে** ইত্যাদি—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৯)—
রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২১

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪
নিত্যানন্দ-মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি—মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ য এব স্বয়ং সমভবদবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ইতি। শ্রীজীব ॥২১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরামচন্দ্রের অংশী, তাহা শাস্ত্রেই বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যঃ (যেই) পরমঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কলানিয়মেন (শক্তি-সমূহের নিয়মনদ্বারা) রামাদিমূর্ত্তিষু (রামাদিমূর্ত্তিতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত থাকিয়া, প্রকটিত করিয়া) নানাবতারং (নানাবিধ অবতার) অকরোৎ (করিয়াছেন), কিন্তু [যঃ] (যিনি) স্বয়ং (নিজে) [অপি] (ও) সমভবৎ (অবতীর্ণ হইয়াছেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বারা রামাদিমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ২১।

এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি। **কলা**—শক্তি। **নিয়ম**—নিয়ন্ত্রণ। **কলানিয়মেন** ইত্যাদি—ভূমিকায় বলা হইয়াছে, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); শ্লোকস্থ **রামাদিমূর্ত্তি**-শব্দে এই অনন্ত ভগবৎস্বরূপই লক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন-স্বরূপে শক্তির বিভিন্নরূপ বিকাশ; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াই বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার বিভিন্ন-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার শক্তির নিয়মন বা কলা-নিয়ম। এই কলানিয়মের ফলেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব। আবার এইরূপ শক্তি-নিয়মনদ্বারাই প্রয়োজন হইলে রামাদি ভগবৎ-স্বরূপকে তিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও সময় সময় অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার স্বয়ংরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ; রামাদিস্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ; ইহাই শ্লোকস্থ স্বয়ং-শব্দের এবং কলা-শব্দের ধ্বনি। রামাদিতে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়াই রামাদি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রামাদির অংশী। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাংশিভেদ, যাঁহাতে ন্যূনশক্তির বিকাশ, তাঁহাকে বলে অংশ (১।২।৮২ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য)। এই রীতি অনুসারে—(লক্ষ্মণ যে বলরামের অংশ এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও) ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবের অংশ।

১৩৪। ব্রজে যেই কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলরামের কনিষ্ঠ এবং যেই বলরামের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য এবং সেই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং ব্রজলীলার সম্বন্ধানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ হওয়াতে গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। **নিত্যানন্দ পূর্ণ করে** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করাই শ্রীনিত্যানন্দের কার্য্য। **কাম**—কামনা, ইচ্ছা।

১৩৫। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ববর্ণনার উপসংহার করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চঢ়াইল উর্দ্ধসীমা ॥ ১৩৬
বেদগুহ্য কথা এই—অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৩৮
অবধূতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস—হয় তার নাম ॥ ১৩৯
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০
মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চঢ়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং দুরধিগম্য; সমুদ্র যেমন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাঁহার মহিমাও কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না; একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সামান্যমাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলাম। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি।

সিন্ধু—সমুদ্র। **অনন্ত**—যাহার অন্ত বা সীমা নাই। **অপার**—যাহা পার হওয়া যায় না। **কণ**—মহিমা-সিন্ধুর এক কণিকা। **কৃপা তাঁহার**—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা।

১৩৬। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্নিত্যানন্দের এক অপূর্ব্ব কৃপার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। **তাঁর কৃপার**—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার। **অধমজীবেরে**—নিতান্ত অযোগ্য হীন জীবকে। নিজের সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর ইহা দৈন্যোক্তি। **চঢ়াইল**—উঠাইল। **উর্দ্ধসীমা**—উচ্চতার শেষ সীমায়; শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ এবং শ্রীমদনগোপালের কৃপাপ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই এস্থলে উর্দ্ধসীমা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১৩৭। **বেদগুহ্য**—কথিত আছে, কোনও দেবতার বা ভগবানের আদেশ বা বিশেষ কৃপার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; তাহা গোপনে রাখিতে হয়। এই জাতীয় গোপনীয় কথাকেই "বেদগুহ্য"-কথা বলে। বেদ বা শাস্ত্র যাহাকে গুহ্য বা গোপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে বেদগুহ্য বলে। কোনও কোনও গ্রন্থে "দেবগুহ্য" পাঠান্তর আছে; অর্থ—দেবতাদের কৃপাদিসম্বন্ধে গুহ্য বা গোপনীয় যাহা। **অযোগ্য কহিতে**—যাহা বলা উচিত নহে।

১৩৮। **উল্লাসের বশে**—আনন্দের আবেশে; কৃপালাভ-জনিত সৌভাগ্যাতিশয়ের উল্লাস। **প্রসাদ**—কৃপা। **অপরাধ**—গোপনীয় কথার প্রকাশজনিত অপরাধ।

১৩৯। এক্ষণে কৃপার কথা বলিতেছেন। **অবধূত গোসাঞির**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর। **ভৃত্য**—সেবক। **প্রেমধাম**—প্রেমের আধার; প্রেমবান্। **মীনকেতন রামদাস**—শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমবান্ সেবকের নাম রামদাস এবং তাঁহার উপাধি ছিল মীনকেতন।

১৪০। **আমার আলয়ে**—গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে। **অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন**—দিবারাত্রিব্যাপী অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীর্ত্তন। মীনকেতন-রামদাস এই সঙ্কীর্ত্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। **তেঁহো**—মীনকেতন-রামদাস।

১৪২। মীনকেতন-রামদাস যাইয়া অঙ্গনে বসিলেন; তাঁহার হাতে ছিল বংশী। মহাভাগবত জ্ঞানে সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে আসিলেন। তিনি কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, বাহ্যজ্ঞানহীন; ব্রজভাবের আবেশে তিনি হয়তো কাহাকে চাপড় মারিলেন, কাহাকেও বা বংশীদ্বারা আঘাত করিলেন; আবার হয়তো তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য কেহ নত হইলে তিনি তাঁহার পিঠে উঠিয়াই বসিলেন। তাঁহার ছিল সখ্যভাবের উপাসনা; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিলেন, তিনি যেন ব্রজের গোষ্ঠেই আছেন, আর নিকটবর্ত্তী সকলেই যেন তাঁহার সহচর রাখাল; তাই তিনি এসমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চড়-চাপড়াদিকেও সকলে কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন।

যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার—আর অঙ্গে কম্প ॥১৪৪
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫
গুণার্ণবমিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য ॥১৪৬
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস—॥১৪৭
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ ॥
বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগম ॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৩। মীনকেতন-রামদাসের যে নেত্রে (চক্ষুতে) অশ্রু দেখিতে যাহার (যে কোন দর্শকের) ইচ্ছা হয়, অমনি সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা বহিতে থাকে। অর্থাৎ তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনবরতই প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে; তাই দর্শকদের মধ্যে যখন যিনি যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সেই চক্ষুতেই তাহা দেখিতে পায়েন। **অবিচ্ছিন্ন**—অবিরাম গতিতে। **অশ্রু**—চোখের জল।

১৪৪। **পুলক-কদম্ব**—পুলক-সমূহ; গায়ের রোম-সমূহ খাড়া হইয়া গেলে তাহাকে পুলক বলে। **জাড্য**—জড়তা; স্তম্ভ। তাঁহার কোন অঙ্গে স্তম্ভ, কোনও অঙ্গে পুলক, কোনও অঙ্গে কম্প। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।

১৪৬। **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ। **আর্য্য**—সরল; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। **শ্রীমূর্ত্তি নিকট**—কবিরাজগোস্বামীর গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের নিকট। কথিত আছে, কবিরাজগোস্বামীর গৃহে শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা ছিল।

১৪৭। গুণার্ণবমিশ্র তন্ময় হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; মীনকেতন-রামদাস যে অঙ্গনে আসিয়া বসিয়াছেন, সমবেত সকলেই যে তাঁহাকে নমস্কারাদি করিতেছেন, গুণার্ণবের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিলনা; তাই তিনি বাহিরে আসিয়া মীনকেতনকে সম্ভাষাদি করিলেন না। অথবা সেবাকার্য্য ক্ষান্ত করিয়া মীনকেতনের সঙ্গে আলাপাদি করা তিনি হয়তো সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়াই সম্ভাষা করেন নাই। মীনকেতন-রামদাস তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল না বলিয়াই যে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তখন শ্রীবলরামের পার্ষদের ভাবে আবিষ্ট; সেই আবেশের বশে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারই সাক্ষাতে শ্রীবলদেবও উপস্থিত আছেন, তিনিও শ্রীবলদেবের সঙ্গেই আসিয়াছেন; যাঁহারা অভিবাদনাদি করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীবলদেবকেই অভিবাদনাদি করিতেছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন; তাই গুণার্ণবমিশ্র যখন সম্ভাষাদি করিলেন না, মীনকেতন মনে করিলেন—গুণার্ণব শ্রীবলদেবকেই উপেক্ষা করিলেন; ইহাতেই মীনকেতনের ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

১৪৮। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে, তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীবলদেব যখন নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলেন, তখন তত্রত্য ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন; পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ-সূতকে তাঁহারা ব্রহ্ম-আসনে বরণ করিয়াছিলেন; বলদেবকে দেখিয়া ঋষিগণের সকলেই প্রত্যুদ্‌গমন ও অভিনন্দনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রোমহর্ষণ-সূত বলদেবকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, প্রণামাদিও করিলেন না।

গুণার্ণবমিশ্র কোনওরূপ সম্ভাষাদি না করায় মীনকেতন-রামদাসের মনে রোমহর্ষণ-সূতের কথা উদিত হইল; তাই তিনি বলিলেন—"নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহর্ষণ-সূত প্রত্যুদ্‌গমনাদি করেন নাই; আর আজ দেখিতেছি, গুণার্ণবও শ্রীবলদেবকে সম্ভাষাদি করিতেছেনা।" একটু বিদ্রূপের ভাবেই বোধ হয় বলিলেন "গুণার্ণব বোধ হয় দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূতই হইবেন; নচেৎ শ্রীবলদেবের সম্ভাষাদি করিবেন না কেন?"

এতবলি নাচে গায়—করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ॥ ১৪৯
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ॥ ১৫০
চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস॥ ১৫১
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥ ১৫২
দুই ভাই একতনু—সমানপ্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥১৫৩
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সূত—সারথি; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূতের জন্ম। সূতজাতীয় লোকেরা সারথির কাজ করিত। পুরাণবক্তা শ্রীরোমহর্ষণ জাতিতে ছিলেন সূত; ইনি শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন।

প্রত্যুদ্গম—কোনও মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াকে প্রত্যুদ্গম বলে।

১৪৯। গুণার্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া মীনকেতন-রামদাস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূত বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও গুণার্ণব রুষ্ট হইলেন না। তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যেই নিরত ছিলেন।

করয়ে সন্তোষ—আনন্দ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকার্য্য—শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্য। **বিপ্র**—গুণার্ণব।

১৫০। উৎসবের পরে মীনকেতন-রামদাস কবিরাজগোস্বামীকে কৃপা করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসব-সময়ে কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার সহিত রামদাসের একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল।

উৎসবান্তে—অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তনের শেষে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **বাদ**—তর্ক; বাদানুবাদ।

১৫১। বাদানুবাদের হেতুর কথা বলিতেছেন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানিতেন না—মুখেই একটু মানিতেন। এজন্য মীনকেতন-রামদাসের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। **বিশ্বাস আভাস**—বিশ্বাসের আভাস মাত্র; মৌখিক বিশ্বাস মাত্র; যাহা দেখিতে বিশ্বাসের মত মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্বাস নহে।

১৫৩। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তিন পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসরূপ; সুতরাং উভয়েই অভিন্ন-কলেবর, উভয়েই ভগবৎ-স্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তি বিকশিত; শ্রীনিত্যানন্দে ও শ্রীচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই। এরূপ অবস্থায় যে, ভাই, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে মানিতেছ না, তাহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে; কারণ, তাতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে তোমার অপরাধ হইতেছে।"

দুই ভাই—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **একতনু**—অভিন্ন-কলেবর। **সমান প্রকাশ**—উভয়েই তুল্যরূপে ভগবৎস্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তির বিকাশ; কারণ, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসমূর্ত্তি।

১৫৪। **কুক্কুটী**—মুরগী। **অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়**—কোনও লোকের একটী কুক্কুটী ছিল; সে প্রচুর অণ্ড প্রসব করিত এবং তদ্দ্বারাই লোকটীর জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত; একদিন লোকটী মনে করিল—কুক্কুটীর পশ্চাদ্ভাগ হইতেই অণ্ড জন্মে। সম্মুখের ভাগ হইতে অণ্ড জন্মে না, অন্য কোনও উপকারও হয় না, বরং তাহা দ্বারা ক্ষতিই হয়; কারণ, সম্মুখভাগ দিয়াই কুক্কুটীটী আহার করে। সুতরাং সম্মুখভাগ যদি আমি কাটিয়া খাই, তাহা হইলে আমার খাওয়াও হইবে, কোনও অপকারও হইবে না। কারণ, পশ্চাদ্ভাগতো থাকিবেই, তদ্দ্বারা অণ্ডতো পাওয়া যাইবেই।" এইরূপ ভাবিয়া লোকটী কুক্কুটীটীকে কাটিয়া তাহার সম্মুখভাগ খাইয়া ফেলিল; ফল হইল এই যে, কুক্কুটীটী মরিয়া গেল, তাহা হইতে আর অণ্ড পাওয়া গেলনা। এই দৃষ্টান্ত হইতে পণ্ডিতগণ অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় বলিয়া একটা প্রমাদপূর্ণ যুক্তির

কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড ॥১৫৫
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ববনাশ ॥১৫৬
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামকরণ করিয়াছেন। একটী জীবন্ত কুক্কুটীর সমগ্র দেহটা থাকিলেই যেমন তাহা কাজের উপযোগী হইতে পারে, তাহার শরীরের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা মরিয়া যায় এবং কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া যায়; তদ্রূপ কোনও একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সে স্থানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় বলে; ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ "একতনু" বা অভিন্ন-কলেবর বলিয়া—উভয়ে মিলিয়া এক দেহ হয় বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন সেই এক দেহের অর্দ্ধেকের তুল্য; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সমগ্র দেহের অর্দ্ধেককে বাদ দেওয়া হয়, তাই তাহাতে অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় হয়। সারার্থ এই যে, শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীচৈতন্যের যে শক্তির বিকাশ, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সেই শক্তির বিকাশকেও মানা হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানের একাংশকে মানা হয় না; তাহাতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতার হানি হয়; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে না। কোনও মান্য ব্যক্তির একচরণে দণ্ডাঘাত করিয়া আর এক চরণে প্রণাম করিলেও যেমন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বলা যায় না, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিয়া কেবল শ্রীচৈতন্যকে মানিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল বলা যায় না।

১৫৫। **কিম্বা দুই** ইত্যাদি—অথবা, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যকেও মানা হইল না; সুতরাং তুমি উভয়কেই অমান্য করিলে; অথচ তুমি বলিতেছ যে, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে মান; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত নহে বলিয়া তোমার ভণ্ডামীই প্রকাশ পাইতেছে। ভণ্ডামি অত্যন্ত নিন্দনীয়; ভণ্ড অপেক্ষা পাষণ্ড বরং ভাল; কারণ, পাষণ্ডকে লোকে চিনিতে পারে, চিনিয়া সতর্ক হইতে পারে; কিন্তু ভণ্ডকে সহজে কেহ চিনিতে পারে না। তাই ভণ্ডদ্বারা লোকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই বলি ভাই, যদি নিত্যানন্দকে মানিতে না পার, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যকে মানিতেছ বলিয়াও আর প্রকাশ করিও না; দুইজনের একজনকেও মান না, ইহাই যেন বল। তাহা হইলে লোকে জানিবে—তুমি পাষণ্ড, লোক তোমা হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

পাষণ্ড—ভগবদ্‌বিদ্বেষী; যে ভগবান্‌কে মানেনা। **ভণ্ড**—যাহার ভিতরে একরকম, বাহিরে আর এক রকম ব্যবহার। উক্ত তিন পয়ার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি, তাঁহার ভ্রাতার প্রতি।

১৫৬। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি কবিরাজ-গোস্বামীর ভ্রাতার বিশ্বাস নাই দেখিয়া মীনকেতন-রামদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রোধে তিনি হাতের বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রোধ হইল প্রাকৃত রজোগুণের কার্য্য। মীনকেতন-রামদাসের ন্যায় ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে এই ক্রোধের উদয় সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ রামদাসের কৃপাই এস্থলে ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে। ভক্তের কৃপা যখন ক্রোধরূপেও প্রতীয়মান হয়, তখনও তাহা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। নারদ কুবের-তনয়দ্বয়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিলেন; তাহার ফলে তাহারা বৃক্ষরূপে পরিণত হইল; কিন্তু বৃক্ষরূপে—যমলার্জ্জুনরূপে তাহাদের জন্ম হইল ব্রজে; তাই প্রকট-লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল। ভক্তচূড়ামণি নারদের কৃপা শাপরূপে অভিব্যক্ত হইলেও কুবের-তনয়দ্বয়ের কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। **সর্ববনাশ**—কি সর্ব্বনাশ হইল তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। বোধ হয়, ব্যবহারিক বিষয়েই তাঁহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিবে; ভক্তের ক্রোধে (অর্থাৎ ক্রোধরূপী কৃপায়) কাহারও পারমার্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

১৫৭। **তাঁর সেবক-প্রভাব**—শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের (মীনকেতন-রামদাসের) প্রভাব, যাহা কবিরাজের ভ্রাতার সর্ব্বনাশ-সাধনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। **দয়ার স্বভাব**—করুণার প্রকৃতি, যাহা আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হয়।

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮
নৈহাটী-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম।
তাহাঁ স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥১৬০
'উঠ উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৬১
শ্যাম চিক্কণ কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর ॥ ১৬২
সুবলিত হস্ত পদ, কমলনয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩
সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৮। **ভর্ৎসিনু**—তিরস্কার করিয়াছিলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি আমার (গ্রন্থকারের) ভাইয়ের বিশ্বাস না থাকায় আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু কৃপা করিয়া সেই রাত্রিতে স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৫৯। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামট-পুর-গ্রামে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর বাড়ী ছিল; এই বাড়ীতেই অহোরাত্র-কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল এবং এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। **রাম**—বলরাম। শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরাম।

১৬১। **তাঁর রূপ দেখি** ইত্যাদি—শাস্ত্রাদিতে শ্রীবলরামের যে রূপের বর্ণনা আছে, স্বপ্নযোগে সেই রূপ না দেখিয়া, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের যে রূপ প্রসিদ্ধ, সেই রূপ না দেখিয়া অন্য রূপ দেখায় কবিরাজ-গোস্বামী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ার হইতে মনে হয়, কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ প্রকটরূপই দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বদৃষ্টরূপ আর নাই, অন্য এক রূপ তাঁহার সক্ষাতে দণ্ডায়মান। তাই তিনি চমৎকৃত হইলেন। পরে যে রূপ তিনি দেখিলেন, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

১৬২। **শ্যাম**—নূতন মেঘের মত বর্ণ। **চিক্কণ**—চক্‌চকে। **সাক্ষাৎ কন্দর্প**—কামদেবের ন্যায় সর্ব্বচিত্তহর রূপ। **মহামল্লবীর**—খুব বলিষ্ঠ বীরপুরুষ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণ রক্তাভ-পীত এবং শ্রীবলরামের বর্ণ শ্বেত। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে রক্তাভপীত বা শ্বেতবর্ণ না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ দেখিলেন; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু) যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ—অভিন্নরূপ—তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ) শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে দর্শন দিয়াছেন; স্বপ্নদৃষ্ট রূপ-ধারী মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছিলেন বলিয়া—শ্যামবর্ণ হইলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, নহেন তাহা কবিরাজ-গোস্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট রূপে শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া, গুরু ও কৃষ্ণ যে একই তত্ত্ব, তাহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু এই মতে আপত্তির কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ, শ্রীনিত্যানন্দ যে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না (ভূমিকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিশীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরুসম্বন্ধীয় অংশ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে গুরু ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব নহেন—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্ত-তত্ত্ব (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীগুরুর যোগে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় মাত্র, প্রিয়তম ভক্ত যে প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিবেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

১৬৩-৬৮। ১৬২-১৬৮ পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বপ্নদৃষ্ট রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত তাম্বূলচর্ব্বণ ॥ ১৬৬
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।
চারিপাশে বেঢ়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে সভে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল— চামর ঢুলায় ॥ ১৭০
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৭১
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—১৭২
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস! না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাহাঁ সর্ব্ব লভ্য হয় ॥' ১৭৩
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাথসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজ-গণ লঞা ॥ ১৭৪
মূর্চ্ছিত হইয়া মুই পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫
কি দেখিনু কি শুনিনু—করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুবলিত—সুষ্ঠুরূপে গঠিত। হস্ত ও পদ সুগোল এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বা সর্পদেহের ন্যায় মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া আসায় দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। **কমল-নয়ান**—পদ্মের দলের ন্যায় সুন্দর ও সুদীর্ঘ নয়ন (চক্ষু) যাঁহার। **শিরে**—মস্তকে (পাগড়ীর আকারে পট্টবস্ত্র জড়ান ছিল)। **স্বর্ণাঙ্গদ**—স্বর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গদ বা কেয়ূর; অঙ্গদ বাহুতে ধারণ করা হয়। **বালা**—স্বর্ণবলয়। **সুঠাম**—সুন্দর। **মদ**—হর্ষ। **মন্থর**—ধীর; **পয়াণ**—প্রয়াণ, গমন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত হর্ষযোগে পূর্ণতৃপ্তি বশতঃ প্রভুর গতি অত্যন্ত ধীর ছিল। **গজ**—হস্তী। **দাড়িম্ববীজসম**—দাড়িম্বের বীজের ন্যায় সরু, সুগঠন ও ঘনসন্নিবিষ্ট। **রাঙ্গাযষ্টি**—"রাঙ্গা"-স্থলে "অরুণ" পাঠান্তরও দেখা যায়। **চরণের ভৃঙ্গ**—সেবক, পার্ষদ। মধুলোভে ভৃঙ্গ (ভ্রমর) সকল যেমন পদ্মের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ চরণ-সেবার লোভে সেবকবৃন্দও প্রভুর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়। ভ্রমর সকল যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, সেবকবৃন্দও মৃদুমধুর শব্দে প্রভুর নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এইরূপই "ভৃঙ্গ" শব্দের ধ্বনি।

১৬৯-৭০। প্রভুর পার্ষদগণের বর্ণনা দিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই গোপবেশ; তাঁহাদের মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ, প্রেমের আবেশে কেহ শিঙ্গা বাজায়, কেহ বাঁশী বাজায়, কেহ নাচে, কেহ গান করে। সকলের আচরণই ব্রজের রাখাল-বালকদের আচরণের ন্যায়। সেবকদের কেহ প্রভুর মুখে তাম্বূল যোগাইতেছেন, কেহ বা চামর ব্যজন করিতেছেন।

১৭১-৭৩। **বৈভব**—মহিমা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের রূপ, গুণ, লীলা—তাঁহার অলৌকিক মহিমা—(স্বপ্নে) দর্শন করিয়া আমি (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী) আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—"ওহে কৃষ্ণদাস! তুমি ভীত হইওনা। বৃন্দাবনে যাও; সেখানে গেলেই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

১৭৪। **প্রেরিলা**—বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। **হাতসানি দিয়া**—হাতে ইসারা করিয়া। **অন্তর্ধান কৈলা**—অন্তর্হিত হইলেন; দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। **নিজগণ লঞা**—পার্ষদগণের সঙ্গে।

১৭৬। **স্বপ্নবৃত্তান্ত** বিচার করায় মনে হইল, বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্তই স্বপ্নযোগে প্রভু-শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে) আদেশ করিয়াছেন।

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥ ১৭৭
জয়জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম॥ ১৭৮
জয়জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥ ১৭৯
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥ ১৮০
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত॥ ১৮১
জয়জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ ১৮২
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ ১৮৩
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয়॥ ১৮৪
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে?॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৮-৮২। **নিত্যানন্দ রাম**—নিত্য-আনন্দস্বরূপ শ্রীবলরাম। **রূপসনাতনাশ্রয়**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-গোস্বামীর চরণাশ্রয়। **শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়**—এস্থলে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কথাই বলা হইতেছে কিনা বুঝা যায় না; কিন্তু শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে নীলাচলেই অবস্থান করিতেন; প্রভুর লীলান্তর্ধানের অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনিও লীলাসম্বরণ করেন, প্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী ব্যতীত প্রভুর অপর কোনও নীলাচলসঙ্গী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর আবির্ভাবে বা স্বপ্নযোগেই কবিরাজ-গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে কৃপা করিয়া স্বীয় চরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। **ভক্তির সিদ্ধান্ত**—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ। **ভক্তিরসপ্রান্ত**—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-আদি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-রসের সীমার বিবরণ। ১৭৮-১৮২ পয়ারে ১৭৩ পয়ারোক্ত "সর্ব্বলভ্য" শব্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১৮৩-১৮৫। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। **পুরীষ**—বিষ্ঠা। **লঘিষ্ঠ**—হীন, নীচ। **নির্ঘৃণ**—মন্দকার্য্যে বা হেয় কাজে ঘৃণা (বিতৃষ্ণা) নাই যাহার; কু-কর্ম্মরত। আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ ও হীনকর্ম্মরত লোককে কৃপা করিতে পারেন, এমন লোক পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত জগতে আর কেহ নাই। এসমস্ত কবিরাজ-গোস্বামীর দৈন্যোক্তি।

কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—বিষ্ঠার কৃমি হইতেও আমি অধম। ইহা তাঁহার কপট দৈন্য নহে; ভক্তির কৃপাতেই অকপট দৈন্য জন্মিতে পারে। যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী, তিনি নিজেকে তত ছোট মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ১।২৩।১৪॥" কবিরাজ-গোস্বামীর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ। মনুষ্য ব্যতীত অপর জীব কেবল স্বস্বকর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে তো পারেই না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনীয়, এই বুদ্ধিই তাহাদের নাই; বিচারবুদ্ধির পরিচালনাদ্বারা, বা শাস্ত্রাদির অনুশীলনদ্বারা, বা মহৎসঙ্গলাভের চেষ্টা দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয়। কিন্তু মানুষ ভজনোপযোগী দেহ এবং সেই দেহে হিতাহিতবিষয়ে বিচারবুদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার-দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্যব্যাপারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবর্দ্ধক কর্ম্মেই রত থাকে, তাহা হইলে তাহার আচরণ হইবে অমার্জ্জনীয়। এ বিষয়ে বস্তুতঃ বিষ্ঠার কৃমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকৃষ্ট। কারণ, কৃমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই, মানুষ পাইয়াছে—ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ১৮৭
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ১৮৮
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮৯
বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৯০
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাসবিলাস।
মন্মথমন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়তঃ, কৃমি নূতন কর্ম্ম করিয়া নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেনা, যেহেতু নূতন কর্ম্ম করার উপযোগিনী বুদ্ধি তার নাই। মানুষের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে মানুষ নূতন কর্ম্ম করিয়া অধঃপতিত হইতে পারে। কবিরাজগোস্বামীর উক্তির ধ্বনি এই যে—ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভজন করিতেছি না; সাধ্যসাধন-নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না; বরং সেই বুদ্ধিকে দেহের সুখানুসন্ধানেই নিয়োজিত করিতেছি। সুতরাং আমি বিষ্ঠার কৃমি হইতেও অধম।

১৮৬-৮৭। আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ লোককেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ কেন কৃপা করিলেন, তাহার হেতু এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ কৃপার অবতার—কৃপার প্রকট বিগ্রহ; দুঃস্থ জীবের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই কৃপার উৎকণ্ঠা; সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করার অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। তাহার উপরে আবার, কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিত্যানন্দ উন্মত্তপ্রায়—এই কারণেও পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই; তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছলিত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যাকে তাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে বলবতী। তাই, যাকেই তিনি সাক্ষাতে দেখেন, কৃপা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাকেই তিনি উদ্ধার করেন, কৃতার্থ করেন—এবিষয়ে ভালমন্দ—পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই। আমার (গ্রন্থকারের) ন্যায় পাপিষ্ঠকেও যে তিনি কৃপা করিয়াছেন—তাঁহার এইরূপ নির্ব্বিচারে কৃপাবিতরণের স্বভাবই তাহার একমাত্র হেতু।

১৮৮-৮৯। শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করাইয়া এবং শ্রীমদন-গোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ আমাকে উদ্ধার করিবার উপায় করিয়া দিলেন। **শ্রীমদন-গোপাল**—মদন-মোহন; শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। **শ্রীগোবিন্দ**—শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ॥

১৯০-৯১। শ্রীমদনগোপালের বর্ণনা দিতেছেন। **বৃন্দাবন-পুরন্দর**—শ্রীবৃন্দাবনের অধিপতি। **পুরন্দর**—ইন্দ্র। **রাসবিলাসী**—ব্রজতরুণীদের সঙ্গে রাসলীলায় বিলাস করেন যিনি। **সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—শ্রীমদনগোপাল-দেব সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিমারূপে বিরাজমান থাকিলেও তিনি প্রতিমা-মাত্র নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি রাসবিলাসী। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামীর অনুভূতির কথা, সুতরাং তর্কের অগোচর। বস্তুতঃ উপাসকের ঐকান্তিকী সেবার প্রভাবেই প্রতিমাদিতে উপাস্য-স্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; এইরূপে প্রতিমাদিতে উপাস্য-ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান হইলে ঐকান্তিক ভক্ত প্রতিমাকে আর প্রতিমাদি বলিয়া মনে করেন না, সাক্ষাৎ উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন, তদ্রূপই তখন তাঁহার অনুভূতিও হয়। তাই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, "পরমোপাসকগণ প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন—পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ২৮৬।" বস্তুতঃ সাধক মাত্রেরই উপাস্য-স্বরূপের প্রতিমাকে প্রতিমা মাত্র মনে না করিয়া স্বয়ং উপাস্য-স্বরূপ বলিয়া মনে করা উচিত, নচেৎ ভক্তির পুষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তাই এসম্বন্ধে ভক্তিসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হি সূচিতম্। ২৮৬।" **শ্রীরাধা-ললিতা** ইত্যাদি—

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বতোঽপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। সাক্ষান্মন্মথাঃ নানাচতুর্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ "চক্ষুষশ্চক্ষু" রিতিবন্মন্মথত্বপ্রকাশক ইত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদনগোপাল শ্রীরাধা এবং শ্রীললিতাদি গোপকিশোরীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন; তাই তাঁহাকে রাসবিলাসী বলা হয়। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা যখন তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ এতই অধিক হয় যে, অন্যের কথাতো দূরে, স্বয়ং মদন পর্য্যন্তও ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন; তাই শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত বলিয়াছেন—"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। ৮।৩২॥" বাস্তবিক, সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই পরমপ্রেমবতী শতকোটি-গোপীর সঙ্গ-প্রভাবে—বিশেষতঃ গোপীকুল-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গ-প্রভাবে—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বরূপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপ বলা হইয়াছে (১০।৩২।২)। **মন্মথ-মন্মথ-রূপে**—স্বয়ং কন্দর্পেরও চিত্ত-বিক্ষোভকারী রূপে (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মদন-গোপালের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (সহাস্য-মুখ-পঙ্কজযুক্ত) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনধারী) স্রগ্বী (বনমালাধারী) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপ) শৌরিঃ (শূরবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) [মধ্যে] (মধ্যে) আবিরভূৎ (আবির্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ। সহাস্যমুখকমল, পীতবসনধর এবং বনমালা-বিভূষিত মূর্ত্তিমান্ মদনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ২২।

তাসাং—রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহ-দুঃখে রোদন-পরায়ণা গোপবালাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বিরহার্ত্তিতে ব্রজসুন্দরীগণ প্রায় গতপ্রাণ হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি রূপে আবির্ভূত হইলেন, তাহা বলিতেছেন। **স্ময়মানমুখাম্বুজঃ**—হাসিযুক্ত মুখরূপ অম্বুজ যাঁহার; সহাস্য-বদন। তাঁহার বদন স্বভাবতঃই অম্বুজ বা কমলের ন্যায় সুন্দর এবং স্নিগ্ধ, সুতরাং দর্শন মাত্রে সন্তাপ-হরণে সমর্থ; তদুপরি তিনি আবার মন্দহাসি দ্বারা সেই মুখের শোভা বর্দ্ধন করিয়া গোপসুন্দরীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্দহাসির স্নিগ্ধ ধারায় তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মন্দহাসিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি বেশ প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বোধ হয় তখনও তাঁহাদের বিরহার্ত্তিজনিত সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। **পীতাম্বরধর**—স্কন্ধের উপর হইতে সম্মুখভাগে বিলম্বিত পীতবসন দুই হস্তে ধারণ করিয়া। পীতাম্বর বলিলেই পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি পীতাম্বরধর বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি দুইহস্তে গললগ্নী পীতাম্বরকে ধারণ করিয়া আছেন। যেন গোপীদিকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাঁহাদের বিরহার্ত্তি উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে এবং গললগ্নীকৃতবাসে যেন সেই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করিতেছেন—ইহাই ধ্বনি। পীতবর্ণ যে অম্বর (বস্ত্র), তাহা ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি পীতাম্বরধর। **স্রগ্বী**—অম্লান-বনমালাধারী। প্রেয়সীবর্গ তাঁহার গলদেশে যে বনমালা অন্তর্ধানের পূর্ব্বে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে তখনও ম্লান হয় নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ১৯২
নিত্যানন্দদয়া মোরে তারে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল ॥ ১৯৩
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার কথা নহে—অকথ্য কথন ॥ ১৯৪
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ১৯৫
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত-মোহন ॥ ১৯৬
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাও সূচিত হইতেছে যে, প্রেয়সীদত্ত বনমালা তিনি সযত্নে বক্ষে রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা বুঝিতে পারিলে বিরহক্ষিণ্ণা ব্রজবালাদিগের চিত্ত তৎপ্রতি প্রসন্ন হইতে পারে।

সাক্ষান্মথমন্মথঃ—মূর্ত্তিমান্ মন্মথ-মন্মথ। চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্নই অপ্রাকৃত মন্মথ বা মদন; দ্বারকাচতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্নই অন্যান্য ধামস্থ চতুর্ব্যূহ-সমূহের মূল হওয়ায় দ্বারকাস্থ প্রদ্যুম্নই মূল অপ্রাকৃত মন্মথ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই মন্মথের শক্তির মূল আশ্রয় বলিয়া—দৃষ্টিশক্তির মূল আশ্রয়কে যেমন চক্ষুর চক্ষু বলা হয়, তদ্রূপ —শ্রীকৃষ্ণকে মন্মথের মন্মথ (বা মন্মথ-মন্মথ) বলা হয়। প্রদ্যুম্নরূপ অপ্রাকৃত মন্মথের সর্ব্বচিত্ত-মুগ্ধকারিতা-শক্তির মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মহামন্মথ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহা-মোহনতা-শক্তির মহাসাগরতুল্য; ইহার কণাংশ-প্রাপ্তিতেই কামদেবের মোহনতা-শক্তি। সাক্ষাৎ-শব্দে স্বয়ং কামদেব প্রদ্যুম্নকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, প্রাকৃত কামদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কারণ, প্রাকৃত কামদেব সাক্ষাৎ-রূপ নহেন, তিনি প্রদ্যুম্নের শক্ত্যংশের আবেশ-প্রাপ্ত অসাক্ষাৎ-রূপ; প্রদ্যুম্নের শক্তির কণামাত্রের আবেশ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি প্রাকৃত জগৎকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ; কিন্তু অপ্রাকৃতধামে তাঁহার শক্তি কার্য্যকরী হয় না। মন্মথ-শব্দের যৌগিক বৃত্তিদ্বারা মন্মথ-মন্মথ-পদে প্রদ্যুম্নরূপ মন্মথদিগেরও ক্ষোভকারিত্ব ধ্বনিত হইতেছে। ১৯১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯২-১৯৩। মন্মথ-মন্মথ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দ্বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। **শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া**—শ্রীনিত্যানন্দের দয়া; শ্রীনিত্যানন্দ দয়া করিয়া। **প্রভু করি দিল**—আমার প্রভু করিয়া দিলেন।

১৯৫-৯৭। শ্রীমদন-গোপালের বর্ণনা শেষ করিয়া এক্ষণে শ্রীগোবিন্দদেবের বর্ণনা দিতেছেন। **যোগপীঠ**—সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান-বিশেষ। যোগপীঠের মধ্যস্থলে মণিময় ষড়্‌দলপদ্ম; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-গোবিন্দের রত্নসিংহাসন; এই ষড়্‌দলপদ্ম একটী বৃহৎ মণিময় পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয়; এই বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণের দাঁড়াইবার স্থান। কল্পবৃক্ষের নীচে এই যোগপীঠ অবস্থিত। **রত্নমণ্ডপ**—রত্ন-নির্ম্মিত মণ্ডপ বা বিশ্রামগৃহ; **তাহে**—রত্নমণ্ডপের মধ্যে। **রত্নসিংহাসনে**—রত্ন-নির্ম্মিত সিংহাসনে।

১৯৮। যাঁর—যে গোবিন্দের। **নিজলোকে**—ব্রহ্মার নিজলোকে, ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে। **পদ্মাসন**—ব্রহ্মা। **অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র**—গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ভাবাত্মক-উপাসনার মন্ত্রবিশেষ; এই মন্ত্রে আঠারটী অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টাদশ-অক্ষর মন্ত্ররাজ বলে। ব্রহ্মা নিজলোকে থাকিয়া অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করিয়া থাকেন; শ্রীগোবিন্দের রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। "তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধসন্তে সোঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ব্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্মষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বান্তর্হিতঃ; পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। গো, তা, শ্রুতি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—আমি নিরন্তর ইহার ধ্যান ও স্তুতিবাদ করাতে পরার্দ্ধকালান্তে সেই গোপবেশ-পুরুষ আমার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। তৎপর আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যনির্ব্বাহার্থ সদয়হৃদয় দ্বারা আমাকে তাঁহার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপ স্বরূপ অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন; পরে আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে আমার সাক্ষাতে

চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ১৯৯
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ-বর্ণন ॥২০০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২য় লহর্য্যাম্ (২।১১১)—
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্ববাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্ব্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়ন্নাহ স্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ। মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনা-বঞ্চকবিধিরিয়ং তদেতন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্যেদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ শ্রীজীব ॥২৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাদুর্ভূত হইলেন।" পয়ারস্থ "নিজলোকে"-শব্দের ধ্বনি এই যে, ব্রহ্মা স্বীয়লোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করিয়া থাকেন; বৃন্দাবনের যোগপীঠে যাওয়ার ভাগ্য তাঁহার হয় না। এতাদৃশ সুদুর্ল্লভ বৃন্দাবন-যোগপীঠও শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অধমকে দর্শন করাইয়াছেন—ইহাই কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায়।

১৯৯। চৌদ্দভুবনবাসী লোকগণ শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দ-রূপের সর্ব্বমনোহারিত্ব সূচিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠাদিপুরে তত্তৎপুরাধিকারী শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্ত্তনসত্ত্বেও শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির কীর্ত্তন হওয়ায় শ্রীনারায়ণাদির লীলা-গুণাদির মহিমা অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির মহিমাধিক্য সূচিত হইতেছে।

২০০। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়িত্ব সূচিত হইতেছে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যাঁহার রূপ শ্রীনারায়ণের রূপের আকর্ষকত্বকেও উপেক্ষা করাইয়া পতিব্রতা-শিরোমনি লক্ষ্মীদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, তাঁহার রূপে যে ইতর-রূপমুগ্ধ জনগণ অন্যসমস্ত বিস্মৃত হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার জন্য লক্ষ্মীদেবী উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ। শ্রীভা ১০।১৬।৩৬॥" শ্রীকৃষ্ণরূপের সর্ব্বাকর্ষকত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপগোস্বামিরচিত "স্মেরাং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লোক। ২৩। অন্বয়। হে সখে (হে সখে)! বন্ধুসঙ্গে (বন্ধুগণের সহবাসে) যদি তব (তোমার) রঙ্গঃ (ইচ্ছা) অস্তি (থাকে), ইতঃ (এস্থান হইতে যাইয়া) স্মেরাং (ঈষদ্ধাস্যযুক্ত) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী-বিশিষ্ট) সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং (বঙ্কিম-বিস্তীর্ণ-নয়ন) বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং (রক্তিমাধর-স্থাপিত-বংশী) চন্দ্রকেণ (ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা) উজ্জ্বলাং (পরিশোভিতা) গোবিন্দাখ্যাং (গোবিন্দ-নামক) হরিতনুং (শ্রীহরির মূর্ত্তিকে) মা প্রেক্ষিষ্টাঃ (দর্শন করিও না)।

অনুবাদ। হে সখা! বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখান হইতে যাইয়া—যাঁহার রক্তিম-অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, সেই ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম এবং ময়ূর-পুচ্ছশোভিত এবং কেশীঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-নামক শ্রীমূর্ত্তিকে দর্শন করিও না (করিলে আর বন্ধু-সঙ্গের নিমিত্ত তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না)। ২৩।

মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ—দর্শন করিও না; এস্থলে নিষেধচ্ছলে দর্শনের বিধিই দান করা হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দের মাধুর্য্য দর্শন করিলে বন্ধুসঙ্গের আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে; সুতরাং একবার বৃন্দাবনস্থ কেশীঘাটে যাইয়া শ্রীগোবিন্দকে দর্শন কর, তাহা হইলেই স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা এবং সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট হইবে—ইহাই ধ্বনি। ইহাতে শ্রীগোবিন্দরূপের সর্ব্বাধিক-আকর্ষকত্ব সূচিত হইতেছে। **রঙ্গঃ**—রন্জ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আসক্তি; বাসনা। **সাচি-বিস্তীর্ণ দৃষ্টি**—সাচি (বঙ্কিম) এবং বিস্তীর্ণ (দীর্ঘ) দৃষ্টি (নয়ন) যাঁহার;

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন ।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি-জ্ঞান ॥ ২০১
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২০২
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২০৩
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল ।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ ২০৪
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২০৫
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদ-ছায়া ।
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ ২০৬
'তাহাঁ সর্ব্ব লভ্য হয়' প্রভুর বচন ।
সে-ই সূত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয় ।
সেই সব লভ্য—এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯
নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ মহিমা অপার ।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২১০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

যাঁহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পায়। **বংশী-ন্যস্তাধরকিশলয়**—বংশী (বাঁশী) ন্যস্ত (স্থাপিত) হইয়াছে যাঁহার অধররূপ কিশলয়ে। শ্রীগোবিন্দের অধর নবপত্রের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ; সেই অধরে বংশী শোভা পাইতেছে। **কেশিতীর্থ**—বৃন্দাবনে শ্রীযমুনার একটী ঘাটের নাম কেশিঘাট; তীর্থ অর্থ ঘাট। বর্ত্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের যে পুরাতন মন্দির আছে, তাহাতেই শ্রীরূপ-গোস্বামীর সময়ে শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন; এ মন্দিরকেই এই শ্লোকে কেশিতীর্থোপকণ্ঠস্থিত মন্দির বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

২০১-২০২। পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহে এবং শ্লোকে শ্রীগোবিন্দ-দেবের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে তদ্রূপ মাধুর্য্য সাধারণতঃ অসম্ভব বলিয়া, কেশিঘাটের নিকটস্থিত শ্রীমূর্ত্তি যে সাধারণ প্রতিমা নহেন, পরন্তু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনই—তাহা বলিতেছেন।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত—স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। **আন**—অন্যথা; এই প্রতিমূর্ত্তি যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। **সেই অপরাধে**—প্রতিমা মাত্র মনে করার অপরাধে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অর্চ্চিত ভগবৎ-প্রতিমায় প্রতিমা জ্ঞান করিলে প্রত্যবায় উপস্থিত হয়। "অথ শ্রীমৎ প্রতিমায়ান্তু তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি। আকারৈক্যাৎ, শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্মায়েতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৬।"

২০৩। হেন—এতাদৃশ; পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুরূপ। **যাঁহা হৈতে**—যে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইতে।

২০৪। বৈসে—বাস করেন। **২০৫। যার**—যে বৈষ্ণব-মণ্ডলীর। **২০৭। এই তার** ইত্যাদি—১৭৮-২০৬ পয়ারে।

২০৮। আয়—আসিয়া। **অভিপ্রায়**—শ্রীরূপ-সনাতনাদির পদাশ্রয় হইতে বৈষ্ণব-পদাশ্রয় পর্য্যন্ত ১৭৮-২০৬ পয়ারে যে সমস্ত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, "সর্ব্বলভ্য" বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ যে সমস্ত বস্তুর কথা বলিয়াছেন—সে সমস্ত বস্তুর প্রাপ্তিই প্রভুর অভিপ্রেত।

২০৯। শ্রীনিত্যানন্দের গুণের কথা স্মরণে আমি আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছি; তাই ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা হারাইয়া নিজের সৌভাগ্যের অতি গোপনীয় কথাও আমি (গ্রন্থকার) নির্লজ্জের ন্যায় লিখিতেছি।

২১০। গুণ-মহিমা—গুণের মহিমা, অথবা গুণ ও মহিমা। **অপার**—অসীম। **সহস্র বদনে শেষ ইত্যাদি**—সহস্র-বদন (অনন্ত-দেবও) যার (যে গুণ মহিমার) শেষ (অন্ত) পান না। ধ্বনি এই যে—স্বয়ং অনন্তদেব সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও যে নিত্যানন্দের গুণ-মহিমার অন্ত পাননা, আমি ছার তাহার কি বর্ণনা করিব?